জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত নতুন সিলেবাস অনুযায়ী রচিত

১০০% কমন পড়ার নিশ্চয়তায়

উচ্চ মাধ্যমিক

৩০ নম্বরের

বাংলা ব্যাকরণ

[দ্বিতীয় পত্র]

ব্যাকরণ : ৩০ নম্বর

▮ বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	৫
▮ বাংলা বানানের নিয়ম	৫
▮ বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি	৫
▮ বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস)	৫
▮ বাক্যতত্ত্ব	৫
▮ বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৫
	৩০

সকল বোর্ডের প্রশ্নোত্তর সম্বলিত

প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল



কলকণ্ঠ প্রকাশনী, ঢাকা

"বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসৃত" জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংশোধিত ব্যাকরণের সিলেবাস অনুসারে রচিত।

উচ্চ মাধ্যমিক ৩০ নম্বরের বাংলা ব্যাকরণ
(দ্বিতীয় পত্র)

রচনায়

প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া; নাগরপুর সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল; ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান (বাংলা), মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর; দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা; সরকারি লালনশাহ কলেজ, ঝিনাইদহ; চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা; সন্দ্বীপ সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম; সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, মধুখালী; ফরিদপুর; সরকারি রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ফরিদপুর; সরকারি পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পটুয়াখালী।

এবং

নাট্যকার ও পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা
প্রধান পরীক্ষক, বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

আহসান হাবিব ইফাজ

বি.এ. (সম্মান)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোর্শেদ আলম

বি.এ. (সম্মান)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়

প্রফেসর নিতাই চরণ ভৌমিক

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

পরিবেশনায়

কলকণ্ঠ প্রকাশনী

বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মো. আব্দুর রাজ্জাক, বি.এ.
কলকণ্ঠ প্রকাশনী
বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৫৫৪৭৮৫৫৯, ০১৯৩৮৮৩০৮০৫
[সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]
[পরিমার্জিত সংশোধিত সংস্করণ]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	:	আগস্ট	— ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ	:	জুলাই	— ২০০৩
তৃতীয় প্রকাশ	:	জুন	— ২০০৪
চতুর্থ প্রকাশ	:	আগস্ট	— ২০০৫
পঞ্চম প্রকাশ	:	জুলাই	— ২০০৬
ষষ্ঠ প্রকাশ	:	জুন	— ২০০৭
সপ্তম প্রকাশ	:	জুন	— ২০০৮
অষ্টম প্রকাশ	:	জুন	— ২০০৯
নবম প্রকাশ	:	এপ্রিল	— ২০১০
দশম প্রকাশ	:	জুলাই	— ২০১০
একাদশ প্রকাশ	:	এপ্রিল	— ২০১১
দ্বাদশ প্রকাশ	:	এপ্রিল	— ২০১২
ত্রয়োদশ প্রকাশ	:	এপ্রিল	— ২০১৩
চতুর্দশ প্রকাশ	:	এপ্রিল	— ২০১৪
পঞ্চদশ প্রকাশ	:	এপ্রিল	— ২০১৫
সংশোধিত সংস্করণ	:	জুন	— ২০১৫

বর্ণবিন্যাস
মো. এম. আবদুল্লাহ্
কম্পিউটার পয়েন্ট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কলকণ্ঠ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ আর. এম. দাস রোড (সূত্রাপুর), ঢাকা-১১০০

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক গৃহীত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (M.R.P) : ১১০.০০ (একশত দশ) টাকা মাত্র।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ অংশের ৩০ নম্বরের সংশোধিত সিলেবাস

মোট নম্বর - ৩০

১.	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	৫ নম্বর
২.	বাংলা বানানের নিয়ম	৫ নম্বর
৩.	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি	৫ নম্বর
৪.	বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস)	৫ নম্বর
৫.	বাক্যতত্ত্ব	৫ নম্বর
৬.	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৫ নম্বর

ব্যাকরণের জন্য **নির্ধারিত** পাঠ্য বিষয়গুলো থেকে প্রশ্নের উত্তর **দিতে হবে**। প্রতিটি **বাছাই করে** উত্তর দেওয়া সুযোগ থাকবে।

মানবণ্টন : ৫ × ৬ = ৩০ নম্বর

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু / অধ্যায় পরিচিতি	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	৫-১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাংলা বানানের নিয়ম	১৯-৩১
তৃতীয় অধ্যায়	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)	৩২-৬০
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলা শব্দ গঠন	৬১-১৭৬
	প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলা শব্দ ও শব্দ গঠন	৬১
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপসর্গ	৬৮
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রকৃতি ও প্রত্যয়	৭৬
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমাস	১২৮
পঞ্চম অধ্যায়	বাক্যতত্ত্ব	১৭৭-২২২
	প্রথম পরিচ্ছেদ : বাক্য ও বাক্য গঠন, বাক্য রূপান্তর	১৭৭
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উক্তি বা বাচ্য পরিবর্তন	২০৯
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	২১১
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	২২৩-২৬৮
◈ বিগত বছরে আগত বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নপত্র [(২০০৬-২০১৫) ব্যাকরণ অংশ]		২৬৯-৩১৮

◈ 'মডেল টেস্ট' নির্মিতি অংশে দেখ।

প্রথম অধ্যায়
বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

মনের ভাব সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য ভাষার উচ্চারণের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুদ্ধ উচ্চারণ ভাষাকে শুধু বোধগম্য করে তোলেই না, শ্রুতিমধুরও করে। সঠিক ও যথাযথ উচ্চারণের মাধ্যমেই কোনো শব্দ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ উল্লেখ করা হলো–

অ : অংস (অঙ্‌শো), অংশীদার (ওঙ্‌শিদার্), অংশুমান (ওঙ্‌শুমান্), অকথ্য (অকোত্‌থো), অহ্ন (অন্‌হো/অন্‌nho)

আ : আপ্যায়ন (আপ্‌পায়োন), আনুগত্য (আনুগোত্‌তো), আহ্বায়ক (আওভায়ক্)

ই : ইঞ্চি (ইন্‌চি), ইতিপূর্বে (ইতিপুর্‌বে), ইন্দ্রজিৎ (ইন্‌দ্রোজিত্), ইহলৌকিক (ইহোলোউকিক্), ইষ্ট (ইশ্‌টো)

ঈ : ঈপ্সা (ঈপ্‌শা), ঈদৃশ (ইদৃশো), ঈশ্বরী (ইশ্‌শোরি), ঈহিত (ইহিতো)

উ : উচ্চারণ (উচ্চারোন), উচ্চৈঃশ্রবা (উচ্‌চোইস্‌স্রোবা), উহ্যমান (উজ্‌ঝোমান্), উঞ্ছ (উন্‌চো)

ঊ : ঊঢ় (ঊঢ়ো/ঊrho), ঊর্ণনাভ (উর্‌নোনাভো), ঊর্ধ্বশ্বাস (উর্‌ধোশ্‌শাশ্)

ঋ : ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ্), ঋত (রিতো), ঋদ্ধ (রিদ্‌ধো), ঋষভ (রিশভো/রিশভ্)

এ : একাংশ (একাঙ্‌শো), একেশ্বর (অ্যাকেশ্‌শর্), এহেন (অ্যাহেনো)

ঐ : ঐক্য (ওইক্‌কো), ঐকতান (ওইকোতান্), ঐশ্বর্যান্বিত (ওইশ্‌শোর্‌জান্‌নিতো)

ও : ওক্ত (ওক্‌তো), ওজস্বী (ওজোশ্‌শি), ওসার (ওশার্)

ঔ : ঔগ্র (ওউগ্‌গ্রো), ঔপনিষদ (ওউপোনিশদ্), ঔপম্য (ঔউপোম্‌মো), ঔষ্ণ (ওউশ্‌নো)

ক : কক্ষ (কোক্‌খো), কাষ্ঠফলক (কাশ্‌ঠোফলক্), ক্বচিৎ (কোচিত্)

খ : খানসামা (খান্‌শামা), খেঁসারি (খ্যাঁশারি), খাস (খাশ্)

ক্ষ : ক্ষিপ্র (খ্রিপ্‌প্রো), ক্ষেত্রজ্ঞ (খেত্‌ত্রোগগোঁ), ক্ষৌম (খোউমো), ক্ষম (ক্ষমো)

গ : গীর্ণ (গির্‌নো), গেঁয় (গেঁয়ো), গীতিকবিতা (গিতিকোবিতা)

ঘ : ঘটকী (ঘটোকী), ঘৃতপক্ব (ঘৃতোপক্‌কো), ঘোষণাপত্র (ঘোশোনাপতত্রো)

চ : চন্দ্রবদন (চন্‌দ্রোবদোন), চৌর্য (চৌউর্‌জো), চ্যুতি (চ্যুতি)

ছ : ছন্দ (ছন্‌দো), ছেদ্য (ছেদ্‌দো)

জ : জনসংযোগ (জনোশঙ্‌জোগ্‌), জ্ঞানাঞ্জন (গ্যাঁনান্‌জন্‌), জ্বালেশ্বর (জালেশ্‌শর্‌)

ঝ : ঝান্ডা (জান্‌ডা), ঝিল্লিমুখর (জিল্‌লিমুখর্‌)

ট : টিকাল (টিকালো)

ঠ : ঠেস (ঠেশ্‌/ঠ্যাশ্‌)

ড : ডিম্ব (ডিম্‌বো), ডিসমিস (ডিস্‌মিস্‌)

ঢ : ঢৌকন (ডোওকন্‌)

ণ : ণত্ববিধান (নত্‌তোবিধান্‌), নালক (নালোক্‌), ণেহ (নেহো)

ত : তথৈবচ (তথোইবচো), তন্ময় (তন্‌ময়্‌), তরঙ্গ (তরোঙ্‌গো), তামসিক (তামোশিক্‌)

থ : থই (থোই), থাম্বা (থাম্‌বা), থোড়াল (থোড়াল্‌)

দ : দয়িতা (দোয়িতা), দস্যি (দোশ্‌শি), দাক্ষায়ণী (দাক্‌খায়োনি)

ধ : ধর্মক্ষেত্র (ধর্‌মোখেত্‌ত্রো), ধৈর্যশীল (ধোইরজোশিল্‌)

ন : নক্ষত্র (নোক্‌খোত্‌ত্রো), নন্দ্য (নন্‌দো), নূনকম্প (নুনোকমপো্‌)

প : পয়মন্ত (পয়োমন্‌তো/পয়্‌মন্‌তো), পইঠা (পোইঠা)

ফ : ফুলশর (ফুলোশর্‌), ফোসকা (ফোশ্‌কা)

ব : বৎস (বত্‌শো), ব্যবচ্ছেদ (ব্যাবোচ্‌ছেদ্‌), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌হন/ব্রাম্‌- mhon)

ভ : ভক্ষক (ভক্‌খোক্‌), ভ্রূণপত্র (ভ্রুনোপত্‌ত্রো)

ম : ম্রিয়মাণ (ম্রিয়োমান্‌), ম্লেচ্ছ (ম্লেচ্‌ছো)

য : যক্ষ (জোক্‌খো), যৌগিক (জোউগিক্‌)

র : রসালো (রশালো), রাজ্যেশ্বরী (রাজ্‌জেশ্‌শোরি) রৌশনি (রোউশোনি)

ল : লবণাত্মক (লবোনাত্‌তমক্‌), লৌহিত্য (লোউহিত্‌তো)

শ : শতাব্দী (শতাব্‌দি), শরীর (শোরির্‌), শান্তশিষ্ট (শান্‌তোশিশ্‌টো), শাস্ত্রী (শাস্‌ত্রি), শৈত্য (শোইত্‌তো)

ষ : ষত্ববিধান (শত্‌তোবিধান্‌), ষষ্ঠী (শোশ্‌ঠি), ষাণ (শান্‌), ষোড়শী (শোড়শি)।

স : সঘন (শঘনো/শঘন্‌), সন্দীপন (শন্‌দিপন্‌/শোনদিপন্‌)

হ : হিতকর (হিতোকর্‌), হীনবৃত্তি (হিনবৃত্‌তি), হেলা (হ্যালা), হৌম্য (হোউম্‌মো)

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥	**শুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

উত্তর : মানুষের মনের ভাব প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট বাহন হচ্ছে ভাষা। আর ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। এই ধ্বনিকে স্পর্শ করা বা চোখে দেখা যায় না। ধ্বনি একটি বাচনিক প্রক্রিয়া এবং শ্রবণের মাধ্যমেই আমরা এর অর্থ অনুধাবনে সমর্থ হই। তাহলে দেখা যাচ্ছে উচ্চারণের তারতম্যের কারণে ধ্বনির অর্থের তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা বা গভীরতা, লয়ের দ্রুততা বা মন্থরতা এবং স্বরস্তরের নিম্নতা বা উচ্চতার কারণে কখনো আনন্দ-উল্লাস আবার কখনো বিস্ময়-বিষাদ প্রকাশিত হয়। মানবমনের এই অবস্থাকে লিখিত ভাষায় বোঝানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই ভাষার উচ্চারণের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভুল ও শুদ্ধ উচ্চারণ সঠিক মনোভাব প্রকাশে সহায়ক। কোনো কাজ শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হলে সেই শব্দের অর্থ বিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। বর্তমান কালে সংগীত, নাট্যকলা, আবৃত্তির মতো উপস্থাপনা শিল্প (performing art) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এর ফলে ভাষার উচ্চারণের দিকটি ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	**অ-ধ্বনি উচ্চারণ কত প্রকার? অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ উদাহরণসহ আলোচনা কর।** **অথবা, অ-ধ্বনির উচ্চারণ কখন ও–বৎ হয়? উদাহরণ লেখ।**

উত্তর : অ-ধ্বনির উচ্চারণ **দু'প্রকার**–স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ এবং সংবৃত বা ও-এর মতো উচ্চারণ। নিচে সংবৃত উচ্চারণ আলোচনা করা হলো—

ক. শব্দের আদিতে যদি অ থাকে এবং তার পরে ই-কার কিংবা ঈ-কার অথবা উ-কার, উ-কার থাকে তবে উক্ত অ সংবৃত হয়।

উদাহরণ : কবি (কোবি), করুণ (কোরুণ), পতি (পোতি) ইত্যাদি।

পরবর্তী ই-কার কিংবা **উ-কারের প্রভাবে** পরবর্তী র-ফলাযুক্ত 'অ'-এর উচ্চারণ **ও-এর মতো** তথা সংবৃত **হয়।**

উদাহরণ : প্রতিকার (প্রোতিকার), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি।

খ. শব্দের মধ্যে ও অন্তে–

–তর, –তম, –তন প্রত্যয়-সাধিত **বিশেষণবাচক শব্দের** অন্ত্য স্বর 'অ' সংবৃত হয়।

উদাহরণ : উচ্চতর (উচ্চতরো), **প্রিয়তম (প্রিয়োতমো)** ইত্যাদি।

ই-কার **বা** উ-কার-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য অ সংবৃত হয়।

উদাহরণ : করণীয় (করণীয়ো), সুমতি (সুমোতি), বিরতি (বিরোতি) ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'এ'-ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

উত্তর : 'এ'-ধ্বনির দু'রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়— সংবৃত ও বিবৃত।

সংবৃত উচ্চারণ : এ উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি মেন (men)-এর 'এ'-এর মতো।

– পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়।

উদাহরণ : দিকে, পথে, ঘাটে, কাঁদে ইত্যাদি।

– তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত 'এ' সংবৃত হয়।

উদাহরণ : দেশ, শেষ, প্রেম ইত্যাদি।

– 'এ' যুক্ত কোনো সর্বনাম পদ একাক্ষর (monosyllabic) বিশিষ্ট হলে উক্ত 'এ' সংবৃত হয়।

উদাহরণ : কে, যে, সে ইত্যাদি।

– 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'এ' সংবৃত হয়।

উদাহরণ : দেহ, কেহ, কেষ্ট ইত্যাদি।

– ই-কার কিংবা উ-কারের পূর্ববর্তী 'এ' সংবৃত হয়।

উদাহরণ : দেখি, রেণু, বেলুন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ 'এ'-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

উত্তর : বিবৃত উচ্চারণ : এ উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ম্যান (man)-এর 'এ'-এর মতো। মধ্যে বা অন্ত্যে নয়, 'এ'-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়।

– দু'অক্ষরবিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' বিবৃত হয়।

উদাহরণ : হেন, কেন (হ্যানো, ক্যানো), এখন (এ্যাখন) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : যেথা, সেথা।

– অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু-এর পূর্ববর্তী 'এ' বিবৃত হয়।

উদাহরণ : চেংড়া (চ্যাংড়া), গেঁজেল (গ্যাঁজেল) ইত্যাদি।

– খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' বিবৃত হয়।

উদাহরণ : খেমটা (খ্যামটা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা), তেনা (ত্যানা), চেপসা (চ্যাপসা) ইত্যাদি।

–এক, এগারো, তেরো —এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে এবং এক-যুক্ত সকল শব্দে 'এ' বিবৃত হয়।

উদাহরণ : এক-তলা (এ্যাক-তলা), এক-চোট (এ্যাক-চোট) ইত্যাদি।

– বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ায় এ বিবৃত হয়।

উদাহরণ : দেখ্ (দ্যাখ্), দেখ (দ্যাখো) ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোরও উত্তর করা যাবে–

১. *'এ' ধ্বনির পাঁচটি উচ্চারণবিধি নির্দেশ কর।*

২. *কখনো কখনো 'এ'-এর উচ্চারণ ইংরেজি মেন (men)-এর 'এ'-এর মতো — আলোচনা কর।*

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ **'ঙ ং ঞ–এ ধ্বনিগুলো শব্দের প্রথমে লিখিত বা উচ্চারিত হয় না।' –এদের উচ্চারণরীতি আলোচনাসাপেক্ষে বর্ণনা কর।**

উত্তর : ঙ ং ঞ–এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ শব্দের শুরুতে আসে না। এরা শব্দের মধ্যে বা অন্তে উচ্চারিত হয়। এদের উচ্চারণরীতি নিম্নরূপ—

– ঙ, ং —এ ধ্বনিদ্বয়ের উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। এরা শব্দের মধ্যে বা অন্তে উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ : অলংকার/অলঙ্কার, ব্যাং/ব্যাঙ ইত্যাদি।

– ঞ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি 'ইয়'-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো।

উদাহরণ : ভূঁঞা (ভূঁইয়া)।

তবে চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে 'ঞ'-এর উচ্চারণ দন্ত্য-ন-এর মতো হয়

উদাহরণ : পঞ্চ (পন্‌চো), ঝঞ্ঝা (ঝনঝা) ইত্যাদি।

– ণ : বাংলায় ণ এবং ন বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের উচ্চরণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট-বর্গীয় ধ্বনির।

উপরোক্ত ঙ, ং, ঞ-এর উচ্চারণরীতি থেকে দেখা যায় যে এ ধ্বনিগুলো শব্দের মধ্যে বা অন্তে উচ্চারিত হয়; প্রথমে হয় না। আগে যুক্ত হলে 'ণ'-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ : কাণ্ড, লণ্ঠন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ **ফলা কী? য-ফলা ও ব-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা এবং ম-ফলা-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।**

উত্তর : **ব্যঞ্জনবর্ণ** সংক্ষিপ্ত আকারে বা পূর্ণ আকারে অন্য কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলা হয় ফলা। নিম্নে য-ফলা ও ব-ফলা, ল-ফলা এবং ম-ফলা-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হলো–

→ য-ফলা (্য) ও ব-ফলা (্ব) যুক্ত বর্ণের য্ ও ব্ উচ্চারিত হওয়ার সময় যে বর্ণটির সাথে যুক্ত হয় সেটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ : সত্য (সত্তো), বিশ্ব (বিশ্শো) ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—বাহ্য (বাজ্ঝো)

তবে শব্দের প্রথমে সংযুক্ত ব-ফলার উচ্চারণে ব-ফলাযুক্ত বর্ণটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় না, কিন্তু বিশেষ জোর দিতে হয়।

উদাহরণ : শ্বাপদ (শ্শাপদো), স্বাধীন (শ্শাধিন)।

→ র-ফলা (্র) যুক্তবর্ণের উচ্চারণ বর্ণক্রমিক হয়।

উদাহরণ : আম্র (আম্‌রো), নম্র (নম্‌রো) ইত্যাদি।

– ল-ফলা যুক্তবর্ণের উচ্চারণও বর্ণক্রমিক হয়।

উদাহরণ : অম্ল (অম্‌লো), শুক্ল (শুক্‌লো) ইত্যাদি।

→ ম-ফলা (ম) যুক্তবর্ণের উচ্চারণও বর্ণক্রমিক হয়। কিন্তু ম-ফলা যদি ক, গ, ত, দ, স, শ-এর সাথে যুক্ত হয়, তবে যুক্ত ধ্বনি অনুনাসিক ও দ্বিত্ব হয়।

উদাহরণ : আত্মা (আত্তাঁ), পদ্মা (পদ্দাঁ), গ্রীষ্ম (গ্রিশশোঁ) ইত্যাদি।

লক্ষণীয় : ম—ফলা শব্দের প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে উচ্চারিত হয় না।

উদাহরণ : শ্মশ্রু (শস্রু)।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥	**'আ'-ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।**

উত্তর : বাংলায় আ-ধ্বনিটি সবসময় বিবৃত হয়। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি father ও palm শব্দের 'আ'-এর মতো।

উদাহরণ : আপন, পানি, চা, পাতা ইত্যাদি।

→ বাংলায় একাক্ষর (monosyllabic) শব্দের 'আ' দীর্ঘ হয়।

উদাহরণ : চাঁদ (চাঁ-দ), বাঁশ (বাঁ-শ) ইত্যাদি

→ কিন্তু একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের আ হ্রস্ব হয়।

উদাহরণ : কাল (কালো)।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥	**ই, ঈ, ঋ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।**

উত্তর : বাংলায় ই ও ঈ ধ্বনির উচ্চারণে পার্থক্য নেই বললেই চলে। একাক্ষর শব্দের হ্রস্ব ই এবং দীর্ঘ ঈ দু-ই দীর্ঘ হয়।

উদাহরণ : বিশ (বি-শ), দিন (দি-ন), দীন (দী-ন)।

→ বাংলায় উ, ঊ ধ্বনিদ্বয়ের উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। ই, ঈ ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের বন্ধাক্ষরে বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়।

উদাহরণ : চুল (দীর্ঘ), চুলা (হ্রস্ব), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, অজু, করুণ ইত্যাদি।

→ **ঋ :** মুক্তভাবে ব্যবহৃত 'ঋ'-এর উচ্চারণ 'রি' বা 'রী-এর মতো। তবে ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হলে র-ফলা ই-কার-এর মতো উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ : ঋতু (রীতু), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি), ঋণ (রীন), মাতৃ (মাত্রি)।

লক্ষণীয় : অক্ষর : কোনো শব্দের যতটুকু অংশ স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তাকে ঐ শব্দের একটি অক্ষর বা syllable বলে। যেমন–'ভালো' শব্দে দুটি অক্ষর 'ভা' একটি এবং 'লো' একটি।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥	**ঐ, ও, ঔ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।**

উত্তর :

ঐ : ঐ কোনো মৌলিক স্বরধ্বনি নয়, যৌগিক স্বরধ্বনি। দুটি স্বরধ্বনি যথাক্রমে ও এবং ই-এর মিলিত রূপ হচ্ছে 'ঐ'। অর্থাৎ ঐ = ও + ই। যেমন–ক + ঐ = কৈ, চ + ঐ = চৈ।

ও : বাংলায় 'ও'-এর দীর্ঘ ও হ্রস্ব দুই রকম উচ্চারণই পাওয়া যায়। একাক্ষরবিশিষ্ট শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন–জোর, দোর, ভোর, মোর ইত্যাদি। আর অন্য ক্ষেত্রে সাধারণত ও-এর উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যেমন–মোড়া, নোনা, ভালো, পুরোভাগ ইত্যাদি।

ঔ : এটিও একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। ঔ যুক্তব্যঞ্জনের দুই পাশে বসে। যেমন–ম + ঔ = মৌ। বাংলায় ঔ-এর উচ্চারণ সাধারণত হ্রস্ব। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘ হতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥	**শব্দের অ-ধ্বনির কত রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়? অ–ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।**

উত্তর : অ-ধ্বনির দু'রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়–

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ এবং

২. সংবৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ।

বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি

i. **শব্দের আদিতে** না-বোধক **'অ' সর্বদা** বিবৃত হয়। **যেমন–অসীম,** অটল, **অপ্রতুল, অনাসৃষ্টি** ইত্যাদি।

ii. **অ কিংবা আ** যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী **অ** বিবৃত হয়। **যেমন–**কথা, যত, অমানিশা, অনাচার।

শব্দের মধ্যে ও অন্তে

i. পূর্ববর্তী স্বরের মতো সামঞ্জস্য রেখে স্বরসঙ্গতির প্রভাবে অ বিবৃত হয়। যেমন—মত, যত, শত, কলম, শরম।

ii. ঋ, এ, ঐ, এবং ঔ-ধ্বনির পরবর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক বা বিবৃত হয়ে থাকে। যেমন—দেব, ধৈর্য, নোলক, গৌণ ইত্যাদি।

iii. কোনো কোনো সময় ই-ধ্বনির পরের 'অ' বিবৃত হয়। যেমন—পতিত, নিত, প্রমিত ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে অ-উচ্চারণ লোপ পায় না? উদাহরণ দাও।

উত্তর : নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে শব্দের শেষে অ-ধ্বনি লোপ পায় না—

ক. শেষ ব্যঞ্জনের ঠিক আগের বর্ণটি অনুস্বার বা বিসর্গ হলে— কংস, মাংস, হংস, দুঃখ ইত্যাদি।

খ. শব্দের শেষে ত বা ইত প্রত্যয় যুক্ত থাকলে— আনন্দিত, আনত, শত, পুলকিত ইত্যাদি।

গ. জাত অর্থে শব্দের শেষে জ-প্রত্যয় প্রযুক্ত হলে— অগ্রজ, অনুজ, জলজ, স্থলজ ইত্যাদি।

ঘ. শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হলে— ফলত, প্রায়শ, বস্তত, প্রথমত, প্রধানত ইত্যাদি।

ঙ. শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন হলে—আম্র, গন্তব্য, নম্র, ভদ্র, সত্য ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কোন কোন ক্ষেত্রে ব-ফলার উচ্চারণ হয় না?

উত্তর : বাংলায় **ব-ফলার** উচ্চারণে বিভিন্নতা দেখা যায়। তা কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো অনুচ্চারিত থেকে যায়। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ব-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না।

i. শব্দের আদিতে **ব-ফলা** যুক্ত হলে তা অনুচ্চারিত থেকে যায়। তবে আদি বর্ণটিতে বাড়তি শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—স্বপ্ন, শ্বাপদ, স্বাধীনতা, জ্বালা, **ত্বক, শ্বেত, দ্বেষ, স্বীকার** ইত্যাদি।

ii. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব-ফলা যুক্ত হলে ব অনুচ্চারিত থাকে। যেমন—**উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল**, দ্বন্দ্ব, **তাত্ত্বিক**, পার্শ্ব, সান্ত্বনা ইত্যাদি।

iii. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ ঘটায়। যেমন—**বিশ্বাস**, বিদ্বান, স্বত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কোন কোন ক্ষেত্রে ব-ফলা যুক্ত বর্ণে ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে? আলোচনা কর।

উত্তর : ব-ফলায় ব-এর অবিকৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ-

i. ব-এর সাথে ব-ফলা যুক্ত হলে ব উচ্চারিত হয়। যেমন—সাব্বাশ, তিব্বত, বাব্বা, সব্বাই ইত্যাদি।

ii. ম-এর সাথে ব-ফলা যুক্ত হলে উক্ত ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন— নীলাম্বরী, সম্বোধন, গম্বুজ ইত্যাদি।

iii. উৎ (উদ) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের ৎ (দ)-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন— উদ্বেল, উদ্বিগ্ন, উদ্বিড়াল, উদ্বোধন ইত্যাদি।

iv. বাংলা শব্দে ক থেকে সন্ধির সূত্রে আগত গ্-এর সঙ্গে বলা যুক্ত হলে সে ক্ষেত্রে ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন— ঋগ্বেদ, দিগ্বলয়, দিগ্বিজয় ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ উদাহরণসহ ম-ফলার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দে কখনো কখনো ম-ফলার ম উচ্চারিত হয় আবার কখনো কখনো হয় না। নিচে উচ্চারিত ম-ফলা ও অনুচ্চারিত ম-ফলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো—

উচ্চারিত ম-ফলা

ক. গ, ঙ, ণ, ন, ম, ল-এর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-এর উচ্চারণ বজায় থাকে।
উদাহরণ— যুগ্ম, বাঙ্ময়, হিরন্ময়, জন্ম, সম্মান, গুল্ম।

খ. ষ্ম (ষ-য়ে ম) ধ্বনিতে ম-এর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।
উদাহরণ— ব্রহ্মা (ব্রোম্মা)

অনুচ্চারিত ম-ফলা

ক. শব্দের শুরুতে ম-ফলা অনুচ্চারিত থাকে, তবে আশ্রয়ী বর্ণকে সানুনাসিক করে।
উদাহরণ— স্মরণীয় (শঁরনিয়ো)।

খ. শব্দের শেষে বা মধ্যে থাকলে ম-ফলার উচ্চারণ হয় না।
উদাহরণ— আত্মা, আকস্মিক।
তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে।
যেমন—সুস্মিতা, জ্যোতিষ্মান, কাশ্মীর।

প্রশ্ন ঃ ১৫ ঃ **ং, ঃ, ঁ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণরীতি আলোচনা কর।**

উত্তর : **ং-এর উচ্চারণ :** বাংলায় ং-এর উচ্চারণ ঙ-এর মতো। অনুস্বারের উচ্চারণ সবসময় অঙ্-এর মতো। যেমন–অংক, অংশ, বংশ, কংস, হংস ইত্যাদি।

বিসর্গ (ঃ)-এর উচ্চারণ : তৎসম শব্দে তথা সংস্কৃতে বিসর্গের (ঃ) উচ্চারণ হলো হ্-এর মতো। এই উচ্চারণ আবেগসূচক শব্দে এখনো বহাল রয়েছে। যেমন–আঃ [আহ্], বাঃ [বাহ্], ওঃ [ওহ্] ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যে বিসর্গ (ঃ) ব্যবহৃত হলে এর পরের বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন–দুঃখ, নিঃসম্বল, নিঃস্বার্থ ইত্যাদি।

চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) উচ্চারণ : ' ঁ ' নিজে নিজে উচ্চারিত হয় না। অপর কোনো স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে। অর্থাৎ এটি নাকি উচ্চারণের চিহ্ন। যেমন–কাঁচা, কুঁড়ি, খাঁড়া, গোঁড়া, ফোঁটা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ ১৬ ঃ **সংযুক্ত হ-ধ্বনির পাঁচটি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।**

উত্তর : হ-একটি মহাপ্রাণ ধ্বনি। এটি যখন অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংশ্লিষ্ট বর্ণটি উচ্চারণের দিক থেকে মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। নিচে সংযুক্ত হ-ধ্বনির পাঁচটি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো—

ক. হ-এর সাথে 'ৃ' (ঋ) যুক্ত হলে তখন 'ৃ' বা ঋ-কারের উচ্চারণ মহাপ্রাণ তথা ইংরেজি hri-এর মতো হয়। যেমন–হৃত (hriতো), হৃৎস্পন্দন (hriত্স্পন্দোন্)

খ. হ-এর সাথে র-ফলা যুক্ত হলে র-ফল-র 'র' মহাপ্রাণ হয়ে ওঠে। যেমন–হ্রদ (rhদ্), হ্রাস (rhaশ্), হ্রী (rhi), হ্রেষা (rheশা) ইত্যাদি।

গ. ন/ণ-এর সাথে হ যুক্ত হলে ন/ণ মহাপ্রাণ হয়ে ওঠে। যেমন–পূর্বাহ্ণ (পুরবান্হো), মধ্যাহ্ন (মোদ্ধানহো) ইত্যাদি।

ঘ. হ-এর সাথে 'ম' যুক্ত হলে উচ্চারণ মা (ম্mh) হয়। যেমন–ব্রাহ্ম (ব্রাম্হো, ব্রাম্mho), ব্রহ্মাণ্ড (ব্রোম্হান্ড়ো, ব্রোম্mhaন্ডো) ইত্যাদি।

ঙ. হ-এর সাথে ল যুক্ত হলে উচ্চারণ ল্ lha-এর মতো হয়। যেমন– হ্লাদিনী (ল্lhaদিনি), প্রহ্লাদ (প্রোল্lhaদ্)

প্রশ্ন ঃ ১৭ ঃ | উচ্চারণসহ 'জ্ঞ' ধ্বনিযুক্ত দশটি শব্দ লিখ।

উত্তর : উচ্চারণসহ 'জ্ঞ' ধ্বনিযুক্ত দশটি শব্দ নিচে দেওয়া হলো–

বিজ্ঞান–বিগ্‌গ্যাঁন, অবজ্ঞা–অবোগ্‌গাঁ, অজ্ঞ–অগ্‌গোঁ, বিশেষজ্ঞ–বিশেশোগ্‌গোঁ, দৈবজ্ঞ–দৌইবোগ্‌গোঁ, প্রজ্ঞা-প্রোগ্‌গাঁ, বিজ্ঞাপন–বিগ্‌গাঁপোন, জ্ঞান–গ্যাঁন, জ্ঞাত–গ্যাঁতো, অজ্ঞান–অগ্‌গ্যাঁন

প্রশ্ন ঃ ১৮ ঃ | বাংলা ভাষায় কৃতঋণ শব্দ বা loan word বলতে কী বোঝ?

উত্তর : পৃথিবীর প্রতিটি আধুনিক ভাষাই ধ্বনি পদ্ধতি বা উচ্চারণরীতিতে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে থাকে। গৃহীত শব্দাবলি প্রায়ই বানানে, উচ্চারণে এমনকি অর্থগত দিক থেকেও রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যেও কিছু শব্দ (হয়তো গ্রহণকাল থেকে) বানান ও উচ্চারণগত বিচারে মূল ভাষার প্রভাব বহন করে থাকে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা থেকে আগত এ ধরনের শব্দ প্রচুর। এদেরকেই কৃতঋণ শব্দ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ ১৯ ঃ | ভিন্ন ভাষার পাঁচটি কৃতঋণ শব্দের উদাহরণ দাও।

উত্তর : ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পাঁচটি কৃতঋণ শব্দের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো–

ক. আরবি—ইসলাম (ইস্‌লাম)

খ. তুর্কি—সওগাত (সওগাত্‌)

গ. ওলন্দাজ—হরতন (হর্‌তন/হরতোন্‌)

ঘ. পোর্তুগিজ শব্দ—বারান্দা (বারান্‌দা)

ঙ. ইংরেজি শব্দ —গেজেট (গেজেট)

প্রশ্ন ঃ ২০ ঃ | বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।

উত্তর : নিচে বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম দেওয়া হলো—

ক. শব্দের আদিতে যদি স্বাধীন অ কিংবা ব্যঞ্জনে যুক্ত-অ এর ই-কার কিংবা ঈ-কার এবং উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকে তবে উক্ত অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়। অতিমানব (ওতিমানব্‌), অংশীদার (ওংশিদার্‌)।

খ. একাক্ষর (monosyllabic) শব্দের আ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন– চাঁদ (চাঁ–দ্‌), বাঁশ (বাঁ–শ্‌)

গ. (ে) এ-কারযুক্ত একাক্ষরবিশিষ্ট ধাতুর সাথে আ-প্রত্যয় সংযুক্ত হলে এ সাধারণত স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ এ-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন–এ, যে, রে, তে।

ঘ. পদের মধ্যে বা অন্তে ব-ফলা থাকলে যুক্ত-ব্যঞ্জনের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন–পক্ব (পোক্‌ক), শাশ্বত (শাশ্‌শতো)।

ঙ. পদের আদ্য ব্যঞ্জনের সাথে ম-ফলা যুক্ত হলে ঐ ম-এর উচ্চারণ হয় না, তবে ব্যঞ্জনটি ঈষৎ অনুনাসিক হয়। যেমন–স্মৃতি (সঁৃতি), শ্মশ্রু (শঁস্‌রু)।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত আদ্য-অ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।

উত্তর : অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত আদ্য-অ উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম নিচে দেওয়া হলো—

ক. শব্দের শুরুতে যদি অ থাকে কিংবা ব্যঞ্জনে যুক্ত এবং এরপরে দীর্ঘ-ই কিংবা হ্রস্ব-ই এবং দীর্ঘ উ-কার ও হ্রস্ব উ-কার থাকে তবে সে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়।
যেমন– অংশীদার (ওঙ্‌শিদার্), কক্ষ (কোক্‌খো)

খ. শব্দের আদ্য অ-এর পরে (্য) য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে। যেমন– কথ্য (কোত্‌থো)।

গ. একাক্ষরবিশিষ্ট শব্দের আদিতে অ এবং পরে দন্ত্য-ন থাকলে কোথাও কোথাও সে অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়। যেমন– বন্যা (বোন্‌না)

ঘ. শব্দের প্রথমে অ যুক্ত (্র)-ফলা থাকলে, উক্ত অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়। যেমন– ক্রমিক (ক্রোমিক)

ঙ. শব্দের আদিতে যদি অ থাকে এবং তারপরে ঋ-কার যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে। যেমন– কর্তৃত্ব (কোরতৃত্‌তো)।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত মধ্য অ-এর উচ্চারণবিধি নির্দেশ কর।

উত্তর : নিচে অর্ধ সংবৃত মধ্য অ-এর উচ্চারণবিধি নিচে দেওয়া হলো–

ক. তিন বা ততোধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য অ-এর পূর্বে যদি অ, আ, এ এবং ও কার থাকে মধ্য অ ও-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন– বরন (বরোন্), ঘনন (ঘনোন্)।

খ. সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের পৃথক উচ্চারণে হসন্ত হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য অ ও-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন–পথক্লান্ত (পথোক্লান্ত)– পথ্ + ক্লান্ত (স্বতন্ত্রভাবে)।

গ. শব্দমধ্যস্থিত অ ই (ি), ঈ (ী), উ (ু), ঊ (ূ), ঋ (ৃ),-কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, য (য) ফলার আগে থাকলে মধ্য অ-এর উচ্চারণ এ-এর মতো হয়। যেমন–বসুমতি (বশুমোতি), বিরতি (বিরোতি)।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥	**অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত অন্ত অ-উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।**

উত্তর : নিচে অর্ধ সংবৃত অন্ত অ-উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম দেওয়া হলো–

ক. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে অন্ত অ-এর উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই ও-এর মতো হয়। যেমন–কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), ঘন-ঘন (ঘনো-ঘনো)।

খ. কিছু কিছু বিশেষণে বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্ত অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়। যেমন–ভাল (ভালো), বড় (বড়ো)।

গ. তর (তরো), তম (তমো) প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদে অন্ত অ ও-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন–গুরুতর (গুরু-তরো), অন্যতম (অন্যতমো)

ঘ. আন (আনো), প্রত্যয়যুক্ত শব্দের অন্ত অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়। যেমন–মাড়ান (মাড়ানো), দৌড়ান (দৌড়ানো)।

ঙ. বিশেষ্য পদের অন্তে হ-এর বিশেষণ পদের অন্ত ঢ় থাকলে সাধারণত অন্ত অ ও-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন–দেহ (দেহো), গূঢ় (গুঢ়ো)।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥	**প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ।** উহ্যমান, উর্ধ্বশ্বাস, ঋদ্ধ, একেশ্বর, ঐশ্বর্যান্বিত

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
উহ্যমান	উজ্‌ঝোমান	একেশ্বর	অ্যাকেজশর
উর্ধ্বশ্বাস	উরধোশ্‌শাশ্	ঐশ্বর্যান্বিত	ওইশ্‌শোরজানিতো
ঋদ্ধ	রিদ্‌ধো		

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥	প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ। ওজস্বী, ঔষ্ণ, ঔগ্র, ক্বচিৎ, ক্ষেত্রজ্ঞ

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ওজস্বী	ওজোশ্‌শি	ক্বচিৎ	কোচিত
ঔষ্ণ	ওউশ্‌নো	ক্ষেত্রজ্ঞ	খেতত্রোগগোঁ
ঔগ্র	ওউগ্‌গ্রো		

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥	প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ। খপুষ্প, গীতিকবিতা, ঘোষণাপত্র, চন্দ্রবদন, চৌর্য

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
খপুষ্প	খপুশপো	চন্দ্রবদন	চনদ্রোবদোন
গীতিকবিতা	গিতিকোবিতা	চৌর্য	চৌউরজো
ঘোষণাপত্র	ঘোশোনাপতত্রো		

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥	প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ। জ্ঞানাঞ্জন, ঝিল্লিমুখর, ণত্ববিধান, তন্ময়, ধর্মক্ষেত্র

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
জ্ঞানাঞ্জন	গ্যঁনান্‌জন্‌	তন্ময়	তন্‌ময়
ঝিল্লিমুখর	ঝিল্‌লিমুখর্‌	ধর্মক্ষেত্র	ধরমোখেতত্রো
ণত্ববিধান	নততোবিধান		

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥	প্রদত্ত শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ। ন্যূনকম্প, ব্যবচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ, রাজ্যেশ্বরী, লবণাত্মক

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ন্যূনকম্প	মুনোকমপো	ব্রাহ্মণ	ব্রামহান্‌
ব্যবচ্ছেদ	ব্যাবোচছেদ	লবণাত্মক	লবোনাততঁক
রাজ্যেশ্বরী	রাজ্‌জেশ্‌শোরি		

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা বানান সংস্কার : বাংলা বানানের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানকল্পে যেসব উদ্যোগ ও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'বাংলা বানানের নিয়ম'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ ও ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

২. বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বাংলা বানানের সমতা বিধানের নীতিমালা প্রণয়ন।

৩. ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমি' কর্তৃক 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রণয়ন।

৪. সর্বশেষ ২০১২ সালে আবার পূর্বোক্ত নিয়মের পরিমার্জিত সংস্করণের প্রকাশ।

বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

১. তৎসম শব্দ

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ উ ঊ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কার (ি ু) চিহ্ন হবে। যেমন–কিংবদন্তি, চুল্লি, পল্লি, দাবি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, উষা, ঊর্ণা।

১.৩ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন–পর্দ্দা, কার্ষ্য না হয়ে পর্দা, কার্য হবে।

১.৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন– সম + কর = সংকর, সম + যম = সংযম। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন–অঙ্ক, অঙ্গা, আতঙ্ক।

১.৫ সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন–গুণী → গুণিজন, মন্ত্রী → মন্ত্রিসভা, প্রাণী → প্রাণিজগৎ। তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন–কৃতী → কৃতিত্ব, সহযোগী–সহযোগিতা ইত্যাদি।

১.৬ বিসর্গ (ঃ)-এর ব্যবহার : শব্দের শেষে সাধারণত বিসর্গ (ঃ) বসবে না। যেমন– কার্যত, মূলত, ক্রমশ ইত্যাদি।

২. অর্ধতৎসম অর্থাৎ দেশি, বিদেশি মিশ্র, তদ্ভব শব্দ

২.১ **ই, ঈ, উ, ঊ**

সকল অ-তৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে কেবল ই, উ-কার এবং এদের কারচিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন– ফরাসি, ফরিয়াদি, ফিরিঙ্গি, সরকারি, মামি ইত্যাদি।

২.২ পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন–লোকটি, নদীটি, গাছটি ইত্যাদি।

২.৩ বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন–এটি কী গাছ? তুমি কী দেখছ? কী দুরাশা!

২.৪ তবে যেসব ক্ষেত্রে বাক্যের ক্রিয়াকে প্রশ্ন করলে হ্যাঁ বা না উত্তর আসে সেসব ক্ষেত্রে বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার (ি) দিয়ে লেখা হবে। যেমন–তুমি কি খাচ্ছ? তুমি কি গান গেয়েছ? ইত্যাদি।

২.৫ কেবল তৎসম শব্দের বানানে ণ ও ষ ব্যবহৃত হবে। কোনো প্রকার অ-তৎসম শব্দে অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে ণ ও ষ ব্যবহৃত হবে না। যেমন– কোরান, বন, কান, শার্ট, হিসাব, শামিয়ানা, শৌখিন ইত্যাদি।

২.৬ –আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার (ো) যুক্ত হবে। যেমন– করানো, খাওয়ানো, শোয়ানো, দোলানো।

২.৭ হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন–টন, বল, শখ, টাক ইত্যাদি।

২.৮ ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন–করল = করিল, দু'জন = দুজন।

৩. বিবিধ

৩.১ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলোর স্পষ্ট রূপ দিতে হবে এবং তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। যেমন–গু, রু, শু, দ্রু, ভ্রু।

৩.২ সমাসবদ্ধ শব্দগুলি একসাথে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা যাবে না। যেমন– বিষাদমণ্ডিত, পূর্বপরিচিত, সংযতবাক্য। হয়তো বিশেষ প্রয়োজনে এক বা একাধিক হাইফেন দিয়ে যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন– জল-স্থল-আকাশ, সদ্য-চুলে-পাক ধরা মাথা, হলদে-সুতা-জড়ানো শাঁখা ইত্যাদি।

৩.৩ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সাথে যুক্ত হবে না। যেমন—ভালো মেয়ে, সুন্দর দিন, বিচিত্র পৃথিবী।

৩.৪ না-বাচক না, নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন—করি না, করিনি, যাই না, যাইনি।
তবে অনেক সময় অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য না-এর পরে হাইফেন যোগ করা যায়। যেমন—না-বলা কথা, না-শোনা কথা ইত্যাদি।

৩.৫ অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপ শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন—আজও, আমরাও; তোমারও, কালও ইত্যাদি। তাছাড়া নিশ্চয়তা অর্থে ই পূর্ণ রূপে ব্যবহৃত হবে। যেমন—আজই, যাবই ইত্যাদি।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অশুদ্ধ বানানের শুদ্ধ রূপ

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
মনিষী	মনীষী	পুরষ্কার	পুরস্কার
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু	স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি	শহীদ	শহিদ
অধ্যায়ণ	অধ্যয়ন	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
সন্নাসি	সন্ন্যাসী	মসীজীবী	মসিজীবী
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	মহিয়সী	মহীয়সী
ভূবণ	ভুবন	মরিচিকা	মরীচিকা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	ভুলবশতঃ	ভুলবশত
শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	ভষ্মীভুত	ভস্মীভূত
শান্তনা	সান্ত্বনা	বিধ্বস্থ	বিধ্বস্ত
সমিচিন	সমীচীন	বিবাদমান	বিবদমান
ঐক্যতান	ঐকতান	বিভিষিকা	বিভীষিকা
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	বিভুতিভুষণ	বিভূতিভূষণ

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	বাল্মিকি	বাল্মীকি
ব্যতিত	ব্যতীত	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
আইনজীবি	আইনজীবী	ফাল্গুণ	ফাল্গুন
স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ	ফুর্ত্তি	ফুর্তি
পোষ্ট অফিস	পোস্ট অফিস	নূন্যতম	ন্যূনতম
উদ্ধত্য	ঔদ্ধত্য	খ্রীষ্ট	খ্রিস্ট

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ **বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।** *[কু. বো. ০২, '১০; ঢা. বো. ০২; চ. বো. ০৬; সি. বো. '০৪, '০৮, '১০; য. বো. ২০১৫; ০৮, ব. বো, '০৯; দি. বো. '১৩]*

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম লেখ। *[য. বো. '১৩]*

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম নিচে তুলে ধরা হলো–

১. যেসব তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বরই শুদ্ধ সেসব ক্ষেত্রে, অ-তৎসম এবং বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে বানানে শুধু হ্রস্বস্বর যুক্ত হবে। যেমন–কিংবদন্তি, ধমনি, সূচি, চাকরি, একাডেমি, দাবি, নানি, বাঙালি, দাদি ইত্যাদি।

২. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন–অর্চ্চনা, কর্ম্ম, ধর্ম্ম না হয়ে অর্চনা, কর্ম ও ধর্ম হবে।

৩. সমাসবদ্ধ শব্দগুলি পাশাপাশি লিখতে হবে। যেমন–সংবাদপত্র, পূর্বপরিচিত, অভূতপূর্ব, সংযতবাক ইত্যাদি।

৪. বিশেষণ পদ পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন–ভালো ছেলে, বিচিত্র পৃথিবী, সুন্দর দিন।

৫. সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন–অহম+কার = অহংকার, সম + ঘটন = সংঘটন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে 'ই' ও 'ও' ব্যবহারের দুটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরো।

উত্তর : নিম্নে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানের নিয়মানুসারে 'ই' ও 'ও' ব্যবহারের দুটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো।

১. বাংলা ভাষার নিশ্চয়াত্মক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার চিহ্ন (ি) রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণরূপ শব্দের শেষে যুক্ত হবে। যেমন—আজি, এখনি, তখনি, যখনি, যেমনি প্রভৃতি না হয়ে বরং আজই, এখনই, তখনই, যখনই, যেমনই হবে।

২. বাংলা ভাষায় অধিকন্তু অর্থরূপে ব্যবহৃত 'ও' শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পূর্ণরূপ শব্দের শেষে যুক্ত হবে। যেমন—আজো কালো, তোমারো না হয়ে বরং আজও, কালও ও তোমারও হবে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥	বাংলা ভাষার 'না' ও 'নি' ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে 'না' ও 'নি' ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ নিচে আলোচিত হলো।

(১) না-বাচক অর্থে 'নি' শব্দ থেকে আলাদা না হয়ে বরং একসাথে বসবে।

যেমন— আকাশ খায় নি। (অশুদ্ধ)
আকাশ খায়নি। (শুদ্ধ)
সাগর এখনো পড়তে বসে নি (অশুদ্ধ)
সাগর এখনো পড়তে বসেনি। (শুদ্ধ)

(২) না-বাচক অর্থে 'না' শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে আলাদাভাবে বসবে।

যেমন— সাব্বির মনোযোগ দিয়ে পড়েনা। (অশুদ্ধ)
সাব্বির মনোযোগ দিয়ে পড়ে না। (শুদ্ধ)
মুস্তাকীম রহমতউল্লাহকে চেনেনা। (অশুদ্ধ)
মুস্তাকীম রহমতউল্লাহকে চেনে না। (শুদ্ধ)

(৩) না-বাচক অর্থে অনেক 'না' শব্দের পূর্বে শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে।

যেমন—নাহক, নালায়েক, নামঞ্জুর, নারাজ, নাবালক ইত্যাদি।

তবে অর্থের বিকৃতি যাতে না ঘটে সে জন্য প্রয়োজনে 'না' এবং শব্দের মাঝে হাইফেন (-) ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন—না-বলা কথা। না-দেখা মানুষ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ।৪। **তৎসম শব্দ সম্পর্কিত বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।**

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের তৎসম শব্দ সম্পর্কিত ৫টি নিয়ম নিচে দেওয়া হলো–

১. যেসব শব্দে কেবল ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় স্বরই শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই, উ হবে। যেমন–কিংবদন্তি, খঞ্জনি, দাবি ইত্যাদি।

২. রেফ-এর পর বঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন–কার্য, কার্তিক, ধর্ম, কর্ম, পর্ব, পর্দা ইত্যাদি।

৩. সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ই-কার হবে। যেমন–গুণী → গুণিজন, মন্ত্রী → মন্ত্রিসভা, সহযোগী → সহযোগিতা।

৪. ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ত্ব ও তা যুক্ত হলে ঈ-কারটি ই-কারে পরিণত হবে। যেমন–একাকী → একাকিত্ব, দায়ী → দায়িত্ব, বন্দী → বন্দিত্ব, স্থায়ী → স্থায়িত্ব, কৃতী → কৃতিত্ব, মনোযোগী → মনোযোগিতা, সহযোগী → সহযোগিতা।

৫. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন–অংশতঃ → অংশত, অহরহঃ → অহরহ, আপাততঃ → আপাতত, ফলতঃ → ফলত, বশতঃ → বশত, মূলতঃ → মূলত।

প্রশ্ন ।৫। **অ-তৎসম শব্দ সম্পর্কিত বানানের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ কর।**

উত্তর : নিচে অ-তৎসম শব্দ সম্পর্কিত বানানের পাঁচটি নিয়ম উল্লিখিত হলো–

১. সব অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই, উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যেমন–ইমান, শহিদ, মামি, দিঘি, বাঙালি।

২. আলি-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন–খেয়ালি, বর্ণালি, সোনালি ইত্যাদি।

৩. পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন–বইটি, গাছটি।

৪. অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহৃত হবে না। যেমন–অঘ্রান, কান, বিরান, পরান, সোনা, ঝরনা, ধরন ইত্যাদি।

৫. 'আনো' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ও-কার (ো) হবে। যেমন–করানো, খাওয়ানো, শোয়ানো, দোলানো।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥	প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে বিদেশি শব্দের বানান সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর : নিম্নে বিদেশি শব্দের বানান সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়ম উল্লিখিত হলো–

১. বিদেশি শব্দে ষ ব্যবহৃত হয় না। যেমন–শরম, শোখিন, স্টেশন, স্টোভ ইত্যাদি।

২. বিদেশি শব্দের বানানে ন্ট ব্যবহৃত হয় না। যেমন–ইরান, কোরান, গভর্নর, জেনারেল, গুনাহ, পানাহ ইত্যাদি।

৩. বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণ-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। যেমন–স্টুডেন্ট, স্পিকার, ট্রাক ইত্যাদি। তবে কিছু ক্ষেত্রে আবার সম্ভবও হয়। যেমন–মার্কস, বকস ইত্যাদি।

৪. ইংরেজি থেকে আগত s-ধ্বনির জন্য স; sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

৫. আরবি বর্ণমালার হরফ সা, সিন ও সোয়াদ-এর বাংলা উচ্চারণে স ব্যবহৃত হবে এবং শীন উচ্চারণে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন–
সালাম–এ সিন-এর উচ্চারণ স
সালাত–এ সোয়াদ-এর উচ্চারণ স
এশা–এ শীন-এর উচ্চারণ শ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥	বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করা।

উত্তর : বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ নিচে তুলে ধরা হলো–

১. কোনো তৎসম শব্দ যদি কোনো সময় তদ্ভব শব্দে রূপান্তরিত হয় তবে উক্ত শব্দের অন্তর্গত ঈ-কার ই-কারে পরিবর্তিত হবে। যেমন–বাড়ী > বাড়ি, গাড়ী > গাড়ি, সাথী > সাথি।

২. সাধারণত ভাববাচক, কর্মবাচক, বস্তুবাচক এবং প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন–মাস্টারি, আলমারি।

৩. স্ত্রীবাচক অ-তৎসম শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন–মামি, চাচি, পিসি।

৪. বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন–কার, ধরি, পড়ি, নড়ি ইত্যাদি।

৫. আধুনিক বাংলা প্রমিত বানানে জাতি ও ভাষার নামের শেষে ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন–বাঙালি, পাকিস্তানি, জাপানি, আরবি, ইরানি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ।৮।	**বাংলা বানানে উ-কার (ু) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম তুলে ধরো।**

উত্তর : নিচে বাংলা বানানে উ-কার (ু) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো–

১. যেসব তৎসম শব্দে উ বা ঊ উভয়ই শুদ্ধ সে ক্ষেত্রে শুধু উ-কার (ু) হবে। যেমন–যুবতি, উর্না, উষা।

২. সকল অ-তৎসম শব্দে উ-কার (ু) হবে। যেমন–ফুফু, টুপি, পুজো, পুব, মুলা ইত্যাদি।

৩. প্রত্যয়ান্ত শব্দযোগে উ-কার (ু) হবে। যেমন–ডুবুরি, নাচুয়া, পটুয়া ইত্যাদি।

৪. সকল ক্রিয়াবাচক শব্দে উ-কার (ু) কার হবে। যেমন–করুন, বসুন, শুন, ঘুরা ইত্যাদি।

৫. উপ, অনু, উৎ, সু প্রভৃতি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে উ-কার (ু) হবে। যেমন–উপকার, অনুচিত, উৎসুক, সুনজর, সুদিন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ।৯।	**বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ লিখ।**

উত্তর : নিচে বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা হলো–

১. নাসিক্য ব্যঞ্জনের পরে ক, খ, গ, ঘ থাকলে এবং তা যদি একসাথে যুক্ত হয় তবে 'ঙ' হয়, 'ং' হয় না। যেমন–অঙ্কা, ভঙ্গা, সঙ্গা ইত্যাদি।

২. চলিত রীতিতে কিছু শব্দে 'ঙ' ব্যবহৃত হয়। যেমন–লাঙ্গল > লাঙল, ভাঙ্গা > ভাঙা, রাঙ্গা > রাঙা ইত্যাদি।

৩. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে 'ং' বসে। যেমন–রং, চং, সং, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে প্রত্যয়, বিভক্তি বা অব্যয় যুক্ত হলে 'ং' ঙ-তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেমন–রঙিন, রঙের, ভাঙা ইত্যাদি।

৪. সাধারণত পূর্বপদের শেষে ম থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ) হলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে 'ম'-এর স্থলে 'ং' হবে। যেমন– সম + বাদ = সংবাদ, সম + হার = সংহার, অহম + কার = অহংকার ইত্যাদি।

তবে সন্ধি না হলে 'ঙ' হবে। যেমন– অঙ্ক, লঙ্ঘন, কঙ্কাল ইত্যাদি।

৫. বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে 'ং'-এর ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥	**বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে 'শ, ষ ও স' ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে নিচে 'শ, ষ ও স' ব্যবহারের নিয়মগুলো আলোচিত হলো–

১। খাঁটি বাংলা শব্দে ষ-ব্যবহৃত হয় না। যেমন–বাসা, সোনা, খাসা ইত্যাদি।

২। বিদেশি শব্দে কখনো ষ ব্যবহৃত হয় না। যেমন–নাশতা, কিশমিশ, শরম, শৌখিন, শখ, পোশাক, স্টেশন, স্টুডিও, সালাম ইত্যাদি।

৩। ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি 'ৎ' ধ্বনির জন্য স ব্যবহৃত হবে। যেমন–বাস, সল্ট, সান, পাসপোর্ট, স্কুল, স্টল ইত্যাদি।

৪। ইংরেজি থেকে আগত sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছের জন্য বাংলায় শ ব্যবহৃত হয়। যেমন–শার্ট, স্টেশন, মিশন, ক্যাশ, সেশন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥	**বাংলা ভাষায় ণত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ণত্ব বিধানের বিধানগুলো আলোচনা কর।** */চা. বো. '০৬, '০৯, দি.বো. ;০৯, য. বো. ২০০০; রা. বো. '০২, '০৪,'১১/* **ণত্ব বিধান কী? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।** */কু. বো. '১৩/*

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দে দন্ত্য-ন-এর মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তনলাভের বিধানগুলোকে বলে ণত্ব বিধান। এ বিধানগুলো নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো–

১. ঋ, র, ষ–এ কয়টি বর্ণের পর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন–ঋণ, বর্ণ, ভাষণ ইত্যাদি।

২. ট বর্গ অর্থাৎ ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায়। যেমন–বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।

৩. যদি ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরবর্ণ (অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ), ক-বর্গ (ক খ গ ঘ ঙ), প-বর্গ (প ফ ব ভ ম); য ব হ ং থাকে, তবে তার পরের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-তে পরিণত হয়। যেমন–কৃপণ, নির্বাণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

৪. প্র, পরা, পরি, নির–এই চারটি উপসর্গের এবং 'অন্তর' শব্দের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন–প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ ইত্যাদি।

৫. প্র, পরি ইত্যাদির পর 'নি' উপসর্গের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য ণ হয়ে যায়। যেমন–প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥	**বাংলা ভাষায় ষত্ব বিধান বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ষত্ব বিধানের বিধানগুলো আলোচনা কর।** *[য. বো. ২০০০; '০১; রা. বো. '০৩]*

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দে দন্ত্য-স, মূর্ধন-ষ-তে পরিবর্তনলাভের নিয়মগুলোকে বলে ষত্ব বিধান। এই নিয়মগুলো নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো–

১. ঋ, র-এর পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন–ঋষি, বর্ষা, কর্ষণ।

২. ট, ঠ-এর আগে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন–কষ্ট, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

৩. ই-কারান্ত উপসর্গ (অনু) ও উ-কারান্ত উপসর্গের (অতি, অভি, প্রতি) পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন–অভিষেক, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সু উপসর্গের পরও 'ষ' হয়। যেমন–সুষম।

৪. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি (ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ) এবং ক ও র-এর পরের ষ-প্রত্যয়ে 'স' থাকলে তা মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন–মুমূর্ষু, চিকীর্ষা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

৫. নিঃ, দুঃ, বহিঃ–এই শব্দগুলোর পর ক খ প ফ থাকলে বিসর্গ স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন–নিঃ + কাম > নিষ্কাম, দুঃ + কর> দুষ্কর ইত্যাদি।

৬. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন–আষাঢ়, আভাষ, ঈষৎ, পাষাণ, মানুষ, পোষ্য, ভূষণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥	**পাঁচটি যুক্তব্যঞ্জনের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

উত্তর : নিচে পাঁচটি যুক্তব্যঞ্জনের বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো–

ক + ষ = ক্ষ = মা-বাবা আমার পড়াশোনার দিকে লক্ষ রাখেন।

হ + ন = হ্ন = অপরাহ্ন–স্মৃতির সাথে অপরাহ্নে সাদিয়ার দেখা হয়েছিল।

হ + ন = হ্ন + মধ্যাহ্ন–আজ মধ্যাহ্নভোজে তোমার দাওয়াত রইল।

ষ + ক = ষ্ক = পরিষ্কার–পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।

স + ট = স্ট = স্টেশন–কমলাপুর স্টেশন হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে স্টেশন।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥	**বাংলা ভাষায় কোন কোন ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান প্রযুক্ত হয় না। আলোচনা কর।**

উত্তর : বাংলা ভাষায় যেসব ক্ষেত্রে ণত্ব বিধান প্রযুক্ত হয় না সেগুলো নিম্নে আলোচিত হলো–

১. খাঁটি বাংলা ও অ-তৎসম শব্দে কখনো ণ-ব্যবহার হয় না। যেমন–কান, ধরন, কিষাণ, পরান, কাঁকন, অঘ্রান, বামুন ইত্যাদি।

২. বিদেশি শব্দে ণ-যুক্ত হয় না। যেমন–ইরান, গ্রিন, গভর্নর, বার্নিশ, সাইরেন, কোরান, ইস্টার্ন ইত্যাদি।

৩. সমাসবদ্ধ শব্দে ণ-ব্যবহৃত হয় না। যেমন–দুর্নীতি, দুর্নাম, সর্বনাম, অহর্নিশ, ত্রিনয়ন, দুর্নিবার, দুর্নিরীক্ষ্য ইত্যাদি।

৪. ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কখনো ন-যুক্ত হয় না। যেমন–বন্ধন, গ্রন্থ, দ্বন্দ্ব, অন্ত, প্রান্ত, পন্থা, গন্ধ, ছন্দ ইত্যাদি।

৫. ক্রিয়াপদে সর্বদাই ন হয়, ণ-হয় না। যেমন–করেন, ধরেন, শোনা, যাবেন, পাবেন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥	**বাংলা ভাষায় কোন কোন ক্ষেত্রে ষ-ব্যবহৃত হয় না? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : : যেসব ক্ষেত্রে ষ যুক্ত হয় সেগুলো নিম্নে উদাহরণসহ আলোচিত হলো।

১. খাঁটি বাংলা শব্দে ষ-ব্যবহৃত হয় না। যেমন–বাসা, খাসা।

২. বিদেশি শব্দে কখনোই ষ ব্যবহৃত হয় না। যেমন–অফিস, স্টেশন, শয়তান, সিলেবাস, খুশি, জিনিস, পোশাক ইত্যাদি।

৩. বাংলা ক্রিয়াপদে ষ-ব্যবহৃত হয় না। যেমন–ঘাস, করিস, দিস ইত্যাদি।

৪. সাৎ-প্রত্যয়ের 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন–ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

৫. 'স্ফুট' ও 'স্ফুর' ধাতুর মধ্যস্থিত 'স' কখনো ষ হয় না। যেমন– পরিস্ফুট, স্ফুরণ, বিস্ফোরণ, বিস্ফোরিত ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥	**বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী 'রেফ', 'বিসর্গ' ও 'হস' চিহ্ন সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : নিম্নে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী 'রেফ, বিসর্গ ও হস চিহ্ন' ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো।

১. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন–কার্ত্তিক, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সূর্য্য না হয়ে যথাক্রমে কার্তিক, কর্ম, ধর্ম, সূর্য হবে।

২. শব্দের শেষে কোনো বিসর্গ থাকবে না। যেমন–কার্যতঃ, ক্রমশঃ, মূলতঃ, প্রথমতঃ, প্রধানতঃ, প্রায়শঃ ইত্যাদি না হয়ে বরং কার্যত, ক্রমশ, মূলত, প্রথমত, প্রধানত, প্রায়শ হবে।

৩. পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। যেমন– দুঃখ, নিঃস্ব, মনঃকষ্ট ইত্যাদি। তবে অর্থের বিকৃতি না ঘটলে পদমধ্যে বিসর্গ বর্জিত হতে পারে। যেমন–নিশ্বাস, নিস্পৃহ, দুস্থ ইত্যাদি।

৪. হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন–টক, চেক, অজ, কলকল, বনবন, শখ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥	**প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে ই ঈ উ ঊ প্রয়োগের নিয়মসহ উদাহরণ দাও।**

উত্তর : : প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে ই ঈ উ ঊ প্রয়োগের নিয়মসহ উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন (ি, ু) যুক্ত হবে। যেমন–শ্রেণী, শ্রেণি যেহেতু উভয়ই শুদ্ধ। তা-ই শ্রেণি-ই ব্যবহার করতে হবে। এরকম–কিংবদন্তি। দাবি, ধমনি, পদবি, চিৎকার, চুল্লি ইত্যাদি।

২. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে কেবল ই, উ এবং এদের কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন–কাহিনী, কাহিনি, খুশি, দিদি, মামি, রানি কেরানি, সরকারি, সোনালি, রুপালি, জাপানি ইত্যাদি।

৩. সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব, তা যুক্ত এবং সমাসবদ্ধ হলে ই-কার হবে। যেমন–মন্ত্রী→ মন্ত্রিত্ব, মনোযোগী→ মনোযোগিতা, কৃতী→ কৃতিত্ব, গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥	বাংলা বানানের নিয়মানুসারে বাংলা ভাষায় 'কি' ও 'কী' ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর : বাংলা বানানের নিয়মানুসারে 'কি' ও 'কী' ব্যবহারের নিয়ম নিচে উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো–

১. বাংলা ভাষায় যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ-না হয় অথবা কেবল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় সেসব বাক্যে 'কি' ব্যবহৃত হবে। যেমন–যদি সুরাইয়া সুমাইয়াকে প্রশ্ন করে তুমি কি যাবে?
এখানে সুমাইয়া এককথায় হ্যাঁ অথবা না বলে সঠিক উত্তর জানিয়ে দিতে পারে অথবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও জানাতে পারে। তা-ই এ ক্ষেত্রে 'কী' না হয়ে কি হবে।

২. সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে 'কী' ব্যবহৃত হয়। যেমন– কী খাব? কী কর? এটা কী ধরনের রং? রাফেল কী খেলে? কী যে করি? ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥	প্রতিবর্ণীকরণ কী? প্রতিবর্ণীকরণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর : প্রতিবর্ণীকরণ : বিদেশি ভাষা থেকে আগত বাংলা ভাষার শব্দগুলো মূল উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষার্থে যে নিয়ম মেনে চলা হয় তা-ই প্রতিবর্ণীকরণ। নিচে প্রতিবর্ণীকরণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো–

১. মূল শব্দের উচ্চারণে ই বা ঈ থাকলে বাংলা বানানেও তা দিতে হবে। যেমন–(Kin) কিন, (Tip) টিপ, (Seat) সিট ইত্যাদি।

২. ইংরেজি 'f' ও 'V' স্থানে যথাক্রমে 'ফ' ও 'ভ' হবে। যেমন–fat-ফ্যাট, foot-ফুট, volt-ভোল্ট, five-ফাইভ ইত্যাদি।

৩. ইংরেজি 's' ধ্বনির স্থলে 'স' ব্যবহৃত হবে। যেমন–বাস, ক্লাস, মাস, স্যান্ডেল ইত্যাদি।

৪. ইংরেজি sh, sion, tion, ssion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছের জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন–শার্ট, মিশন, টেলিভিশন, স্টেশন, নেশন, সেশন ইত্যাদি।

৫. আরবি 'সা' 'সিন' ও 'সোয়াদ'-এর উচ্চারণ বাংলা বানানে স ব্যবহৃত হবে। যেমন–ইসলাম, সালাত, সালাম, সিনাই, হিসাব ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)

শব্দ ও পদ : সাধারণভাবে শব্দ ও পদকে আমরা একই অর্থে গ্রহণ করি। কিন্তু শব্দ ও পদ দুটি সমার্থক শব্দ নয়। যাকে শব্দ বলি তা পদ না-ও হতে পারে। শব্দ হলো কোনো বস্তু বা ভাবের প্রকাশক। অন্য কথায় বলা যায়, এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য ভাষা এককে বলা হয় শব্দ। যেমন—চাঁদ, নদী, বাতাস ইত্যাদি। আর বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলা হয় পদ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দবিভক্তি ও ধাতুবিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। অর্থাৎ বাক্য গঠনের জন্য শব্দ বা ধাতুর সাথে বিভক্তি যুক্ত হলেই পদ হয়। তবে বাক্যের কোনো কোনো পদে বিভক্তি শূন্য বা প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন—নাজমুল গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। এই বাক্যে প্রতিটি শব্দই এক একটি পদ। 'নাজমুল' ও 'বই' শব্দে বাহ্যিকভাবে কোনো বিভক্তি দেখা না গেলেও সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে। ফলে 'নাজমুল' ও 'বই' শব্দ দুটিই পদ।

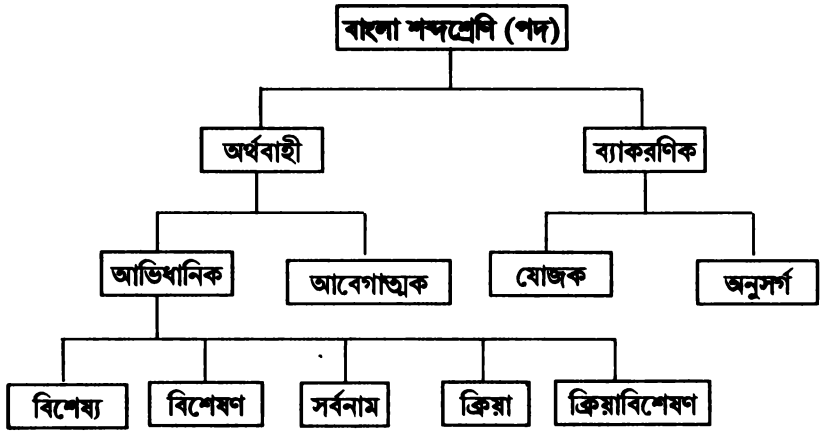
তা-ই বলা যায়, প্রতিটি পদই এক একটি শব্দ কিন্তু প্রতিটি শব্দই পদ নয়।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বা পদের শ্রেণিবিভাগ : বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দ বিভাজনকে পরিবর্তন করে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বা পদকে আটটি ভাগে বিভাজন করেছে। প্রচলিত ব্যাকরণের অব্যয় কথাটি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে গ্রহণ করা হয়নি। প্রচলিত ব্যাকরণে অব্যয়ের একাধিক বিভাজন তথা সমুচ্চয়ী, পদান্বয়ী এবং অনন্বয়ী-এ তিনটি অব্যয়কে একত্রে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে এ শব্দগুলোর ব্যাকরণগত চরিত্র ও ভূমিকা একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তা-ই শব্দগুলোকে একটি শ্রেণিতে বিভাজন না করে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ব্যাকরণে আলাদাভাবে ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রমিত ব্যাকরণে সমুচ্চয়ী, পদান্বয়ী ও অনন্বয়ী অব্যয়কে যথাক্রমে যোজক, অনুসর্গ ও আবেগ শব্দ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর এদিক বিবেচনায় বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১. বিশেষ্য
২. সর্বনাম
৩. বিশেষণ
৪. ক্রিয়াবিশেষণ
৫. ক্রিয়া
৬. যোজক
৭. অনুসর্গ ও
৮. আবেগ শব্দ

বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণি বা পদকে নিম্নরূপ শাখায় উপস্থাপন করা যায়।



চিত্র : বাংলা শব্দশ্রেণি

(তথ্যসূত্র : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম খণ্ড) শব্দশ্রেণি, রফিকুল ইসলাম, পবিত্র সরকার। ঢাকা-২০১; পৃষ্ঠা ১৬৫)

বিশেষ্য : সাধারণত কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য বলা হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-এর মতে, "যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, ক্রিয়া বা সমষ্টির নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।"

অর্থাৎ যেকোনো ব্যক্তি, স্থান, দ্রব্য, গুণ বা অবস্থার নাম বিশেষ্য শব্দশ্রেণির অন্তর্গত। যেমন—বই, ফুল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। তাছাড়া বাক্যে যা কর্তা/উদ্দেশ্য অথবা কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা-ও বিশেষ্য পদ। যেমন—জেরিন কুরআন পড়ে।

শ্রেণিবিভাগ : বিশেষ্য পদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। অন্য শব্দের তুলনায় বিশেষ্যের যে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

১. **সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য (Proper noun)** : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি, স্থান, দেশ, বই, মাস, দিন ইত্যাদির নাম বোঝায় তা-ই সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।

যেমন–

ব্যক্তির নাম–তরিকুল, আফরুজা
স্থানের নাম–সুনামগঞ্জ, নওগাঁ
দিনের নাম–বুধ, রবি।

২. **সাধারণ বিশেষ্য (Common noun)** : নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুকে না বুঝিয়ে যদি সাধারণ ও সামগ্রিকভাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা জিনিসের শ্রেণির নাম বোঝায়, তবে তা-ই সাধারণ বিশেষ্য। যেমন–'ফুল' সাধারণ বিশেষ্য কিন্তু 'গোলাপ' সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য; 'নদী' সাধারণ বিশেষ্য কিন্তু 'সুরমা' সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।

সাধারণ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ২. গণনাযোগ্যতা ও ৩. সজীবতা ইত্যাদির ভিত্তিতে সাধারণ বিশেষ্যকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়।

১. **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ** : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দিক থেকে সাধারণ বিশেষ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. **মূর্ত বিশেষ্য (Concrete noun)** : যেসব বিশেষ্য পদ দ্বারা এমন কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর নাম বোঝায় যা দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় কিংবা পরিমাপ করা যায় তা-ই মূর্ত বিশেষ্য। যেমন–পানি, কলম, হাত ইত্যাদি।

খ. **ভাব-গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract noun)** : যেসব শব্দ দ্বারা মনোগত ভাব বা গুণগত বৈশিষ্ট্য বোঝায় তা-ই ভাব-গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন–আনন্দ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, কান্না ইত্যাদি।

২. **গণনযোগ্যতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ** : গণনযোগ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশেষ্যকে তিনটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. **গণন বিশেষ্য (Count noun)** : যাকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় এবং যার বহুবচন করা চলে, তাকে গণন বিশেষ্য বলে। যেমন–দিন, রাত, পাখি, কলম, খাতা ইত্যাদি

খ. **পরিমাপ বিশেষ্য (Mass noun)** : যা সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় না কিন্তু পরিমাপ করা যায়, তা-ই পরিমাপ বিশেষ্য। যেমন–কাপড়, তেল, ডাল, চিনি, লবণ ইত্যাদি।

গ. **সমষ্টি বিশেষ্য (Collective noun)** : যেসব বিশেষ্য দ্বারা কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায় তাদেরকে সমষ্টি বিশেষ্য বলা হয়। যেমন–পুলিশ, সংসদ, মাহফিল, পরিবার, বাহিনী ইত্যাদি।

৩. **সজীবতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ** : জীবন্ত ও সক্রিয় কি না তার উপর ভিত্তি করে সাধারণ বিশেষ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **সজীব বিশেষ্য (Animate noun)** : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো জীবন্ত ও সক্রিয় সত্তার সাধারণ শ্রেণি বোঝায়, তাকে সজীব বিশেষ্য বলে। যেমন–ছাগল, মানুষ ইত্যাদি।

২. **অজীব বিশেষ্য (Inaniemate noun)** : যে বিশেষ্য দ্বারা জীবন্ত কোনো কিছুকে না বুঝিয়ে বরং ধারণাযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা নির্জীব বস্তুকে বোঝায়, তা-ই অজীব বিশেষ্য। যেমন–নদী, পাহাড়, বই, কাঠ, কলম ইত্যাদি।

সর্বনাম : কোনো কিছুর নাম, সংজ্ঞা বা ঐ জাতীয় কোনো পদের পরিবর্তে যে নতুন পদ ব্যবহৃত হয় তা-ই সর্বনাম। অনেক সময় পূর্ববর্তী কোনো প্রসঙ্গের পুনরুক্তি না করে শুধু উল্লেখের জন্য বাক্যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে, "পূর্ববর্তী বাক্য বা বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।"

বাক্যে সাধারণত সর্বনাম পদ বিশেষ্যের মতো ভূমিকা পালন করে। বিশেষ্যের পুরুষ, কারক ও বচনভেদে তার রূপের পরিবর্তন হয়। সর্বনাম পদ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ্য, বিশেষ্যগুচ্ছ বা বিশেষ্যস্থানীয় বাক্যাংশের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বিশেষ্যের পরিবর্তে–রাফি একজন ছাত্র। সে দেখতে খুব সুন্দর।

বিশেষ্যগুচ্ছের পরিবর্তে–আমাদের পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে নেই। তারা আগামীকাল ফিরবে।

বাক্যের পরিবর্তে–অনিক আইরিনকে ভালোবাসে, তা আমরা আগেই জানতাম।

প্রকারভেদ : নিম্নে সংক্ষেপে সর্বনামের প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো।

১. **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম :** কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে এ সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমি, আমরা, তুমি, সে, তারা ইত্যাদি।

২. **আত্মবাচক সর্বনাম :** নিজেকে বা আত্মপক্ষকে সমর্থন বোঝাতে এ সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন—নিজে, স্বয়ং, আপনি।

৩. **নির্দেশক সর্বনাম :** বক্তার কাছ থেকে নৈকট্য দূরত্ব বোঝাতে এ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন— এ, ইনি, ও, উনি, সে, তা, ও, ওরা ইত্যাদি

৪. **অনির্দিষ্ট সর্বনাম :** পরিচয়হীন কোনো কিছু বোঝাতে এ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—কেউ, একজন, কিছু, কোথাও ইত্যাদি।

৫. **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশ্ন বোঝাতে এ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—কে, কোথায়, কারা, কখন ইত্যাদি।

৬. **সংযোগবাচক সর্বনাম :** দুটো বাক্যের সংযোগ ঘটায়। যেমন—যে, যিনি, যার, যেটি ইত্যাদি।

৭. **সাপেক্ষ সর্বনাম :** একে অপরের উপর নির্ভরশীল এমন যুগল সর্বনাম বোঝাতে এ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—যে-সে, যারা-তারা, যেমন- তেমন ইত্যাদি।

৮. **পারস্পরিক সর্বনাম :** দু-পক্ষের সহায়তা বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝাতে এ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—নিজেরা নিজেরা, তারা তারা, পরস্পর, একে অপরে ইত্যাদি।

৯. **সকলবাচক সর্বনাম :** এ পদ দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝায়। যেমন—উভয়, সকল, সব ইত্যাদি।

১০. **অন্যবাচক সর্বনাম :** নিজেকে ব্যতিরেকে অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে এ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন—অপরে পারলে তুমি কেন পারবে না? অন্যে যা ভাবে তুমি তা ভাববে না।

বিশেষণ পদ : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তা-ই বিশেষণ। বিশেষণ পদ অন্য শব্দের অর্থকে বিশদ বা সীমিত করে শব্দটিকে বিশেষিত করে। বিশেষণ যখন কোনো কিছুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তখনই তার অর্থ বিশদ হয়। যেমন—লাল ফুল। বিচিত্র পৃথিবী। আবার বিশেষণ যখন কোনো কিছুর সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তখন সেই শব্দের অর্থ সীমিত হয়ে যায়। যেমন—দশটি বই; প্রথম স্থান; কিছু লোক ইত্যাদি।

ক্রিয়া : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা বা না করা, হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি কোনো কাজ বোঝায়, তা-ই ক্রিয়া। এটি বাক্যের বিধেয় অংশ গঠন করে এবং বাক্যের কর্তা/উদ্দেশ্য কী করে বা তার কী হয় তা নির্দেশ করে। যেমন–বাগানে ফুল ফুটেছে। শাহীন ও পলাশ আগামীকাল আসবে।

ক্রিয়াবিশেষণ : যে শব্দশ্রেণি বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তা-ই ক্রিয়াবিশেষণ। এটি ক্রিয়ার গুণ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অর্থপ্রকাশক শব্দ হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং ক্রিয়ার স্থান, কাল, উপকরণ, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থার অর্থগত ধারণা দেয়। ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত কর্ম ও ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

যেমন–

আফরুজা দ্রুত হাঁটে।

আমরা নির্ভয়ে বাড়ি ফিরলাম।

পাপিয়া গুনগুনিয়ে গান গায়।

আবেগ শব্দ : যে শব্দশ্রেণি বাক্যের অন্য কোনো পদের সাথে অন্বয় বা সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে মনের গভীর ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে তা-ই আবেগ শব্দ। যেমন–

→ সিদ্ধান্তসূচক আবেগ প্রকাশে–হুঁ, বেশ, না, হ্যাঁ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

→ প্রশংসাসূচক আবেগ প্রকাশে–শাবাস! বাহ্! প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

→ বিরক্তি প্রকাশে–ছিঃ ছিঃ, কী জ্বালা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

যোজক : যে শব্দশ্রেণি একটি বাক্যকে অন্য আরেকটি বাক্যের কিংবা একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা অর্থের অসংকোচন ঘটায় তা-ই যোজক। যেমন–

অনিতা ও কেমি একে অপরকে খুব ভালোবাসে। মন দিয়ে পড়ো, নইলে পরীক্ষায় ফেল করবে। কাজটি কর অথবা সরে যাও এখান থেকে।

অনুসর্গ : যে শব্দ বাক্যে অন্য কোনো পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে কিংবা বিভক্তির মতো কাজ করে তাকে অনুসর্গ বলা হয়।

বিভক্তি ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য হলো–বিভক্তি পূর্ণ শব্দ নয়, কিন্তু অনুসর্গ সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

আমরা কলম দিয়ে লিখি।

শাকিল জাকিরের জন্য একটি বই কিনেছে।

সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥	**বিশেষ্য কাকে বলে? বিশেষ্য পদের প্রধান দুটি শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : বিশেষ্য : সাধারণত কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য বলা হয়। তবে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া বা সমষ্টির নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।"

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি, স্থান, দ্রব্য, গুণ বা অবস্থার নাম বিশেষ্য শব্দশ্রেণির অন্তর্গত। যেমন–সুকান্ত, বই, দয়া, ফুল ইত্যাদি।

শ্রেণিবিভাগ : বিশেষ্য পদের প্রধান দুটি শ্রেণি নিম্নরূপ–

১. সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য

২. সাধারণ বিশেষ্য

সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি, দেশ, স্থান, বই, মাস, দিন, ইত্যাদির নাম বোঝায় তা-ই সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। যেমন–

ব্যক্তির নাম : তরিকুল, নজরুল, নাজমুল, আফরুজা

স্থানের নাম : বেরীকান্দি, সুনামগঞ্জ, ঢাকা, জাপান

দিনের নাম : বুধ, রবি

সাধারণ বিশেষ্য : নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুকে না বুঝিয়ে যদি সাধারণ ও সাময়িকভাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা জিনিসের শ্রেণির নাম বোঝায়, তবে তা-ই সাধারণ বিশেষ্য। যেমন–ফুল সাধারণ বিশেষ্য কিন্তু গোলাপ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য; 'নদী' সাধারণ বিশেষ্য কিন্তু 'সুরমা' সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	**ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দিক থেকে সাধারণ বিশেষ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. মূর্ত বিশেষ্য

২. ভাব-গুণবাচক বিশেষ্য

ক. মূর্ত বিশেষ্য : যেসব বিশেষ্য পদ দ্বারা এমন কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর নাম বোঝায় যা দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় কিংবা পরিমাপ করা যায় তা-ই মূর্ত বিশেষ্য। যেমন–পাখি, কলম, হাত ইত্যাদি।

খ. ভাব-গুণবাচক বিশেষ্য : যেসব বিশেষ্য দ্বারা মনোগত ভাব বা গুণগত বৈশিষ্ট্যের নাম বোঝায় তা-ই ভাব-গুণবাচক বিশেষ্য।

যেমন–আনন্দ, দুঃখ, পুণ্য, কান্না ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥	**গণনাযোগ্যতা অনুসারে উদাহরণসহ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর : গণনাযোগ্যতা অনুসারে সাধারণ বিশেষ্যকে তিনটি শ্রেণিতে বিভাজন করা যায়। যথা–

১. **গণন বিশেষ্য (Count noun) :** যেসব সাধারণ বিশেষ্যকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় এবং যার বহুবচন করা চলে তাকে গণন বিশেষ্য বলে। যেমন–দিন, রাত, পাখি, কলম ইত্যাদি।

২. **পরিমাপ বিশেষ্য (Mass noun) :** যেসব সাধারণ বিশেষ্যকে সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় না কিন্তু পরিমাপ করা যায়, তা-ই পরিমাপ বিশেষ্য। যেমন–কাপড়, তেল, জল, চিনি, লবণ ইত্যাদি।

৩. **সমষ্টি বিশেষ্য (Collective noun) :** যেসব বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টি বিশেষ্য বলা হয়। যেমন–পুলিশ, সংসদ, মাহফিল, পরিবার, বাহিনী ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥	**সজীবতা অনুসারে সাধারণ বিশেষ্যের উদাহরণসহ শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর : জীবন্ত ও সক্রিয় কি না তার উপর ভিত্তি করে সাধারণ বিশেষ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. সজীব বিশেষ্য ও

২. অজীব বিশেষ্য।

সজীব বিশেষ্য : যে বিশেষ পদ দ্বারা কোনো জীবন্ত ও সক্রিয় সত্তার সাধারণ শ্রেণি বোঝায় তাকে সজীব বিশেষ্য বলে। যেমন–ছাগল, মানুষ, পাখি, মাছ ইত্যাদি।

অজীব বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা জীবন্ত কোনো কিছুকে না বুঝিয়ে বরং ধারণাযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা নির্জীব বস্তুকে বোঝায়, তা-ই অজীব বিশেষ্য। যেমন– নদী, পাহাড়, বই, খাতা, কাঠ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥	**ক্রিয়া বিশেষ্য ও প্রয়োগ নির্ধারিত বিশেষ্য কী? উদাহরণসহ আলোচন কর।**

উত্তর : : ক্রিয়া বিশেষ্য ও প্রয়োগ নির্ধারিত বিশেষ্য অন্য শব্দশ্রেণিজাত বিশেষ্য পদের দুটি শ্রেণি বা প্রকার। নিচে এগুলোর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

১. **ক্রিয়া বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায় তা-ই ক্রিয়া বিশেষ্য। যেমন–প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করা সুমার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।
এ বাক্যে 'তিলাওয়াত করা' দেখতে ক্রিয়ার মতো মনে হলেও এটি ক্রিয়া বিশেষ্য। এরূপ–দেখা, যাওয়া, খাওয়ানো, দোলানো ইত্যাদি।

২. **প্রয়োগ নির্ধারিত বিশেষ্য :** যেসব বিশেষণ প্রয়োগজনিত কারণে কখনো কখনো বিশেষ্য পদের ভূমিকা পালন করে তাদেরকে প্রয়োগ নির্ধারিত বিশেষণ বলা হয়। যেমন–
রুমা খুব ভালো।
এখানে 'ভালো' শব্দটি বিশেষণ মনে হলেও এটি বিশেষ্য। এরূপ–
ইমতি খুবই চালাক।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥	**সর্বনাম কী? সর্বনামের শ্রেণিবিভাজন করে প্রতিটির দুটি করে উদাহরণ দাও।**

উত্তর : কোনো কিছুর নাম, সংজ্ঞা বা ঐ জাতীয় কোনো পদের পরিবর্তে যে নতুন পদ ব্যবহৃত হয় তা-ই সর্বনাম। যেমন–রুমা ও নাজমা উভয়েই লেখাপড়া করে। কিন্তু পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের মায়ের কাজে সহযোগিতা করে। এখানে 'রুমা' ও 'নাজমার' পরিবর্তে পরবর্তী বাক্যে 'তারা' ও 'তাদের' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। তা-ই এ শব্দ দুটি সর্বনাম।

শ্রেণিবিভাগ : নিচে সর্বনামের শ্রেণিবিভাজন করে প্রতিটির দুটি করে উদাহরণ দেওয়া হলো–

১.	ব্যক্তিবাচক সর্বনাম	:	আমি, তুমি
২.	আত্মবাচক সর্বনাম	:	নিজে, স্বয়ং
৩.	নির্দেশক সর্বনাম	:	এ, উনি
৪.	অনির্দিষ্ট সর্বনাম	:	কেউ, কিছু
৫.	প্রশ্নবাচক সর্বনাম	:	কে, কারা
৬.	সংযোগবাচক সর্বনাম	:	যে, যার
৭.	সাপেক্ষ সর্বনাম	:	যে-সে, যেমন–তেমন
৮.	পারস্পরিক সর্বনাম	:	নিজেরা নিজেরা, পরস্পর
৯.	সকলবাচক সর্বনাম	:	উভয়, সব
১০.	অন্যবাচক সর্বনাম	:	অপরে, অন্যে

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥	সংযোগবাচক সর্বনাম ও সাপেক্ষ সর্বনামের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর : সংযোগবাচক সর্বনাম : যে সর্বনাম পদ দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সংযোগ বোঝায়, তা-ই সংযোগবাচক সর্বনাম। যেমন—যে, যারা, যা, যিনি ইত্যাদি।

→ আমি এসে দেখলাম যে, সাব্বির চলে গেছে।

→ আমি বলি কী পরীক্ষাটা এবার দাও।

সাপেক্ষ সর্বনাম : অনেক সময় ভাবকে পূর্ণরূপে প্রকাশের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল দুটি যুগল সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, এদেরকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। সাপেক্ষ সর্বনাম দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়। যেমন—যথা-তথা, যে-সে, যত-তত, যাকে—তাকে, যেমন—তেমন ইত্যাদি।

যথা-তথা—যথা ধর্ম তথা জয়।

যে-সে—যে সে কাজটি করবে, সে-ই বিপদে পড়বে।

যত-তত—যত পড়বে, তত ভালো করবে।

যেমন-তেমন—যেমন কর্ম তেমন ফল।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥	আত্মবাচক সর্বনাম ও নির্দেশক সর্বনাম কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর : আত্মবাচক সর্বনাম : যেসব সর্বনাম পদ দ্বারা কর্তা নিজেই কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করেছে এমন ভাব জোর দিয়ে প্রকাশ করা বোঝায় তা-ই আত্মবাচক সর্বনাম। যেমন—

রেদোয়ান নিজে এসে আলভীর সাথে দেখা করেছে।

নাজিফা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিল।

অনুষ্ঠান শেষে সবাই স্ব স্ব বাড়িতে চলে গেল।

উপরের প্রতিটি বাক্যেই যেহেতু কর্তা নিজেই প্রতিটি কাজ সম্পাদন করেছে। তাই 'নিজে', 'স্বয়ং', 'স্ব স্ব' পদ তিনটি আত্মবাচক সর্বনাম।

নির্দেশক সর্বনাম : যে সর্বনাম বক্তার কাছ থেকে নৈকট্য বা দূরত্ব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তা-ই নির্দেশক সর্বনাম। এ সর্বনাম দ্বারা কাছের, দূরের ও অপ্রত্যক্ষ জিনিসকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন—

এটি একটি বই।

উনি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক।

সেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর।

উপরের বাক্য তিনটিতে 'এটি', 'উনি' এবং 'সেগুলো' হলো নির্দেশক সর্বনাম।

প্রশ্ন ।৯। **সংযোগবাচক ও পারস্পরিক সর্বনামের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : **সংযোগবাচক সর্বনাম :** যে সর্বনাম দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায় তা-ই সংযোগবাচক সর্বনাম। যেমন–

আমি এসে দেখলাম যে শাপলা পড়তে বসছে।

তানযিলা ইমনকে বলছে যে, সে যেন তানযিলার কথাটি মনে রাখে।

উপরের দুটি বাক্যে 'যে' পদটি দুটি বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছে তাই এগুলো সংযোগবাচক সর্বনাম।

পারস্পরিক সর্বনাম : যে সর্বনাম দ্বারা দু'পক্ষের সংযোগে বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে তা-ই পারস্পরিক সর্বনাম। যেমন–

সাইফুল ও সুজাত দুজন পরম বন্ধু।

তারা নিজেরা নিজেরাই কাজটি শেষ করে ফেলল।

প্রশ্ন ।১০। **পক্ষ বা পুরুষভেদে সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : পক্ষ বা পুরুষ বলতে নাম শব্দের এমন ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যার মাধ্যমে বক্তা, বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতা এবং অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়।

বাংলা ব্যাকরণে পক্ষ (পুরুষ) তিন প্রকার। যথা–

১. **বক্তাপক্ষ (উত্তম পুরুষ) :** বক্তা নিজের বা আত্মপক্ষ সমর্থনে যে সর্বনাম পদ ব্যবহার করে, তা-ই বক্তাপক্ষ বা উত্তম পুরুষ। যেমন–আমি, আমরা, আমাদের, আমাকে, আমার ইত্যাদি।

২. **শ্রোতাপক্ষ (মধ্যম পুরুষ) :** প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতাকে বোঝাতে যে সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয়, তা-ই শ্রোতাপক্ষ বা মধ্যম পুরুষ। যেমন–তুমি, তোমার, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাকে ইত্যাদি।

৩. **অন্যপক্ষ (প্রথম পুরুষ) :** বক্তার সামনে অনুপস্থিত বা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট সত্তা তথা ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী হলো অন্যপক্ষ (প্রথম পুরুষ)। যেমন–তিনি, তারা, সে, এদের, তাঁরা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥	বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণসহ নাম-বিশেষণ ও ভাব-বিশেষণের পরিচয় দাও।

উত্তর : **বিশেষণ :** যেসব পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাদেরকে বিশেষণ পদ বলা হয়। বিশেষণ পদ অন্য শব্দের অর্থকে বিশদ বা সীমিত করে শব্দটিকে বিশেষিত করে।
বিশেষণ যখন কোনো কিছুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তখনই তার অর্থ বিশদ হয়। আর যখন কোনো কিছুর সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তখন সেই শব্দের অর্থ সীমিত হয়ে যায়।
যেমন–বিশদ অর্থ–লাল ফুল, বিচিত্র পৃথিবী।
সীমিত অর্থ–দশটি বই, পাঁচ কেজি লবণ।

নাম-বিশেষণ : যে বিশেষণ অন্য কোনো বিশেষ্য পদ বা সর্বনামকে বিশেষিত করে, তা-ই নাম-বিশেষণ। বিশেষণ পদটি দ্বারা যদি কোনো বিশেষ্য পদ বিশেষিত করা বোঝায় তবে তা বিশেষ্যের বিশেষণ এবং সর্বনামকে বিশেষিত করা বোঝালে তা সর্বনামের বিশেষণ। যেমন–

বিশেষ্যের বিশেষণ : সে ভালো ছাত্র। সুন্দর কলম।
সর্বনামের বিশেষণ : দুষ্টু, তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।
চালাক তিনিই যিনি ভেবে কাজ করেন।

তাছাড়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নাম-বিশেষণকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–
বর্ণবাচক–কালো মেয়ে, নীল আকাশ।
গুণবাচক–চালাক ছেলে, মেধাবী মেয়ে।
সংখ্যাবাচক–দশ টাকা, বারো মাস।

ভাব-বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ ছাড়া অন্য কোনো পদকে বিশেষিত করে, তা-ই ভাব-বিশেষণ। যেমন–

১. ধীরে ধীরে বায়ু বয়।
২. রকেট অতি দ্রুত চলে।
৩. ধিক তারে, শত ধিক, নির্লজ্জ যে জন।
৪. বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত প্রথম বাক্যটিতে 'ধীরে ধীরে' বিশেষণ দ্বারা বায়ুর প্রবাহ অর্থাৎ ক্রিয়াকে বিশেষিত করা হয়েছে।
দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'অতি' শব্দটি দ্বারা 'দ্রুত' বিশেষণকে বিশেষিত করা হয়েছে।
তৃতীয় বাক্যটিতে 'শত' শব্দটি দ্বারা 'ধিক' অব্যয়কে বিশেষিত করা হয়েছে এবং চতুর্থ বাক্যটিতে 'বাস্তবিকই' শব্দটি দ্বারা পুরো বাক্যটিকে বিশেষিত করা হয়েছে বলে এরা সবাই ভাব-বিশেষণ।

প্রশ্ন ঃ ১২ ঃ	**নাম-বিশেষণ কী? নাম-বিশেষণের কয়েকটি প্রকারের ৩টি করে উদাহরণ দাও।**

উত্তর : নাম-বিশেষণ : যে বিশেষণ অন্য কোনো বিশেষ্য পদ বা সর্বনামকে বিশেষিত করে তা-ই নাম-বিশেষণ। যেমন–

তালাক সৌরভ নীরবে সেখান থেকে কেটে পড়ল।
সুন্দর কলমটি তোমাকে উপহার দিলাম।

প্রকারভেদ : নাম-বিশেষণের বিভিন্ন প্রকারের ৩টি করে উদাহরণ দেয়া হলো–

১. বর্ণনাবাচক–নীল আকাশ, সাদা শাড়ি, কালো চুল।
২. অবস্থাবাচক–ফুটন্ত গোলাপ, পড়ন্ত পুষ্প, চলন্ত গাড়ি।
৩. সংখ্যাবাচক–দশ টাকা, বিশ দিন, ত্রিশ মাস।
৪. ক্রমবাচক–পঞ্চম পরিচ্ছেদ, দ্বাদশ তিথি, প্রথম স্থান।
৫. পরিমাণ-মাত্রাবাচক–বিশাল আকাশ, দুই কেজি আটা, বেশি ফল।
৬. উপাদানবাচক–দো-আঁশ মাটি, পশমি সুতা।
৭. প্রশ্নবাচক–কেমন দিন, কত সময়, কত টাকা।
৮. নির্দিষ্টতাবাচক–এই ব্যক্তি, সেই কলমটি, ঐ গাছটি।

প্রশ্ন ঃ ১৩ ঃ	**বিশেষ্যজাত ও ক্রিয়াজাত বিশেষণ কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : বিশেষ্যজাত বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ দ্বারা বিশেষ্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করা বোঝায়, তা-ই বিশেষ্যজাত বিশেষণ। যেমন–

নীল শাড়ি। (অবস্থা)
খারাপ ছেলে। (দোষ)
সুন্দরী নারী। (গুণ)
অনেক লোক। (সংখ্যা)
পাঁচ কেজি চাল। (পরিমাণ)

ক্রিয়াজাত বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ দ্বারা কোনো ক্রিয়ার রূপ, গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করা বোঝায় তা-ই ক্রিয়াজাত বিশেষণ। যেমন–

দ্রুত চলো।
বেশি মারধর কর না।
জোরে কথা বল।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥	**উপসর্গজাত বিশেষণ ও অব্যয়ের বিশেষণের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।**

উত্তর : **উপসর্গজাত বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ দ্বারা কোনো উপসর্গজাত শব্দকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে, তা-ই উপসর্গজাত বিশেষণ। যেমন–

কায়েস একদৃষ্টে রাহাতের প্রতি তাকিয়ে আছে।

সুলতানা অতি সাবধানী মেয়ে।

অব্যয়ের বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ অব্যয় পদের অর্থকে নির্দেশিত করে তা-ই অব্যয়ের বিশেষণ। যেমন–

তার মতো কুলাঙ্গারকে শত ধিক্কার দাও।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥	**সংখ্যাবাচক বিশেষণের উদাহরণসহ প্রকারভেদ আলোচনা কর।**

উত্তর : বাংলা ব্যাকরণে সংখ্যাবাচক বিশেষণ চার প্রকার। যথা–

১. পূর্ণসংখ্যাবাচক বিশেষণ,
২. ক্রমবাচক বিশেষণ,
৩. তারিখবাচক বিশেষণ ও
৪. গুণিতক বিশেষণ।

পূর্ণসংখ্যাবাচক বিশেষণ : যে সংখ্যাবাচক শব্দ দিয়ে এক জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির সমষ্টিগত ধারণা প্রকাশিত হয়, তা-ই পূর্ণসংখ্যাবাচক বিশেষণ। যেমন– বিশ মণ, দশ টাকা, দিন কয়েক ইত্যাদি।

ক্রমবাচক বিশেষণ : বিশেষ্যের ক্রমগত অবস্থান নির্দেশের জন্য এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন–দ্বাদশ অধ্যায়, পঞ্চম পর্যায়, ত্রিশ নম্বর বাড়ি ইত্যাদি।

তারিখবাচক বিশেষণ : সাধারণত দিন-তারিখ নির্দেশের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন–পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দই আগস্ট, ২২ শ্রাবণ ইত্যাদি।

গুণিতক বিশেষণ : কোনো সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত সংখ্যাশব্দকে গুণিতক বিশেষণ বলা হয়। যেমন–দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, পঞ্চাশ শতাংশ কমিশন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥	**বিশেষণের অতিশায়ন বলতে কী বোঝায়? বাংলা শব্দের অতিশায়নের নিয়ম আলোচনা কর।**

উত্তর : **বিশেষণের অতিশায়ন :** বিশেষণ পদ দ্বারা যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে অবস্থা, পরিমাণ, গুণ ইত্যাদি বিষয়ে তুলনায় একের চেয়ে

অন্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝানো হয়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলা হয়। যেমন–কেমি হলো ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে। আফরুজা মারুফার চেয়ে ছোট।

বাংলা শব্দের অতিশায়নের নিয়ম

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে বোঝালে হইতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

রুপার চেয়ে সোনা দামি।
আমের চেয়ে কাঁঠাল অনেক বড়।
নজরুল অপেক্ষা তরিকুল বুদ্ধিতে পাকা।

খ. দুটি বস্তুর অতিশায়নের জোর দেওয়া বোঝালে মূল বিশেষণের আগে অল্প, অধিক, কম, অনেক প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করতে হয়। যেমন– তোমার কলমের চেয়ে আমার কলম অনেক সুন্দর।

গ. দুইয়ের অধিক বা অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝালে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না, তবে বিশেষণের পূর্বে সর্বাপেক্ষা, সবচেয়ে, সবচাইতে, সকলের চেয়ে প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন– ক্লাসে প্রীতিই সর্বাপেক্ষা ভালো মেয়ে। মানুষই সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥	**বাংলা শব্দের বিশেষণের অতিশায়নের তিনটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : নিচে তৎসম বিশেষণের অতিশায়নের তিনটি উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো–

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে সাধারণত দুইয়ের মধ্যে তুলনা বোঝাতে 'তর' এবং বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে 'তম' প্রযুক্ত হয়। যেমন–

চন্দ্র সূর্য অপেক্ষা অধিকতর ছোট।
ফাত্তওয়া সামী ক্লাসের অন্যতম ভালো মেয়ে।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করতে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত করা যায়। যেমন–দেশসেবার মহত্তম ব্রতই পুলিশের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নের দুই বস্তুর মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স' এবং বহু বস্তুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন–
সংস্কৃত 'ঈয়স' প্রত্যয়ের বাংলা রূপ 'ইয়ান' এবং 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন–

মূল শব্দ	দুইয়ের তুলনায়	বহুর তুলনায়
গুরু	গরীয়ান	গরিষ্ঠ
লঘু	লঘীয়ান	লঘিষ্ঠ
বল	বলীয়ান	বলিষ্ঠ

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥	ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর করে বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

উত্তর : ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর করে বিশেষণ পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. মৌলিক (সিদ্ধ) বিশেষণ ও ২. সাধিত বিশেষণ।

মৌলিক (সিদ্ধ) বিশেষণ : যে বিশেষণকে ব্যাকরণগত দিক থেকে আর কোনো ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তা-ই মৌলিক বিশেষণ। যেমন–লাল, সাদা, উঁচু, ভালো, মন্দ, লঘু, গুরু ইত্যাদি।

সাধিত বিশেষণ : যেসব বিশেষণ পদকে ব্যাকরণগতভাবে আরো ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায় বা বিশ্লেষণ করা যায়, তা-ই সাধিত বিশেষণ। যেমন–ফুটন্ত, লঘিষ্ঠ, চপলা, ঘূর্ণায়মান ইত্যাদি।

তবে সাধিত বিশেষণ নানাভাবে গঠিত হতে পারে। যেমন–

ক্রিয়ার সাথে প্রত্যয়যোগে–জ্বলন্ত চুলা, হাসি হাসি মুখ ইত্যাদি।

বিশেষের সাথে প্রত্যয়যোগে–দলীয় কাজ, মেঘলা আকাশ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥	বাক্যে বিশেষণের অবস্থান অনুযায়ী বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

উত্তর : বাক্যে বিশেষণের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বিশেষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **সাক্ষাৎ বিশেষণ :** এই জাতীয় বিশেষণ সাধারণত বিশেষিত শব্দের পূর্বে বসে। যেমন–সুন্দর গাছ, চালু পাহাড়, সরু গলি ইত্যাদি।

২. **বিধেয় বিশেষণ :** এটি সাধারণত বাক্যে বিধেয় অংশে বসে থাকে। এরপর সাধারণত আর কোনো অংশ বাকি থাকে না। যেমন–শাকিল ক্লান্ত। মেয়েটি সুস্থ। বাড়িটি পাকা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥	**ক্রিয়া কাকে বলে? ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর : ক্রিয়া : যেসব শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা বা না করা, হওয়া বা না হওয়া, খাওয়া বা না খাওয়া ইত্যাদি কাজ বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলা হয়। এটি সাধারণত বাক্যের বিধেয় গঠন করে এবং কর্তা বা উদ্দেশ্য কী করে, কী হয় বা কী ঘটে তা নির্দেশ করে। ক্রিয়ার সাহায্যে কর্তার অবস্থা, স্বত্ব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কার্য সম্পাদন বোঝায়। যেমন–শাহীন কাল আসবে। অনিমদের বাগানে ফুল ফুটেছে। সে ভাত খাবে না।

ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ

ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে ক্রিয়াপদকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় এবং বাক্যও তার গঠনগত ও অর্থগত দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করে তা-ই সমাপিকা ক্রিয়া। এ ধরনের ক্রিয়া বাক্যে কর্তার সঙ্গে পক্ষবাচক সম্পর্ক প্রকাশ করে, ক্রিয়ার কাল ও প্রকারের ধারণা দেয় এবং বাক্যের অর্থগত পূর্ণতা দেয়। যেমন–

জেরিন পড়তে বসেছে।

নাসিফ প্রতিদিন বাজারে যায়।

উপর্যুক্ত দুটি বাক্যেই মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে এবং বাক্য দুটিও পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে।

২. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দ্বারা মনের ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না এবং বাক্যও গঠনগত ও অর্থগত দিক থেকে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা-ই অসমাপিকা ক্রিয়া। ক্রিয়ার এ ধরনের রূপে পক্ষ বা কালের চিহ্ন হয় না। যেমন–

তুমি আসলে ...

আমরা বাজারে গিয়ে...

উপর্যুক্ত দুটি বাক্যেই মনের ভাব অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ফলে 'আসলে' ও 'গিয়ে' ক্রিয়াদ্বয় অসমাপিকা ক্রিয়া।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥	**কর্মপদ কী? কর্মপদ গ্রহণের ক্ষমতা অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর : কর্মপদ : বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদকে সাধারণত 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই কর্মপদ। যেমন–

রিফাত গান গায়।

এ বাক্যে ক্রিয়াপদ 'গায়'-কে যদি কী দ্বারা প্রশ্ন করি তবে উত্তর আসে গান গায়। তা-ই এখানে 'গান' শব্দটি 'গায়' ক্রিয়াপদের কর্ম।

শ্রেণিবিভাগ : বাক্যে কর্মপদ গ্রহণের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

i. **সকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া মাত্র একটি কর্মপদ গ্রহণ করে, তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন–
তাওহীদ ফুটবল খেলছে। জেলে মাছ ধরে।

ii. **অকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া কোনো কর্মপদ গ্রহণ করে না, তা-ই অকর্মক ক্রিয়া। যেমন–
তামজিদ খাচ্ছে। সে হাসছে।

iii. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, যার মধ্যে একটি বস্তুবাচক ও অন্যটি ব্যক্তিবাচক, তা-ই দ্বিকর্মক ক্রিয়া। এ ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম বা অপ্রধান কর্ম বলা হয়। যেমন–
মনজুরা আপু আমাকে একটি কলম দিয়েছেন।
এ বাক্যে ব্যক্তিবাচক 'আমাকে' শব্দটি হলো গৌণ কর্ম এবং বস্তুবাচক 'কলম' শব্দটি হলো মুখ্য কর্ম বা প্রধান কর্ম।

iv. **প্রযোজক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো একজনের পরিচালনায় অন্যজন কর্তৃক কাজ সংঘটিত হওয়া বোঝায়, তা-ই প্রযোজক ক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে যার পরিচালনায় কাজটি সংঘটিত হয় সে হলো প্রযোজক কর্তা, যাকে দিয়ে কাজটি করানো হয় তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা। তাছাড়া প্রযোজক ক্রিয়াকে সংস্কৃত ভাষায় নিজন্ত ক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে। যেমন–

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	মুখ্য কর্ম	প্রযোজক ক্রিয়া
মা	শিশুকে	ভাত	খাওয়াচ্ছেন।
দিপু	মিলিকে	সাঁতার	শেখায়।
ছেলেটি	বৃদ্ধকে	পথ	দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥	**সমধাতুজ কর্ম ও নামধাতুজ ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : **সমধাতুজ কর্ম :** সাধারণত বাক্যের ক্রিয়া ও কর্ম একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে বলা হয় সমধাতুজ কর্ম।

যেমন–

আর কত খেলা খেলবে?

এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?

উপর্যুক্ত বাক্য দুটিতে যথাক্রমে মূল 'খেল' ও 'মর' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে', 'মরতে' এবং কর্মপদ 'খেলা' ও 'মরণ' গঠিত হয়েছে। তা-ই এখানে খেলা ও মরণ শব্দ দুটি সমধাতুজ কর্ম।

নামধাতুজ ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ঋনাত্মক শব্দের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন সাধিত ধাতু গঠিত হয় তা-ই নামধাতু। আর নামধাতুর সঙ্গে পক্ষ (পুরুষ) বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগ করে যে নতুন রূপ পাওয়া যায়, তা-ই নামধাতুজ ক্রিয়া। যেমন–

বিশেষ্য প্রত্যয় নামধাতু

যেমন–ঘুম + আ = ঘুমা

তুই ঘুমাতে থাক।

এ বাক্যে 'ঘুমা' নামধাতুর সাথে 'তে' বিভক্তি যোগ হয়ে নামধাতুজ ক্রিয়াপদ গঠন করেছে।

ধনাত্মক প্রত্যয় নামধাতু

গুনগুন + আ = গুনগুনা

পলাশ গুনগুনিয়ে জিকির করছে।

এ বাক্যে 'গুনগুনা' নামধাতুর সঙ্গে 'ইয়ে' বিভক্তি যোগ করে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥	**গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়া কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।**

উত্তর : গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাধারণত ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা–১. যৌগিক ক্রিয়া ও ২. মিশ্র ক্রিয়া।

যৌগিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তা-ই যৌগিক ক্রিয়া। যেমন–

ঘটনাটা শুনে রাখ। (তাগিদ দেওয়া অর্থে)
সাইরেন বেজে উঠল। (আকস্মিকতা অর্থে)

উপর্যুক্ত বাক্য দুটিতেই আমরা একটি করে অসমাপিকা ক্রিয়া যথাক্রমে 'শুনে' ও 'বেজে' এবং একটি করে সমাপিকা ক্রিয়া যথাক্রমে 'রাখ' ও 'উঠল' দেখতে পাই। এভাবে দুই প্রকারের ক্রিয়া একত্র হয়ে বাক্য দুটিকে বিশেষ অর্থের দিকে নিয়ে গেছে। ফলে এরা যৌগিক ক্রিয়া।

মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড়, কাট্, ধর্, মার্ প্রভৃতি যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তা-ই মিশ্র বা সংযোগমূলক ক্রিয়া। যেমন–

বিশেষ্য
আমরা লালবাগ কেল্লা দর্শন করলাম।
ধন্যাত্মক
মাথা ঝিমঝিম করছে।
বিশেষণ
তোমাকে দেখে প্রীত হলাম।

প্রশ্ন ঃ ২৪ ঃ	**অস্তি-নেতি অনুসারে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ কর।**

উত্তর : এ ধরনের ক্রিয়া দুই প্রকারের। যথা–১. অস্তিবাচক ও ২. নেতিবাচক।

অস্তিবাচক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা থাকা বা কোনো কিছুর অস্তিত্ব বোঝায় তা-ই অস্তিবাচক ক্রিয়া। যেমন–আমার অনেক টাকা আছে। ছাত্ররা সবাই কবির স্যারকে ভালোবাসে।

নেতিবাচক ক্রিয়া : যে ধরনের ক্রিয়া দ্বারা কোনো কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ করা হয়, তা-ই নেতিবাচক ক্রিয়া। যেমন– জেরিন প্রতিদিন স্কুলে যায় না। অঙ্কটা সহজ নয়।

প্রশ্ন ঃ ২৫ ঃ	**সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি করে উদাহরণ দাও।**

উত্তর : সকর্মক ক্রিয়া : এই ক্রিয়ার সাথে কর্ম থাকে। যেমন–

১. রুবেল ফুটবল খেলছে।
২. সে চিঠি লিখল।

অকর্মক ক্রিয়া : এই ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না। যেমন–

১. আলমগীর ঘুমুচ্ছে।
২. মেয়েটি কাঁদছে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : এই ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। যেমন–

১. সেলিনা আপু আমাকে একটা জামা উপহার দিলেন।

২. তুমি তাকে একটি চিঠি দাও।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥	**অসমাপিকা ক্রিয়া কী? পাঁচটি অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়ে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

উত্তর : অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা মনের ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না এবং বাক্য, গঠনগত ও অর্থগত দিক থেকে অপূর্ণ থাকে, তা-ই অসমাপিকা ক্রিয়া। ক্রিয়ার এ ধরনের রূপে পক্ষ বা কালের চিহ্ন হয় না। যেমন–

১. তুমি এলে আমি যাব।

২. লোকটি ধীরে ধীরে চলতে চলতে কোথায় হারিয়ে গেল।

৩. মাহাবুব পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেল।

৪. জাফর তার মাকে দেখতে বাড়িতে গেল।

৫. চোর পালিয়ে গেলে বুদ্ধি বাড়ে।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥	**প্রযোজক ক্রিয়া কাকে বলে? প্রযোজক ক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে পাঁচটি বাক্য লিখ।**

উত্তর : প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কাজ একজনের প্রয়োজনীয় বা পরিচালনায় অন্যের দ্বারা সংঘটিত হয় তা-ই প্রযোজক ক্রিয়া। যেমন–

মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে।

এ বাক্যে মায়ের প্রযোজনায় শিশু কর্তৃক চাঁদটি দেখা হচ্ছে, তাই 'দেখাচ্ছে' পদটি প্রযোজক ক্রিয়া।

পাঁচটি বাক্য : নিচে পাঁচটি বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. ছেলেটি আগন্তুককে পথ দেখাচ্ছে।

২. সাপুড়ে দর্শককে সাপ খেলা দেখায়।

৩. তুমি বাকী বিল্লাহকে কাঁদাইও না।

৪. শিক্ষক ছাত্রকে গণিত শেখাছেন।

৫. মা শিশুকে ভাত খাওয়ায়।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥	**বাংলা সমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষ আছে, কিন্তু লিঙ্গ নেই–ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।**

উত্তর : সাধারণত যেসব ক্রিয়াপদ দ্বারা মনের ভাব তথা বাক্যের পরিসমাপ্তি প্রকাশ করা বোঝায় তা-ই সমাপিকা ক্রিয়া। আর সমাপিকা ক্রিয়ার রূপে আমরা পুরুষভেদে বৈচিত্র্য দেখি। অর্থাৎ উত্তম পুরুষে ক্রিয়ার যে রূপ দেখি নাম

পুরুষে সে রূপ দেখি না। আবার মধ্যম পুরুষে যে রূপ দেখি তা উত্তম অথবা নাম পুরুষে কোনোটাতেই দেখি না। এভাবে রূপ ভিন্ন হয়। কিন্তু পুং-স্ত্রী লিঙ্গাভেদে কখনো ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। যেমন–

পুরুষ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
উত্তম	আমি খাই (পুং)	আমি খাই (স্ত্রী)
মধ্যম	তুমি কাজটি কর (পুং)	তুমি কাজটি কর (স্ত্রী)
নাম	তারা হাসছে (পুং)	তারা হাসছে (স্ত্রী)

প্রশ্ন ।। ২৯ ।। বাংলার শব্দশ্রেণিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর : বাংলার শব্দশ্রেণিকে মোট আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. বিশেষ্য, ২. সর্বনাম, ৩. বিশেষণ, ৪. ক্রিয়া, ৫. ক্রিয়াবিশেষণ, ৬. যোজক, ৭. অনুসর্গ, ৮. আবেগ শব্দ।

প্রশ্ন ।। ৩০ ।। 'ক্রিয়া বিশেষণ একটি স্বতন্ত্র শব্দশ্রেণি'–আলোচনা কর।

যে পদ বা শব্দশ্রেণি ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল এবং রূপ নির্দেশ করে অর্থাৎ ক্রিয়াকে বিশেষিত (Modify) করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন–

ক. ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

খ. কাল একবার এসো।

পদবিন্যাসের দিক থেকে ক্রিয়া বিশেষণ দুই প্রকার।

যথা–

১. **একপদী ক্রিয়া বিশেষণ** : অনায়াসে, সানন্দে, যথাযথভাবে, আস্তে, জোরে, চেঁচিয়ে ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : ছেলেটি চেঁচিয়ে কথা বলে।

২. **বহুপদী ক্রিয়া বিশেষণ** : ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম।

প্রথাগত ব্যাকরণে ক্রিয়া বিশেষণ বিশেষণের একটি উপবিভাগ হলেও বাংলা ভাষায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই একে তুচ্ছ করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। বাংলা শব্দভাণ্ডারে অসংখ্য ক্রিয়া বিশেষণ রয়েছে। এদের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যও বৈচিত্র্যময়। এসব দিক বিবেচনা করে ভাষাবিজ্ঞানীরা ক্রিয়া বিশেষণকে একটি 'স্বতন্ত্র শব্দশ্রেণি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥	**একটি করে উদাহরণসহ ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ ও অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগ দেখাও।**

উত্তর : নিচে একটি করে উদাহরণসহ ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ ও অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো–

১. ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এল।
২. কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : অতুল এখনই আসবে।
৩. স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : সে আগামীকাল শ্রীবরদী যাচ্ছে।
৪. সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ : তুমি পরীক্ষায় ভালো করনি, অবশ্য ভালো করার কথাও না।
৫. না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ : শচীন এখন আর ক্রিকেট খেলেন না।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥	**ধরনবাচক ও সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।**

উত্তর : ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : কোনো ক্রিয়া কীভাবে বা কেমনভাবে সম্পন্ন হয় ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ তা নির্দেশ করে। উদাহরণ–

ছেলেরা নির্ভয়ে গুহায় প্রবেশ করল।
তায়্যিবা ধীরে ধীরে সাদিয়ার পাশে গিয়ে বসল।

সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ : সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ একাধিক বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ সাধন করে থাকে। উদাহরণ–

মোজাহিদ পরীক্ষায় ফেল করেছে,
অবশ্য তার পাশ করার কথাও না।
বিজ্ঞানে মিজানের মন বসে না, তাছাড়া বিজ্ঞান সে বোঝেও না।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥	**কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ ও স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।**

উত্তর : কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : যে সময়টিতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ সে সময়কে নির্দেশ করে। উদাহরণ–

সাকলাইন এখনই আসবে।
অন্তরা আগামীকাল বাড়ি ফিরবে।

স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : স্থানবাচক ক্রিয়া সংঘটনের স্থানকে নির্দেশ করে। উদাহরণ–

অথৈ পুকুর পাড়ে খেলা করছে।
সে আগামীকাল সিঙ্গাপুর যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ৩৪ ঃ	**না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের পদানু সংজ্ঞার্থ নিরূপণ কর। প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।**

উত্তর : না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ : যে ক্রিয়া বিশেষণের মাধ্যমে বাক্যের নেতিবাচকতা প্রকাশ পায় তাকে না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে।

উদাহরণ– আমটি পাকেনি।
কথাটা মন্দ নয়।

ক্রিয়া বিশেষণের পদানু : কিছু কিছু পদানু বাক্যের মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিত প্রকাশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–কি, তো, না, বা, যে ইত্যাদি। এদেরকে ক্রিয়া বিশেষণের পদানু বলে।

উদাহরণ– এবার ফসল ফলবে তো?
এক্ষুনি চলে যাচ্ছেন যে!

প্রশ্ন ঃ ৩৫ ঃ	**উদাহরণসহ ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ ও অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর : নিচে উদাহরণসহ ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ ও অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো–

১. **ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :** কোনো ক্রিয়া কীভাবে বা কেমনভাবে সম্পন্ন হয় ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ তা নির্দেশ করে। যেমন–

মেয়েরা নির্ভয়ে গুহায় প্রবেশ করল।
ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এলো।

২. **কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :** যে সময়টিতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ সে সময়কে নির্দেশ করে। যেমন–

তিনি এখনই আসবেন।
আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরব।

৩. **স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ :** স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া সংঘটনের স্থানকে নির্দেশ করে। যেমন–

কুকুরটি ওখানে শুয়ে আছে।
সে আগামীকাল সিঙ্গাপুর যাচ্ছে।

৪. **সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ :** সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ একাধিক বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ সাধন করে থাকে। যেমন–

তুমি পরীক্ষায় ভালো করনি, অবশ্য ভালো করার কথাও না।
অংকে তার মন বসে না, তাছাড়া অংক সে পারেও না

৫. **না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :** না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ বাক্যের নেতিবাচকতাকে নির্দেশ করে। যেমন–

শচীন এখন আর ক্রিকেট খেলেন না।
আমটি পাকেনি।
কথাটা মন্দ নয়।
আমার কাছে কোনো টাকা নেই।

৬. **ক্রিয়া বিশেষণের পদানু :** কিছু কিছু পদানু বাক্যের মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিত প্রকাশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদেরকে ক্রিয়া বিশেষণের পদানু বলে। যেমন–

সে আজ আসবে তো?
তো তুমি বলছ মামার বাসায়ই থেকে যাই?
এক্ষুনি চলে যাচ্ছেন যে!
তিনি গতকাল এসেছিলেন কি?

প্রশ্ন ১ ৩৬ ১	**যোজক কাকে বলে? উদাহরণসহ যোজকের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।**

উত্তর : যোজক : যে শব্দশ্রেণি একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশের অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন অথবা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে।

অর্থ এবং সংযোজনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজক শব্দকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক. **সাধারণ যোজক :** এ ধরনের শব্দশ্রেণি দুটি শব্দ কিংবা দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করে। যেমন–

শান্তি ও সফলতা সকলেই চায়।
এখনই বাড়ি যাও এবং মাকে নিয়ে এসো।

খ. **বৈকল্পিক যোজক :** এ ধরনের যোজকশ্রেণি একাধিক শব্দ বা বাক্যকল্প বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন–

লাল বা সাদা যেকোনো গোলাপ হলেই চলবে।
সারাদিন পড়াশোনা করলে, অথচ একটি প্রশ্নও মুখস্থ করতে পারলে না।

গ. **বিরোধমূলক যোজক :** এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সংশোধন বা বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন–
রোদ উঠেছে, কিন্তু শীত কাটেনি।
এত ফুল ফুটল, তবু প্রজাপতি এলো না।

ঘ. **কারণবাচক যোজক :** এ ধরনের যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ নির্দেশ করে। যেমন–
সে সফল হয়েছে, কারণ সে পরিশ্রম করেছে।
তুমি মিথ্যা বলেছ তা-ই শাস্তি পেতে হবে।
এগুলোতে শর্তের অর্থও ফুটে ওঠে। যেমন–
বেশি বেশি খাও, নইলে দুর্বল হয়ে পড়বে। নারী শিক্ষার দরকার, নতুবা দেশের উন্নতি হবে না।

ঙ. **সাপেক্ষ যোজক :** এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত ব্যাকরণে এ শব্দশ্রেণি শর্তবাচক বা সাপেক্ষ বা নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় নামে পরিচিত। কয়েকটি পরস্পর নির্ভরশীল যুগ্ম শব্দ (যদি ... তবে, যত ... তত) পারস্পরিক যোজকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
যদি গাড়ি না পাই, তবে হেঁটে যাব। যত গর্জে তত বর্ষে না। যতই পড়িবে ততই শিখিবে।

প্রশ্ন ॥ ৩৭ ॥	**অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।**

উত্তর : যেসব শব্দশ্রেণি কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দবিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে সেসব শব্দশ্রেণিকে অনুসর্গ বলে। প্রচলিত ব্যাকরণে এদেরকে কর্মপ্রবচনীয়ও বলা হয়। অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' এবং ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' যুক্ত শব্দের পরে বসে।
ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গ দুই প্রকার। যথা–ক. নাম বা বিশেষ্য অনুসর্গ ও ২. ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।

ক. **নাম বা বিশেষ্য অনুসর্গ :** ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে যেসব অনুসর্গ এসেছে তাদেরকে নাম বা বিশেষ্য অনুসর্গ বলে। বিশেষ্য অনুসর্গ আবার তিন প্রকার। যথা–

১. **সংস্কৃত বা তৎসম অনুসর্গ :** অভিমুখে, অপেক্ষা, উপরে, জন্য, দিকে। মাথার উপরে বিশাল আকাশ।

২. **বিবর্তিত অনুসর্গ :** আগে, কাছে, ছাড়া, পাশে, পানে, ভিতরে, মাঝে, সামনে। তুমি ছাড়া এ কথা কেউ জানে না।

৩. **ফারসি অনুসর্গ :** দরুন, বরাবর, বাবদ, বাদে, বনাম, বদলে। আজ ভারত বনাম পাকিস্তানের খেলা।

খ. **ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ :** ক্রিয়াপদ থেকে সৃষ্ট অনুসর্গগুলোই ক্রিয়া অনুসর্গ। যেমন—করে, থেকে, দিয়ে, ধরে, হতে, বলে। ভালো করে পড়াশোনা কর।

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥	**অনুসর্গ কাকে বলে? গঠন অনুসারে অনুসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : যেসব শব্দশ্রেণি কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দবিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে সেসব শব্দশ্রেণিকে অনুসর্গ বলে। প্রচলিত ব্যাকরণে এদেরকে কর্মপ্রবচনীয়ও বলা হয়। গঠন অনুসারে অনুসর্গ দুই প্রকার। যথা—

১. **বিভক্তিহীন অনুসর্গ :** কিছু অনুসর্গের বিভক্তি নেই, এদেরকে বিভক্তিহীন অনুসর্গ বলে। যেমন—অবধি, অপেক্ষা, কর্তৃক, ছাড়া, দ্বারা, দরুন, নাগাদ, প্রতি, পর্যন্ত, বাবদ, বরাবর, বনাম, বিনা, ব্যতীত, মতো ইত্যাদি।

২. **বিভক্তিযুক্ত অনুসর্গ :** কিছু অনুসর্গ আছে যাদের সাথে বিভক্তি সংযুক্ত থাকে, এদের বিভক্তিযুক্ত অনুসর্গ বলে। যেমন—আগে, উপরে, কাছে, কারণে, জন্যে, নিচে, পাশে, পিছনে, করে, চেয়ে, থেকে, দিয়ে, বদলে, বাদে ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥	**নিম্নোক্ত অনুসর্গগুলো ব্যবহার করে বাক্য রচনা কর। অবধি, তরে, বনাম, পানে, মাঝারে।**

উত্তর : অবধি—সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।

তরে—এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।

বনাম—আগামীকাল ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনার খেলা।

পানে—ঐ তো তিনি ঘরপানে ছুটেছেন।

মাঝারে—'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে'।

প্রশ্ন ঃ ৪০ ঃ	**আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আবেগ-শব্দের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।**

উত্তর : যেসব শব্দের মাধ্যমে মনের নানা আবেগ ও ভাব প্রকাশিত হয় তাদেরকে আবেগ শব্দ বলে। এরা বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অন্য পদের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রকাশভঙ্গি অনুসারে আবেগ শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. **সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ :** অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করতে এ জাতীয় আবেগ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

হুঁ, যুক্তিটা ভালোই মনে হচ্ছে।
বেশ, তবে চলো।
না, আমি তোমার কোনো বাধাই মানব না।

খ. **প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ :** এ জাতীয় আবেগ শব্দের সাহায্যে প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশিত হয়। যেমন–

শাবাশ! দেখার মতো একটা ছক্কা হাঁকালে।
বাঃ! তুমি তো অসাধারণ গাইতে পার।

গ. **বিরক্তিসূচক আবেগ শব্দ :** এ ধরনের আবেগ শব্দের মাধ্যমে অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন–

ছিঃ ছিঃ! এত নীচ তুমি হতে পারলে।
কী জ্বালা! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

ঘ. **ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ :** এ ধরনের আবেগ শব্দের সাহায্যে আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন–

উঃ! কী ব্যথা।
আঃ! কী মুসিবত।

ঙ. **বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ :** এ ধরনের আবেগ শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে থাকে। যেমন–

আরে, তুমি না চলে গেলে!
অ্যাঁ, বলছ কী? ও এখনো বেঁচে আছে!

চ. **করুণাবাচক আবেগ শব্দ :** করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে এ ধরনের আবেগ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

আহা! মা-হারা ছেলেটির দেখার কেউ নেই।
হায়! হায়! এখন সে কোথায় যাবে।

ছ. **সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ** : সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে এ ধরনের আবেগ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

'ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'

হে বৎস, সদা সত্য কথা বলো।

জ. **আলঙ্কারিক আবেগ শব্দ** : এ ধরনের আবেগ শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ধুর পাগল! এ আবার বলতে হয়!

যাকগে যাক, ওসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

প্রশ্ন ।। ৪১ ।। **অন্য শব্দশ্রেণিজাত বিশেষ্য কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : অন্য শব্দশ্রেণিজাত বিশেষ্য : সাধারণত যেসব বিশেষ্যকে দেখতে অন্য কোনো শব্দশ্রেণি বা পদের অন্তর্গত বলে মনে হয় কিন্তু কাজ করে বিশেষ্য হিসেবে তাদেরকে অন্য শব্দশ্রেণিজাত বিশেষ্য বলা হয়। যেমন–বই পড়া একটি ভালো অভ্যাস। এখানে, পড়া শব্দটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ–শোনা, দেখা, করা, খাওয়া ইত্যাদি।

নিম্নে কয়েক প্রকার অন্য শব্দশ্রেণিজাত বিশেষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **ক্রিয়া বিশেষ্য** (Verbal noun) : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তা-ই ক্রিয়া বিশেষ্য। যেমন–দেখা, যাওয়া, খাওয়া, খাওয়ানো, দোলানো ইত্যাদি।

২. **বিশেষণজাত বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বিশেষণকে নির্দেশ করে, তা-ই বিশেষণজাত বিশেষ্য। বিশেষণের সাথে বিশেষ্যকারী আন্তপ্রত্যয় যোগ করে এ প্রকারের বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। যেমন–ধীর + তা = ধীরতা। এখানে 'ধীরতা' শব্দটি বিশেষণজাত বিশেষ্য। এরূপ–নষ্টামি, অলসতা, সৌদর্য, নীলিমা ইত্যাদি।

৩. **প্রয়োগ নির্ধারিত বিশেষ্য** : যেসব বিশেষণ প্রয়োগজনিত কারণে কখনো কখনো বিশেষ্য পদের ভূমিকা পালন করে, তাদেরকে প্রয়োগ নির্ধারিত বিশেষ্য বলা হয়। যেমন–সে খুব দুষ্টু। এখানে 'দুষ্টু' বিশেষ্য।

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলা শব্দ গঠন (উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ
শব্দ ও শব্দ গঠন

শব্দ

এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে **শব্দ** বলা হয়। অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলা যাবে না। যেমন– 'মাতা'-এর অর্থ মা বা জননী। এটি একটি শব্দ। কিন্তু 'তাম'-এর কোনো অর্থ নেই; সুতরাং এটি শব্দ নয়।

শব্দ বাক্যের মৌলিক উপাদান। শব্দ ছাড়া বাক্য গঠিত হতে পারে না। আর শব্দের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় যেসব শব্দ আছে সেগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিচে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো।

উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. তৎসম শব্দ
২. অর্ধ-তৎসম শব্দ
৩. তদ্ভব শব্দ
৪. দেশি শব্দ
৫. বিদেশি শব্দ।

গঠন অনুসারে বাংলা শব্দগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ।

অর্থের দিক থেকে বাংলা শব্দগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–
১. যৌগিক শব্দ, ২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ও ৩. যোগরূঢ় শব্দ।

শব্দ গঠন

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলা শব্দগুলো গঠনগত দিক থেকে দুই প্রকার–**মৌলিক শব্দ** ও **সাধিত শব্দ**। **সাধিত শব্দগুলো মৌলিক শব্দ** থেকে গঠিত হয়। **মৌলিক শব্দের** সাথে প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতি যুক্ত হয় এবং সমাস ও সন্ধির মাধ্যমে **সাধিত শব্দ** গঠিত হয়ে থাকে।

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥	**উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[চা. বো. '১২, '০৯, '০৩; য. বো. '০৯, '০৫, সি. বো. '০৯, '১৩; রা. বো. '১৪, '১২, '০৭; কু. '০৯; দি. '০৯; ব. বো. '১৩]*

উত্তর : উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. তৎসম শব্দ ২. অর্ধ-তৎসম শব্দ

৩. তদ্ভব শব্দ ৪. দেশি শব্দ

৫. বিদেশি শব্দ।

১. **তৎসম শব্দ :** সংস্কৃত ভাষার যেসব শব্দ অপরিবর্তিত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে **তৎসম শব্দ** বলা হয়। যেমন–সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, গৃহ, নক্ষত্র, অন্ন, লতা, পত্র, অন্ধ, বধির, মস্তক, হস্ত, দেহ, চক্ষু ইত্যাদি।

২. **অর্ধ-তৎসম শব্দ :** সংস্কৃত ভাষার যেসব শব্দ কিঞ্চিৎ বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে **অর্ধ-তৎসম শব্দ** বলা হয়। যেমন–

সংস্কৃত শব্দ		**অর্ধ-তৎসম শব্দ**
নিমন্ত্রণ	>	নেমন্তন্ন
কৃষ্ণ	>	কেষ্ট
তৃষ্ণা	>	তেষ্টা

৩. **তদ্ভব শব্দ :** যেসব সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহারের সময় ব্যাপক পরিবর্তিত হয়ে নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে তাদেরকে **তদ্ভব শব্দ** বলা হয়। যেমন–

সংস্কৃত শব্দ		**তদ্ভব বাংলা শব্দ**
হস্তী	>	হাতি
হস্ত	>	হাত
মস্তক	>	মাথা

৪. **দেশি শব্দ :** যেসব শব্দ এই বাংলাদেশের মাটি, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে তাদেরকে **দেশি শব্দ** বলা হয়। যেমন– ঢেঁকি, ঝাঁটা, কুলা, উনুন, চুলা, উকুন, ডোঙ্গা ইত্যাদি।

৫. **বিদেশি শব্দ :** যেসব শব্দ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা থেকে এসে সরাসরি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে তাদেরকে **বিদেশি শব্দ** বলা হয়। যেমন–
ইংরেজি শব্দ : স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।
আরবি শব্দ : কেতাব, ঈমান, দোয়াত, কলম, রায় ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	**গঠন অনুসারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[চা. বো. '০৩; চ. বো. '১৪, '০৯, '১০, য. বো. '০৫ '০৯, কু. বো. '০২, '০৪, '০৮, ব. বো '১০, রা. বো. '১৩]*

উত্তর : গঠন অনুসারে বাংলা শব্দগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ।

১. **মৌলিক শব্দ :** যেসব বাংলা শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না তাদেরকে **মৌলিক শব্দ** বলা হয়। যেমন–হাত, পা, ভাত, মাথা, √কর, √খা, √পর্, কবি, ভাই, কান ইত্যাদি।

২. **সাধিত শব্দ :** মৌলিক শব্দের সাথে মৌলিক শব্দ অথবা উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি যুক্ত হয়ে যেসব বাংলা শব্দ গঠিত হয়েছে তাদেরকে **সাধিত শব্দ** বলা হয়। যেমন–

গাছে পাকা = গাছপাকা (সমাসসিদ্ধ হয়ে)
বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় (সন্ধিসিদ্ধ হয়ে)
প্রতি + কার = প্রতিকার (উপসর্গযোগে)

প্রশ্ন ॥ ৩	**অর্থগত দিক থেকে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[চা. '১০; চ. '১১, '০৫, '১৩; রা. ২০১৫; '১১, '০৫, '০৮; সি. '০৫, '১০, '১২; ব. '১৪, ০৩, '০৫, '১২; য. '১১, '১৩; দি. ২০১৫; '১১; কু. '১৪]*

উত্তর : অর্থের দিক থেকে বাংলা শব্দগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–১. যৌগিক শব্দ, ২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ও ৩. যোগরূঢ় শব্দ।

১. **যৌগিক শব্দ :** যেসব শব্দ উৎস মূল অর্থাৎ প্রকৃতির অর্থ অনুসারে অর্থায়িত হয় তাদেরকে **যৌগিক শব্দ** বলা হয়। যেমন–

রাঁধুনি = √রাঁধ্ + উনি (যে রান্না করে)

ভিখারি = √ভিখ্ + আরি (ভিক্ষা করে যে)

ভাবুক = √ভাব্ + উক (যে ভাবনা করে)

২. **রূঢ় শব্দ** : প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ যদি প্রকৃতির অর্থ প্রকাশ না করে অন্য অর্থ প্রকাশ করে তবে তাদেরকে **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ** বলা হয়।
যেমন–পাঞ্জাবি = পাঞ্জাব + ই
[মূল অর্থ পাঞ্জাবের অধিবাসী। কিন্তু এখানে একধরনের জামাবিশেষ।]
হস্তী = হস্ত + ঈ [মূল অর্থ হাত আছে যার। কিন্তু এখানে হাতি (পশু) বিশেষ]

৩. **যোগরূঢ় শব্দ** : যেসব সমাসবদ্ধ শব্দ এদের মূল অর্থকে না বুঝিয়ে বিশেষ কোনো কিছুকে বোঝায় তাদেরকে **যোগরূঢ় শব্দ** বলা হয়। যেমন–
পঙ্কজ = মূল অর্থ–পঙ্কে জন্মে যা; বিশেষ অর্থ–'পদ্মফুল'।
রাজপুত = মূল অর্থ–রাজার পুত্র; বিশেষ অর্থ–'জাতিবিশেষ'।
জলধি = মূল অর্থ–জল ধারণ করে যে; বিশেষ অর্থ–'সমুদ্র'।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ **শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? *চা. বো. ২০১৫;* কী কী উপায়ে বা পদ্ধতিতে বাংলা শব্দ গঠিত হয় আলোচনা কর।** */চা. বো. '০২, '০৪, '০৬, '০৮, '১১; রা. '০৪, '০৯; য. বো. '০২, '০৪, '১০, '১২; ব. '০৪, '০৮, '১১; সি. '০৪, '০৮, '১১, ২০১৫; চ. '০৩, '০৮, '১২, ২০১৫; কু. '০২, '০৬, '০৮, '১১, '১৩, ২০১৫; দি. বো. '০৯, '১২, '১৪]*
অথবা, শব্দ গঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লেখ। */চা. বো. '১৩]*

উত্তর : **শব্দ গঠন** : মৌলিক শব্দের সাথে প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতি যুক্ত হয়ে এবং সমাস ও সন্ধির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হওয়াকে **শব্দ গঠন** বলা হয়।

যেসব উপায়ে বা পদ্ধতিতে বাংলা শব্দ গঠিত হয় সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **প্রত্যয়যোগে** : মূল শব্দ বা ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন–√চল্ + অন্ত = চলন্ত; ধর্ম + ইক = ধার্মিক।

২. **উপসর্গযোগে** : শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন -প্র + ভাত = প্রভাত; আ + কাল = আকাল।

৩. **বিভক্তিযোগে :** ধাতু বা শব্দের পরে বিভক্তি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন–কর্ + ইব = করিব; আমার + দ্বারা = আমাদ্বারা।

৪. **সন্ধির মাধ্যমে :** পাশাপাশি দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে সন্ধির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন–নব + অন্ন = নবান্ন; ইতি + আদি = ইত্যাদি ।

৫. **সমাসের মাধ্যমে :** দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন–সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন; সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥	**শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের গঠন পদ্ধতি নির্ণয় কর–** *[কু. '০৮]*

গণেশ, আর্থিক, গাছপাকা, উপকার, ডুবুরি, করিব, মনগড়া, উল্লাস, উদ্ধার, মনোহর।

উত্তর : শব্দ গঠন : মৌলিক শব্দের সাথে প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতি যুক্ত হয়ে এবং সমাস ও সন্ধির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হওয়াকে **শব্দ গঠন** বলা হয়। যেমন– প্রতি + এক = প্রত্যেক।

প্রদত্ত শব্দ	গঠন ও গঠনের নিয়ম		
গণেশ	গণ + ঈশ	:	সন্ধির মাধ্যমে
আর্থিক	অর্থ + ইক	:	প্রত্যয়যোগে
গাছপাকা	গাছে পাকা	:	সমাসের মাধ্যমে
উপকার	উপ + কার	:	উপসর্গযোগে
ডুবুরি	√ডুব্ + উরি	:	প্রত্যয়যোগে
করিব	√কর্ + ইব	:	বিভক্তিযোগে
মনগড়া	মন দিয়া গড়া	:	সমাসের মাধ্যমে
উল্লাস	উৎ + লাস	:	সন্ধির মাধ্যমে
উদ্ধার	উৎ + হার	:	সন্ধির মাধ্যমে
মনোহর	মন + হর	:	সন্ধির মাধ্যমে

[বি. দ্র. শব্দের গঠন পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য যেকোনো সাধিত শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে। উপরে নমুনা হিসেবে দশটি শব্দের গঠন পদ্ধতি দেখানো হলো।]

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥	**গঠন অনুযায়ী বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী?** *[চ. বো. ২০১৫]* **প্রত্যয় ও উপসর্গযোগে শব্দ কীভাবে গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[য. বো. '০৯]*

উত্তর : গঠন অনুযায়ী বাংলা শব্দ দুই প্রকার। যথা–

১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ

প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : ধাতু বা মূল শব্দের পরে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন–

√কৃ + তব্য = কর্তব্য

বর্ষ + ইক = বার্ষিক

√রাঁধ্ + উনি = রাঁধুনি ইত্যাদি।

উপসর্গযোগে শব্দ গঠন : শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন–

অ + বিচার = অবিচার

দাঁড় + কাক = দাঁড়কাক

পরা + জয় = পরাজয় ইত্যাদি।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ধাতু বা মূল শব্দের পরে এবং উপসর্গ পূর্বে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥	**উপসর্গযোগে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়? পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : শব্দের পূর্বে উপসর্গযোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়। নিচে উপসর্গ যোগে গঠিত পাঁচটি শব্দ দেওয়া হলো–

অপ + মান = অপমান

ইতি + কথা = ইতিকথা

বদ + মেজাজ = বদমেজাজ

হর + হামেশা = হরহামেশা

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥	**প্রত্যয়যোগে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়? পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। নিচে প্রত্যয়যোগে গঠিত পাঁচটি শব্দ দেওয়া হলো–

মনু + ষ্ণ = মানব
কৃ + অনীয় = করণীয়
নব + ঈন = নবীন
কাঁদ + অন = কাঁদন
পুষ্প + ইত = পুষ্পিত

প্রশ্ন ।৯।	শব্দদ্বিত্ব কী? পাঁচটি শব্দদ্বিত্বের উদাহরণ দাও।

উত্তর : **শব্দদ্বিত্ব :** বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাক্যে পরপর দুবার ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থকে আরো সম্প্রসারিত করে। এগুলোকে শব্দদ্বিত্ব বলা হয়। যেমন–

লাল লাল ফুল, বড় বড় আম,
ছোট ছোট বই, কালো কালো জাম,
কবি কবি ভাব।

প্রশ্ন ।১০।	সন্ধির সাহায্যে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর : সন্ধির সাহায্যে নিম্নোক্ত উপায়ে শব্দ গঠিত হয়–

১. স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের। যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, প্রতি + উপকার = প্রত্যেপকার।
২. স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের। আ + ছাদন = আচ্ছাদন, প্রতি + ছবি = প্রতিছবি।
৩. ব্যঞ্জনের সাথে স্বরবর্ণের। দিক + অন্ত = দিগন্ত, ণিচ + অন্ত = ণিজন্ত
৪. ব্যঞ্জনের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের। তৎ + জন্য = তজ্জন্য, উৎ + লিখিত = উল্লিখিত।
৫. উপসর্গযোগে : নমঃ + কার = নমস্কার, নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ।

প্রশ্ন ।১১।	মিশ্র শব্দ কী? পাঁচটি মিশ্র শব্দের উদাহরণ দাও।

উত্তর : যেসব শব্দ বিভিন্ন ভাষায় শব্দের সমন্বয়ে গঠিত সেসব শব্দকে মিশ্র শব্দ বলা হয়। যেমন–রাজা-বাদশা শব্দ দুটা ভিন্ন ভাষার শব্দযোগে গঠিত। রাজা শব্দটি তৎসম, বাদশা শব্দটি ফারসি।

৫টি মিশ্র শব্দ : নিম্নে পাঁচটি মিশ্র শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো–

		ইংরেজি		ফারসি
হেডমৌলভি	=	হেড	+	মৌলভি
		বাংলা		ফারসি
হাটবাজার	=	হাট	+	বাজার
		ইংরেজি		বাংলা
পকেটমার	=	পকেট	+	মার
		ফারসি		আরবি
চৌহদ্দি	=	চৌ	+	হদ্দি
		ইংরেজি		তৎসম
খ্রিস্টাব্দ	=	খ্রিস্ট	+	অব্দ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উপসর্গ

তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ

তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা ২০টি।
এগুলো হলো–প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির (নিঃ), দুর (দুঃ), অভি, বি, উৎ, অতি, নি, প্রতি, অধি, সু, পরি, অপি, উপ, আ।

তৎসম উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ

প্র : প্রগতি, প্রহার, প্রভাব, প্রভাত, প্রকাশ, প্রচার, প্রতাপ, প্রবাহ, প্রবল, প্রচলন, প্রখর, প্রণাম।

পরা : পরাজয়, পরামর্শ, পরাধীন, পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম, পরাজিত, পরাভব, পরাগত, পরাক্রান্ত।

অপ : অপহরণ, অপবাদ, অপসংস্কৃতি, অপকার, অপব্যয়, অপমৃত্যু, অপকর্ম, অপঘাত, অপচয়।

সম : সমকক্ষ, সম্মান, সংবাদ, সংসার, সংহার, সংশয়, সংকট, সংকীর্ণ, সংগ্রহ, সমান, সম্মুখ।

অব : অবচেতন, অবহেলা, অবগত, অবতার, অবকাশ, অবতরণ, অবরোধ, অবদান, অবগাহন, অবনত।

অনু	:	অনুমান, অনুতাপ, অনুরোধ, অনুবাদ, অনুশাসন, অনুকরণ, অনুচর, অনুলিপি।
নির (নিঃ)	:	নিরন্তর, নির্ণয়, নির্মল, নির্দোষ, নির্ভর, নির্মাণ, নির্বিচার, নির্ভয়, নিরপরাধ, নির্ভীক, নির্জন, নির্বাণ।
দুর (দুঃ)	:	দুরন্ত, দুর্দিন, দুরাশা, দুর্ভিক্ষ, দুর্গতি, দুর্জয়, দুর্ঘটনা, দুর্ভাগ্য, দুর্লভ, দুর্জন।
অভি	:	অভিজ্ঞান, অভিমুখ, অভিজাত, অভিমান, অভিযোগ, অভিনয়, অভিসার, অভিভাষণ, অভিলাষ।
বি	:	বিখ্যাত, বিক্রয়, বিবাদ, বিচার, বিজন, বিতৃষ্ণা, বিজ্ঞান, বিকার, বিরাগ, বিরোধ, বিজয়, বিবাদী।
উৎ	:	উৎখাত, উৎসাহ, উৎকর্ষ, উৎসর্গ, উৎপাটন, উদ্ভিদ, উদ্বেগ, উদ্ধার, উল্লাস, উল্লেখ, উজ্জ্বল।
অতি	:	অতিকায়, অতিশয়, অতিরিক্ত, অতিক্রম, অতীব, অতিমানব, অত্যন্ত, অতিবৃষ্টি, অতিরঞ্জন, অতিবুদ্ধি।
নি	:	নিবাস, নিগ্রহ, নিদর্শন, নিবৃত্তি, নিপাত, নিকৃষ্ট, নিযুক্ত, নিবেদন, নিদারুণ, নিদান, নিদাঘ, নিবন্ধন।
প্রতি	:	প্রতিকূল প্রতিবিম্ব, প্রতিপক্ষ, প্রতিবেশী, প্রতিবাদ, প্রতিফল, প্রতিকার, প্রতিনিধি, প্রতিক্রিয়া, প্রতিশোধ।
অধি	:	অধিকার, অধিষ্ঠান, অধীশ্বর, অধিনায়ক, অধিপতি, অধিবাসী, অধিবেশন, অধিরাজ, অধিবিদ্যা, অধিবর্ষ।
সু	:	সুগম, সুজন, সুশান্ত, সুদূর, সুসময়, সুলভ, সুগন্ধ, সুকুমার, সুদৃশ্য, সুভাষ, সুনাম, সুকণ্ঠ।
পরি	:	পরিচর্যা, পরিচালক, পরিপাক, পরিপূর্ণ, পরিহাস, পরিধান, পরিশ্রম, পরিত্যাগ, পরিতাপ।
অপি	:	অপিচ, অপিনিহিতি।
উপ	:	উপসাগর, উপবন, উপকণ্ঠ, উপকার, উপযাচক, উপকথা, উপনদী, উপবাস, উপহার, উপবেশন।
আ	:	আভাস, আকুল, আগমন, আবেগ, আজন্ম, আকণ্ঠ, আচার, আহার, আকর্ণ, আকর্ষণ, আকাশ।

খাঁটি বাংলা উপসর্গ

খাঁটি বাংলা উপসর্গের সংখ্যাও মোটামুটি ২১টি। এগুলো হলো—অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, পাতি, নি, বি, ভর, রাম, হা, স, সা, সু।

বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন

অ : অজানা, অপাত্র, অকাজ, অবলা, অমর।
অঘা : অঘাকান্ত, অঘাচন্দর, অঘামারা, অঘারাম।
অজ : অজমূর্খ, অজপাড়াগাঁ, অজপুকুর, অজচাষা।
অনা : অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাসৃষ্টি, অনাদায়।
আ : আকাজ, আকাম, আগাছা, আকাল, আমাজা।
আড় : আড়চোখ, আড়বাঁশি, আড়কাঠি, আড়চাহনি।
আন : আনমন, আনবাড়ি, আনচান, আনপথ।
আব : আবডাল, আবছায়া, আবগারী।
ইতি : ইতিকথা, ইতিহাস, ইতিকর্তব্য, ইত্যবসরে, ইতিপূর্ব।
উন : উনপাঁজুরে, উনভাত।
কদ : কদাচার, কদবেল, কদাকার।
কু : কুপথ, কুকথা, কুমাতা, কুপুত্র, কুনয়ন।
পাতি : পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিলেবু, পাতিশেয়াল।
নি : নিখোঁজ, নিখুঁত, নিলাজ, নিরেট।
বি : বিফল, বিস্বাদ, বিজাতি, বিভুঁই ।
ভর : ভরযৌবন, ভরপেট, ভরদিন, ভরবেলা।
রাম : রামদা, রামছাগল, রামশিঙ্গা, রামকরতাল।
হা : হাভাতে, হাঘরে, হাপিত্যেশ।
স : সলজ, সরব, সঠিক, সপাট।
সা : সাজিয়া, সাজোয়ান।
সু : সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুকাজ, সুনাম।

বিদেশি উপসর্গযোগে শব্দ গঠন

১. ফারসি উপসর্গ

কম : কমজোর, কমবখত, কমআক্কেল।
কার : কারচুপি, কারসাজি, কারখানা।
দর : দরদালান, দরপাট্টা, দরপত্তনি, দরখাস্ত।

না : নারাজ, নাখোশ, নামঞ্জুর, নাচার।
খোশ : খোশগল্প, খোশমেজাজ, খোশআমদেদ।
নিম : নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
বর : বরদাস্ত, বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
ব : বকলম, বমাল, বনাম।
ফি : ফিবছর, ফিমাস, ফিরোজ।
বে : বেহায়া, বেয়াদব, বেকায়দা, বেকার।
বদ : বদরাগী, বদমেজাজ, বদহাল।

২. **আরবি উপসর্গ**

খাস : খাসকামরা, খাসমহল, খাসদরবার, খাসদখল।
আম : আমজনতা, আমমোক্তার, আমদরবার।
গর : গরহাজির, গররাজি, গরমিল।
লা : লাপাত্তা, লাজবাব, লাওয়ারিশ।

৩. **ইংরেজি উপসর্গ**

হেড : হেডমাস্টার, হেডপণ্ডিত, হেডঅফিস।
হাফ : হাফনেতা, হাফজামা, হাফপ্যান্ট।
সাব : সাবজজ, সাবঅফিস, সাবরেজিস্টার।
ফুল : ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলমোজা।

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥	**উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা উপসর্গ কয় ভাগে বিভক্ত? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[চ. বো. '০৫, '১০]*

উত্তর : উপসর্গ : যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে **উপসর্গ** বলে। যেমন–সু + বিচার = সুবিচার। এখানে 'সু' উপসর্গটি 'বিচার' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে 'সুবিচার' শব্দটি গঠিত হয়েছে।
বাংলা উপসর্গ তিন ভাগে বিভক্ত । যথা–
১. তৎসম উপসর্গ,
২. খাঁটি বাংলা উপসর্গ ও
৩. বিদেশি উপসর্গ।

১. **তৎসম উপসর্গ :** যেসব সংস্কৃত উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাদেরকে **তৎসম উপসর্গ** বলা হয়। যেমন–প্র, পরা, অপ, সম ইত্যাদি ।

২. **খাঁটি বাংলা উপসর্গ :** বাংলা ভাষার নিজস্ব উপসর্গকে **খাঁটি বাংলা উপসর্গ** বলা হয়। যেমন–অনা, দাঁড়, পাতি, রাম ইত্যাদি।

৩. **বিদেশি উপসর্গ :** অন্য ভাষার যেসব উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাদেরকে **বিদেশি উপসর্গ** বলে। যেমন–বে, গর, নিম, হাফ, ফুল, হেড প্রভৃতি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	**"উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।** *[চা. '০৫, '০৮, '১০, '১২; কু. '০৮, '১০, ২০১৫; ব. '০৬, '০৭, '০৮, '১০, '১২, ২০১৫; সি. '০৫, '০৯, '১১; চ. '০৩, '০৭ ; য. '০৩, '১২; চ. বো. '০৯; রা. বো. '০৯, '১১; দি. '১১]*

উত্তর : যেসব অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে **উপসর্গ** বলে। উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই। অর্থাৎ এদের কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। নিজস্ব অর্থ না থাকলেও উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। উপসর্গের এ ক্ষমতাকে 'অর্থদ্যোতকতা' বলে। যেমন–অনা + আচার = অনাচার; এখানে 'অনা' উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই। কিন্তু 'আচার' শব্দের পূর্বে বসে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ গঠন করেছে।

সুতরাং একথা সর্বৈব সত্য যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥	**দুঃ ও নিঃ উপসর্গের সঙ্গে সন্ধিতে বিসর্গ হয়েছে এমন পাঁচটি সন্ধি দেখাও।' ['বাংলাদেশ' কবিতা থেকে]**

উত্তর : 'দুঃ' ও 'নিঃ' উপসর্গের সাথে অন্য শব্দের যখন সন্ধি হয় তখন বিসর্গ (ঃ) স্থলে সাধারণত 'র' বা 'য' হয়। কিন্তু কখনো কখনো সন্ধির সময় বিসর্গ বহাল থাকে।

যেমন–

দুঃ + সময় = দুঃসময়	নিঃ + শব্দ = নিঃশব্দ
দুঃ + সহ = দুঃসহ	নিঃ + শ্বাস = নিঃশ্বাস
দুঃ + শাসন = দুঃশাসন	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ
দুঃ + সাধ্য = দুঃসাধ্য	নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ ।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥	**'অতি', 'উৎ', 'পরি', 'প্রতি' ও 'সম' উপসর্গের প্রয়োগ দেখিয়ে প্রতিটি উপসর্গের জন্য একটি করে বাক্য রচনা কর।** *[বি. '০২]*

উত্তর : 'অতি', 'উৎ', 'পরি', 'প্রতি' ও 'সম' উপসর্গের প্রয়োগে শব্দ ও বাক্য গঠন করা হলো–

অতি : **অতিকায়** = অতিকায় হস্তী লোপ পেয়েছে ।

উৎ : **উৎখাত** = তোমাকে উৎখাত করে ছাড়ব।

পরি : **পরিত্যাগ** = আমাকে পরিত্যাগ কর না।

প্রতি : **প্রতিকূল** = প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে আছি।

সম : **সমকক্ষ** = তোমার সমকক্ষ কেউ নেই।

[বি. দ্র. : এভাবে যেকোনো উপসর্গের সাহায্যে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে বলা হতে পারে।]

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥	**যেকোনো পাঁচটি সংস্কৃত (তৎসম) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর।** *[রা. বো. '০৫]*

উত্তর :

প্র + কাশ = **প্রকাশ** – গোপন কথা প্রকাশ পাবে না।

অধি + কার = **অধিকার** – আমার অধিকার আমি ছাড়ব না।

অভি + মান = **অভিমান** – অভিমান করলে ঠকতে হয়।

সু + ফল = **সুফল** – পরিশ্রম করলে সুফল পাবে।

অনু + তাপ = **অনুতাপ** – ভুল করে এখন অনুতাপ হচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥	**যেকোনো পাঁচটি খাঁটি বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর।**

উত্তর :

আড় + চোখ = **আড়চোখ** – আড়চোখে তাকিও না।

ইতি + হাস = **ইতিহাস** – ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

অজ + পুকুর = **অজপুকুর** – অজপুকুরে গোসল কর না।

পাতি + হাঁস = **পাতিহাঁস** – আমাদের কয়েকটি পাতিহাঁস আছে।

দাঁড় + কাক = **দাঁড়কাক** – দাঁড়কাক কা-কা করে ডাকছে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥	যেকোনো পাঁচটি বিদেশি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর।

উত্তর :

বে + হায়া = বেহায়া – মেয়েটি খুবই বেহায়া।
খোশ + গল্প = খোশগল্প – আমরা খোশগল্পে মেতে আছি।
গর + মিল = গরমিল – হিসাবে গরমিল কর না।
ফুল + বাবু = ফুলবাবু – তোমার মতো ফুলবাবু আর দেখিনি।
হেড + পন্ডিত = হেডপন্ডিত – মাধববাবু আমাদের হেডপন্ডিত।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥	'অতি', 'নিঃ', 'পরি' ও 'সম' উপসর্গের প্রয়োগ দেখিয়ে চারটি করে শব্দের উদাহরণ দাও। ('শকুন্তলা' গল্প)

উত্তর :

'অতি'	নিঃ	'পরি'	'সম'
অতিরিক্ত	নিঃশ্বাস	পরিচয়	সম্মুখ
অতিবৃষ্টি	নিঃসন্দেহ	পরিমাণ	সম্মান
অতিমাত্রা	নিঃস্ব	পরিপত্র	সমকক্ষ
অতিশয়	নিঃসম্বল	পরিণাম	সমতল

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥	অ, অতি, অনু, অব, আ, নি, পরি, প্র, সম উপসর্গযোগে শব্দ গঠন কর। *[কু. বো. '০৫]*

উত্তর :

অ + মানুষ	অমানুষ	নিঃ + সন্দেহ	নিঃসন্দেহ
অতি + কায়	অতিকায়	পরি + তাপ	পরিতাপ
অনু + শোচনা	অনুশোচনা	প্র + ভাত	প্রভাত
অব + নতি	অবনতি	সম + কাল	সমকাল
আ + কাজ	আকাজ		

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥	নিচের উপসর্গযোগে শব্দ গঠন কর এবং বাক্য রচনা কর (যেকোনো ছয়টি) : প্র, পরা, অনু, বি, পারি, প্রতি, অভি, উপ, নি। *[চ. '০৭]*

উত্তর :

প্রদত্ত উপসর্গ	গঠিত শব্দ	গঠিত বাক্য
প্র	প্রভাত	**প্রভাতে** সূর্য ওঠে।
পরা	পরাজয়	**পরাজয়ে** নাহি ডরে বীর।
অনু	অনুদান	সরকারি **অনুদান** পাওয়া যাবে না।
বি	বিবাদ	**বিবাদে** জড়িয়ো না।
পরি	পরিচয়	তোমার **পরিচয়** ব্যক্ত কর।
প্রতি	প্রতিদান	দান করে **প্রতিদান** আশা করা অনুচিত।
অভি	অভিধান	**অভিধান** পাঠ করা বাধ্যতামূলক।
উপ	উপকার	উপকারীর **উপকার** স্বীকার করা উচিত।
নি	নিবারণ	আমার **নিবারণ** সত্ত্বেও তুমি সেখানে গিয়েছ।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥	উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা ভাষায় উপসর্গের গুরুত্ব কী? *[চ. বো. '১২]*

উত্তর : উপসর্গ : যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে উপসর্গ বলে। যেমন–অ, সু, উৎ, সম ইত্যাদি।

উপসর্গের গুরুত্ব : বাংলা ভাষায় উপসর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ভাষার বিশাল শব্দভান্ডার রয়েছে। কেবল মূল শব্দ বা ধাতু ও ক্রিয়ার সাহায্যে পৃথিবীর কোনো ভাষাই চলতে পারে না। মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাক্য গঠনের প্রয়োজনে নতুন নতুন শব্দ ও শব্দের রূপান্তর আবশ্যক। নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি যেমন গুরুত্ববহ তেমনি উপসর্গের গুরুত্বও অপরিমেয়। বাংলা ভাষায় তৎসম, খাঁটি বাংলা ও বিদেশি উপসর্গ যোগে হাজার হাজার নতুন শব্দ গঠিত হয়ে ভাষাকে সুন্দর, সাবলীল, গতিশীল, প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সুবিচার, অনিয়ম, দুঃসাধ্য, নিঃশেষ, পরাজয়, সংবাদ, আকাশ, অনাচার, কমজোর, কারচুপি, বেহারা, বদরাগী–এ ধরনের হাজার হাজার শব্দ উপসর্গযোগে গঠিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
প্রকৃতি ও প্রত্যয়

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
ডাকু	√ডাক্+উ	জ্যান্ত	√জী + অন্ত
তাড়িত	√তাড়া + ত	পড়ন্ত	√পড়্ + অন্ত
চাউনি	√চাহ্ + উনি	যাওন	√যা + অন
হাঁচি	√হাঁচ্ + ই	ফোড়ন	√ফুড়্ + অন
নিবু	√নিব্ + উ	বাঁধন	√বাঁধ্ + অন
উঠতি	√উঠ্ + তি	দোলন	√দুল্ + অন
হাসি	√হাস্ + ই	নাচন	√নাচ্ + অন
পড়ুয়া	√পড়্+ উয়া	ফলন	√ফল্ + অন
চলতি	√চল্ + তি	ডুবন্ত	√ডুব্ + অন্ত
গাইয়ে	√গা + ইয়ে	জ্বলন্ত	√জ্বল্ + অন্ত
বাঁধানো	√বাঁধ্ + আনো	উড়ন্ত	√উড়্ + অন্ত
জানান	√জান্ + আন	বাড়ন্ত	√বাড়্ + অন্ত
চালান	√চাল্ + আন	ভাসন্ত	√ভাস্ + অন্ত
ছাড়ান	√ছাড়্ + আন	খাওন	√খা + অন
পরান	√পর্ + আন	ভাঙন	√ভাঙ্ + অন
খাইয়ে	√খা + ইয়ে	মাজন	√মাজ্ + অন
বাজিয়ে	√বাজ্ + ইয়ে	কাঁদন	√কাঁদ্ + অন
নাচিয়ে	√নাচ্ + ইয়ে	ছোটন	√ছুট্ + অন
ভাসান	√ভাস্ + আন	গড়ন	√গড়্+ অন
ক্ষুধিত	√ক্ষুধ্ + ত	ধরন	√ধর্ + অন
বাটনা	√বাট্ + না	মোড়ক	√মুড়্ + অক

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
চুমুক	√চুম্ + উক	ছাঁকা	√ছাঁক্ + আ
চুক্তি	√চুক্ + তি	পড়া	√পড়্ + আ
মিশুক	√মিশ্ + উক	দেখা	√দেখ্ + আ
কাশি	√কাশ্ + ই	শোনা	√শুন্ + আ
লড়িয়ে	√লড়্ + ইয়ে	মরা	√মর্ + আ
বসতি	√বস্ + তি	কাঁদা	√কাঁদ্ + আ
লিখিয়ে	√লিখ্ + ইয়ে	কাঁচা	√কাঁচ্ + আ
লাগানো	√লাগ্ + আনো	বলা	√বল্ + আ
ধরান	√ধর্ + আন	ধোওয়া	√ধু + আ
কামান	√কাম্ + আন	তোলা	√তুল্ + আ
উড়ান	√উড়্ + আন	গড়া	√গড়্ + আ
কহিয়ে	√কহ্ + ইয়ে	আঁকা	√আঁক্ + আ
গাইয়ে	√গা + ইয়ে	বহা	√বহ্ + আ
দেখিয়ে	√দেখ্ + ইয়ে	চলন্ত	√চল্ + অন্ত
বাঁচানো	√বাঁচ্ + আনো	ঝুলন্ত	√ঝুল্ + অন্ত
রাঁধুনি	√রাঁধ্ + উনি	ফুটন্ত	√ফুট্ + অন্ত
চালুনি	√চাল্ + উনি	ঘুমন্ত	√ঘুম্ + অন্ত
ঝাঁকুনি	√ঝাঁক্ + উনি	উঠন্ত	√উঠ্ + অন্ত
ডুবুরি	√ডুব্ + উরী	ফলন্ত	√ফল্ + অন্ত
গুনতি	√গুন্ + তি	টাঙ্গানো	√টাঙা + আনো
বাড়তি	√বাড়্ + তি	কাঁদুনি	√কাঁদ্ + উনি
ঝাঁকানি	√ঝাঁক্ + আনি	খাটুনি	√খাট্ + উনি
কামড়ানি	√কামড়্ + আনি	ধুনুরি	√ধুন্ + উরি
নিড়ানি	√নিড়্+ আনি	ঘাটতি	√ঘাট্ + তি
চড়াও	√চড়্ + আও	কমতি	√কম্ + তি
খোদাই	√ক্ষুদ্ + আই	ছাড়তি	√ছাড়্ + তি
ঢাকা	√ঢাক্ + আ	টাটানি	√টাট্ + আনি

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
উৎরাই	√উৎরা + আই	পোড়ানি	√পুড্ + আনি
বাঁধাই	√বাঁধ্ + আই	ঘেরাও	√ঘির্ + আও
লড়াই	√লড়্ + আই	পাকড়াও	√পাকড়্ + আও
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	বাছাই	√বাছ্ + আই
ঝলক	√ঝল্ + অক	চালাই	√চাল্ + আই
ফাটক	√ফাট্ + অক	যাচাই	√যাচ্ + আই
চড়ক	√চড়্ + অক	গড়াই	√গড়্ + আই
বৈঠক	√বৈঠ্ + অক	সেবাইত	√সেব্ + আইত
ধরা	√ধর্ + আ	টনক	√টন্ + অক
মারা	√মার্ + আ	ছলক	√ছল্ + অক
মুছা	√মুছ্ +আ	খাওয়া	√খা + আ
চেনা / চিনা	√চিন্ + আ	খোলা	√খুল্ + আ
হাসা	√হাস্ + আ	কাটা	√কাট্ + আ
ভাঙা	√ভাঙ্ +আ	লেখা	√লিখ্ + আ
জানা	√জান্ + আ	বোঝা	√বুঝ্ + আ

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
বহন	√বহ্ + অনট	দেয়	√দা + যৎ
দর্শন	√দৃশ্+ অনট	দৃশ্য	√দৃশ্ + ক্যপ্
জ্ঞান	√জ্ঞা + অনট	বিদ্যা	√বিদ্ + ক্যপ্
শয়ন	√শী + অনট	হত্যা	√হন্ + তৃচ্
ভ্রমণ	√ভ্রম্ + অনট	শ্রোতা	√শ্রু + তৃচ্
করণীয়	√কৃ + অনীয়	সূর্য	√সৃ+ ক্যপ্

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
গোপনীয়	√গুপ্ + অনীয়	বোদ্ধা	√বুধ + তৃচ্
স্মরণীয়	√স্মৃ + অনীয়	মুক্তি	√মুচ্ + ক্তি
গন্তব্য	√গম্ + তব্য	শ্রান্তি	√শ্রম্ + ক্তি
দাতব্য	√দা + তব্য	বিদ্যমান	√বিদ্ + শানচ
জ্ঞাতব্য	√জ্ঞা + তব্য	ক্ষুণ্ন	√ক্ষুদ্ + ত
দূত	√দু + ত	ভৃত্য	√ভৃ + ক্যপ্
সাধক	√সাধ্ + অক	মুক্ত	√মুচ্ + ক্ত
লেখক	√লিখ্ + অক	গীত	√গৈ + ক্ত
পাচক	√পচ্ + অক	সুপ্ত	√স্বপ্ + ক্ত
জনক	√জন্ + অক	ক্লান্ত	√ক্লম + ক্ত
গায়ক	√গৈ + অক	সৃষ্ট	√সৃজ্ + ক্ত
মুগ্ধ	√মুহ্ + ক্ত	স্নিগ্ধ	√স্নিহ + ক্ত
গমন	√গম্ + অনট	ত্বরিত	√ত্বর্ + ক্ত
চয়ন	√চি + অনট	শায়িত	√শী + ক্ত
ভোজন	√ভুজ্ + অনট	দ্রষ্টা	√দৃশ্ + তৃচ্
স্নু	√স্নু + অনট	কর্তা	√কৃ + তৃচ্
গমন	√গম্ + অনট	কৃত্য	√কৃ + ক্যপ
দমন	√দম্ + অনট	বক্তা	√বচ্ + তৃন্
দর্শনীয়	√দৃশ্ + অনীয়	নেতা	√নী + তৃচ্
পানীয়	√পা + অনীয়	কৃতি	√কৃ + ক্তি
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	বর্তমান	√বৃত্ + শানচ
দ্রষ্টব্য	√দৃশ্ + তব্য	ক্ষুধিত	√ক্ষুধ্ + ক্ত

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃষ্ট	√কৃষ্ + ক্ত
ধর্তব্য	√ধৃ + তব্য	লিপ্ত	√লিপ্ + ক্ত
দর্শক	√দৃশ্ + অক	ভক্ত	√ভুজ্ + ক্ত
রক্ষক	√রক্ষ্ + অক	প্রীত	√প্রী + ক্ত
স্মারক	√স্মৃ + অক	লুপ্ত	√লুপ্ + ক্ত
নায়ক	√নী + অক	গুপ্ত	√গুপ্ + ক্ত
রজক	√রজ্ + অক	মৃত	√মৃ + ক্ত
শাসক	√শাস্ + অক	বুদ্ধ	√বুধ্ + ক্ত
দগ্ধ	√দহ্ + ক্ত	উক্ত	√বচ্ + ক্ত
দত্ত	√দা + ক্ত	ম্রিয়মাণ	√মৃ + শানচ
আসীন	√আস্ + শানচ	লভ্য	√লভ্ + যৎ
সহ্য	√সহ্ + যৎ	শ্রব্য	√শ্রু + যৎ
পেয়	√পা + যৎ	জ্ঞেয়	√জ্ঞা + যৎ

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
জলা	জল + আ	বাঘা	বাঘ + আ
হাতা	হাত + আ	গোয়ালা *[চ.'০৮]*	গোয়াল + আ
লোনা	নুন + আ	পাগলা	পাগল + আ
পাতলা	পাতল + আ	চোরাই	চোর + আই
কানাই	কানু + আই	বাঁদরামি	বাঁদর + আমি
পাগলামি	পাগল + আমি	ছেলেমি *[চ.'০৭]*	ছেলে + আমি
পাকামি	পাকা + আমি	ঘরামি	ঘর + আমি
কুঁড়েমি	কুঁড়ে + আমি	বোকামি	বোকা + আমি

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
ডাক্তারি	ডাক্তার + ই	মরমি	মরম + ই
দালালি	দালাল + ই	চালাকি	চালাক + ই
জমিদারি	জমিদার + ই	দরদি	দরদ + ই
ঘামাচি	ঘাম + আচি	বেগুনী	বেগুন + ঈ
চাকাই	চাকা + আই	রুপালি	রুপা + আলি
মিতালি	মিতা + আলি	মেয়েলি	মেয়ে + আলি
পিয়ারি	প্রিয় + আরি	ভাটিয়াল	ভাটি + আল
সুতালি	সুতা + আলি	নাগরালি	নাগর + আলি
গৃহস্থালি	গৃহস্থ + আলি	ঠাকুরালি	ঠাকুর + আলি
সোনালি	সোনা + আলি	পূবালি	পূব + আলি
রাখাল	রাখা + আল	ফাঁকাল	ফাঁক + আল
ভেজাল	ভেজা + আল	রসাল	রস + আল
গয়াল	গয়া + আল	জাঁকাল	জাঁক+ আল
বাচাল	বাচ + আল	আড়াল	আড় + আল
বাজাল	বজা + আল	ঘোষাল	ঘোষ + আল
মাথাল	মাথা + আল	পাঁকাল	পাঁক + আল
জমকালো	জমক + আলো	শাঁসাল	শাঁস + আল
কোটাল	কোট + আল	চাতাল	চাত + আল
চতুরালি	চতুর + আলি	ঘটকালি	ঘটক + আলি
ছাওয়াল	ছা + আল	লাঠিয়াল	লাঠি + আল
দয়াল	দয়া + আল	ঝাঁঝাল	ঝাঁঝ + আল
ভাটিয়াল	ভাটি + আল	তেজাল	তেজ + আল
দুধাল	দুধ + আল	মাতাল	মাত + আল
ভয়াল	ভয় + আল	দাঁতাল	দাঁত + আল
প্যাঁচাল	প্যাঁচ + আল	জোরাল	জোর + আল
ডুবারু	ডুব + আরু	সাঁতারু	সাঁতার + আরু

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
বোমারু	বোমা + আরু	কাণ্ডারি	কাণ্ড + আরি
ঝিয়ারি	ঝি + আরি	রকমারি	রকম + আরি
মাঝারি	মাঝ + আরি	চুনারি	চুন + আরি
পূজাড়ি	পূজা + আড়ি	দিশারি	দিশা + আরি
জুয়ারি	জুয়া + আরি	ভিখারি	ভিখ + আরি
কাঁসারি	কাঁসা + আরি	শাঁখারি	শাঁখা + আরি
জেঠাই	জেঠা + আই	বোনাই	বোন + আই
জগাই	জগৎ + আই	মাধাই	মাধব + আই
মোগলাই	মোগল + আই	বসরাই	বসরা + ই
নিমাই	নিম + আই	নন্দাই	নন্দ + আই
চড়াই	চড়া + আই	সাফাই	সাফ + আই
পাটনাই	পাটনা + ই	মিঠাই	মিঠা + আই
কড়াই	কড়া + আই	বড়াই	বড় + আই
ভরাট	ভরা + ট	ঝাপট	ঝাপ + ট
জমাট	জমা + ট	ধোঁয়াট	ধোঁয়া + ট
তুলট	তুলা + ট		

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়		প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	
কৌরব	কুরু + ষ্ণ	(য)	সার্বভৌম	সর্বভূমি + ষ্ণ	(য)
স্ত্রৈণ	স্ত্রী + ষ্ণ	(য)	চাক্ষুষ	চক্ষু + ষ্ণ	(য)
শারীর	শরীর + ষ্ণ	(য)	গৌরব	গুরু + ষ্ণ	(য)
পাণ্ডব	পাণ্ডু + ষ্ণ	(য)	বান্ধব	বন্ধু + ষ্ণ	(য)
পারিষদ	পারষদ + ষ্ণ	(য)	যৌবন	যুব + ষ্ণ	(য)
শৌচ	শুচি + ষ্ণ	(য)	হৈম	হেম + ষ্ণ	(য)
মৌন	মুনি + ষ্ণ	(য)	কৌশল	কুশল + ষ্ণ	(য)

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
সৌরভ	সুরভি + ষ্ণ (য)	বৈধ	বিধি + ষ্ণ (য)
শৈব	শিব + ষ্ণ (য)	বৈষ্ণব	বিষ্ণু + ষ্ণ (য)
রাঘব	রঘু + ষ্ণ (য)	পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ (য)
পার্বত্য	পর্বত + ষ্ণ (য)	বৈয়াকরণ	ব্যাকরণ + ষ্ণ (য)
শৈশব	শিশু + ষ্ণ (য)	লাঘব	লঘু + ষ্ণ (য)
শারদ	শরৎ + ষ্ণ (য)	মানব	মনু + ষ্ণ (য)
দৈহিক	দেহ + ষ্ণিক (ইক)	কায়িক	কায়া + ষ্ণিক (ইক)
শারীরিক	শরীর + ষ্ণিক ”	শ্রমিক	শ্রম + ষ্ণিক ”
আভিধানিক	অভিধান + ষ্ণিক ”	কাল্পনিক	কল্পনা + ষ্ণিক ”
বৈকালিক	বিকাল + ষ্ণিক ”	যৌগিক	যোগ + ষ্ণিক ”
মাসিক	মাস + ষ্ণিক ”	সাপ্তাহিক	সপ্তাহ + ষ্ণিক ”
বাৎসরিক	বৎসর + ষ্ণিক ”	মৌখিক	মুখ + ষ্ণিক ”
হৈমন্তিক	হেমন্ত + ষ্ণিক ”	পারত্রিক	পরত্র + ষ্ণিক ”
শাব্দিক	শব্দ + ষ্ণিক ”	তার্কিক	তর্ক + ষ্ণিক ”
ধার্মিক	ধর্ম + ষ্ণিক ”	ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ষ্ণিক ”
সৈনিক	সেনা + ষ্ণিক ”	নৈতিক	নীতি + ষ্ণিক ”
দৈনিক	দিন + ষ্ণিক ”	বার্ষিক	বর্ষ + ষ্ণিক ”
বাণিজ্যিক	বাণিজ্য + ষ্ণিক (ইক)	নাবিক	নৌ + ষ্ণিক (ইক)
রাজনৈতিক	রাজনীতি + ষ্ণিক ”	নাগরিক	নগর + ষ্ণিক ”
সামাজিক	সমাজ + ষ্ণিক ”	লৌকিক	লোক + ষ্ণিক ”
নৈয়ায়িক	ন্যায় + ষ্ণিক ”	সাংবাদিক	সংবাদ + ষ্ণিক ”
বৈজ্ঞানিক	বিজ্ঞান + ষ্ণিক ”	দার্শনিক	দর্শন + ষ্ণিক ”
ঐতিহাসিক	ইতিহাস + ষ্ণিক ”	পথিক	পথ + ষ্ণিক ”
সামুদ্রিক	সমুদ্র + ষ্ণিক ”	বৈদান্তিক	বেদান্ত + ষ্ণিক ”

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
মানসিক	মন + ষ্ণিক ”	বৈদিক	বেদ + ষ্ণিক ”
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক ”	পাক্ষিক	পক্ষ + ষ্ণিক ”
ঐহিক	ইহ + ষ্ণিক ”	পার্বিক	পর্ব + ষ্ণিক ”
কালিমা	কাল + ইমন	লঘিমা	লঘু + ইমন
গরিমা	গুরু + ইমন	রক্তিমা	রক্ত + ইমন
আয়ুষ্মান	আয়ুঃ + মতুপ্	জ্যোতিষ্মান	জ্যোতিঃ + মতুপ্
শ্রীমান	শ্রী + মতুপ্	বুদ্ধিমান	বুদ্ধি + মতুপ্
ধীমান	ধী + মতুপ্	মূর্তিমান	মূর্তি + মতুপ্

[বিঃ দ্রঃ : ‘ষ্ণ’-এর পরিবর্তে ‘ষ’-এবং ‘ষ্ণিক’-এর পরিবর্তে ‘ইক’ লিখলেও চলবে।]

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
ফলবান	ফল + বতুপ্	ধনবান	ধন + বতুপ্
জ্ঞানবান	জ্ঞান + বতুপ্	দয়াবান	দয়া + বতুপ
আভিজাত্য	অভিজাত + ষ	গ্রাম্য	গ্রাম + ষ
মনুষ্য	মানুষ + ষ	সৌজন্য	সুজন + ষ
সাহিত্য	সহিত + ষ	তারুণ্য	তরুণ + ষ
চাতুর্য	চতুর + ষ	ধৈর্য	ধীর + ষ
নাব্য	নৌ + ষ	কাম্য	কাম + ষ
কাঠিন্য	কঠিন + ষ	মুখর	মুখ + র
কাব্য	কবি + ষ	আলস্য	অলস + ষ
প্রাচ্য	প্রাচী + ষ	পাশ্চাত্য	পশ্চাৎ + ষ
মধুর	মধু + র	শিখর	শিখ + র
মায়াবী	মায়া + বিন্	মেধাবী	মেধা + বিন্
বিষবৎ	বিষ + বৎ	ভস্মবৎ	ভস্ম + বৎ
আপবৎ	আপ + বৎ	মিত্রবৎ	মিত্র + বৎ
ভূমিসাৎ	ভূমি + সাৎ	ধূলিসাৎ	ধূলি + সাৎ

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
আপসাৎ	আপ + সাৎ	পুত্রবৎ	পুত্র + বৎ
লঘিষ্ঠ	লঘু + ইষ্ঠ	গরিষ্ঠ	গুরু + ইষ্ঠ
ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্র + তম	প্রিয়তম	প্রিয় + তম
স্বল্পতম	স্বল্প + তম	উচ্চতম	উচ্চ + তম
একমাত্র	এক + মাত্র	তিলমাত্র	তিল + মাত্র
অধিকতর	অধিক + তর	ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্র + তর
দীর্ঘতর	দীর্ঘ + তর	উচ্চতর	উচ্চ + তর

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়
নজরবন্দী	নজর + বন্দী	জবানবন্দী	জবান + বন্দী
ধোঁকাবাজ	ধোঁকা + বাজ	ধড়িবাজ	ধড়ি + বাজ
বাজিকর	বাজি + কর	সওদাগর	সওদা + গর
ছেলেপনা	ছেলে + পনা	বেহায়াপনা	বেহায়া + পনা
বাড়িওয়ালা	বাড়ি + ওয়ালা	গাড়িওয়ালা	গাড়ি + ওয়ালা
বিবিয়ানা	বিবি + আনা	হিন্দুয়ানি	হিন্দু + আনি
গাড়োয়ান	গাড়ি + আন	দারোয়ান	দার + ওয়ান

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ **প্রত্যয় কাকে বলে? প্রত্যয় কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[চা. বো. '০৮]*

উত্তর : প্রত্যয়ের সংজ্ঞা : ধাতু বা মূল শব্দের সাথে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে **প্রত্যয়** বলা হয়। শব্দের মূলকে শব্দ প্রকৃতি এবং ধাতুর মূলকে ধাতু প্রকৃতি বলা হয়। যেমন–ঢাকা + আই = ঢাকাই; √চল্ + অন্ত = চলন্ত। এখানে 'ঢাকা' শব্দ প্রকৃতি ও 'চল্' ধাতু প্রকৃতি এবং 'আই' ও 'অন্ত' প্রত্যয় ।

প্রত্যয় দুই প্রকার । যথা–কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় ।

১. **কৃৎ প্রত্যয় :** ধাতু বা ধাতু প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে **কৃৎ প্রত্যয়** বলা হয় । যেমন–√কৃ+ তব্য = কর্তব্য; √দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয় ।

২. **তদ্ধিত প্রত্যয় :** মূল শব্দ বা শব্দ প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে **তদ্ধিত প্রত্যয়** বলা হয়। যেমন–পাগল + আ = পাগলা; মনু + ষ্ণ = মানব ।

কৃৎ প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদকে **কৃদন্ত পদ** এবং তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদকে **তদ্ধিতান্ত পদ** বলা হয়। উপরের উদাহরণগুলোতে 'চলন্ত, 'কর্তব্য', 'দর্শনীয়' প্রভৃতি **কৃদন্ত পদ** এবং 'ঢাকাই', 'পাগলা', 'মানব' প্রভৃতি **তদ্ধিতান্ত পদ**।

প্রত্যয় ভাষায় অজস্র নতুন পদ সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রত্যয়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এছাড়া বিদেশি প্রত্যয়ও বাংলা ভাষায় বর্তমান।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	**'ইনী' প্রত্যয়যোগে পুরুষবাচক পাঁচটি শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে রূপান্তরিত কর। ('অর্ধাঙ্গী' গল্প থেকে)** *[য. বো. '০৫]*

উত্তর : নিম্নে ইনী প্রত্যয়যোগে পাঁচটি পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে রূপান্তরিত করা হলো–

১. গৃহী + ইনী : গৃহিণী
২. মালী + ইনী : মালিনী
৩. মায়াবী + ইনী : মায়াবিনী
৪. পরীক্ষার্থী + ইনী : পরীক্ষার্থিনী
৫. বাদী + ইনী : বাদিনী

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥	**'ইত' প্রত্যয়যোগে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ লিখে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও । ('অর্ধাঙ্গী' গল্প থেকে)** *[য. বো. '১২]*

উত্তর : নিচে 'ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত পাঁচটি বিশেষণ শব্দ দেওয়া হলো–

১. √পঠ + ইত = পঠিত ২. শিক্ষা + ইত = শিক্ষিত
৩. শোভা + ইত = শোভিত ৪. প্র +√চল্ + ইত = প্রচলিত

বাক্য গঠন

১. পঠিত : পঠিত বইটি ফেরত দিয়েছি ।
২. শিক্ষিত : শিক্ষিত লোকটি মারা গেলেন ।
৩. শোভিত : নক্ষত্রশোভিত আকাশে মেঘ নেই।
৪. প্রচলিত : প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করা অন্যায়।
৫. জীবিত : জীবিত লোকটিকে মেরে ফেলো না।

বিভিন্ন বোর্ডে আগত-প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয়

ঢাকা বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ছুটি	√ছুট্ + ই	কৃৎ প্রত্যয়
পানসে	পানি + সা	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতুড়ে	হাত + উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুক্তি	মুচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
দারোয়ান	দার + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
নেতা	√ নী + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কারক	√কৃ + নক	কৃৎ প্রত্যয়
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
নশ্বর	√নশ্ + বর	কৃৎ প্রত্যয়
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
শৈশব	শিশু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্তি	√বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
বিদ্যুৎ	বি + √দ্যু + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দীঘল	দিঘ (দীর্ঘ) + ল	দীঘল
ত্যাগ	√ত্যজ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
প্রগতি	প্র-√গম্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
রাখাল	রাখ + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাইয়ে	√গা + ইয়ে	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
পানসে	পানি + সে	তদ্ধিত প্রত্যয়
শোষক	√শুষ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
নোনা	নুন + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দাতা	√দা + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
বুনো	বন + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘাতক	√হন + নিচ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
দৈহ্য	দিতি + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
বেলে	বালি + এ	তদ্ধিত প্রত্যয়
উপ্ত	√উপ + প্ত	কৃৎ প্রত্যয়
সাংবাদিক	সংবাদ + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
হাতল	হাত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাকাই	চাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
কমতি	কম্ + তি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
লাজুক	লাজ + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধার্মিক	ধর্ম + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আর্থিক	অর্থ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
করণীয়	√কৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া = জালিয়া-জেলে	তদ্ধিত প্রত্যয়
নকলনবিশ	নকল + নবিশ	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানীয়	√পা + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
বার্ষিক	বর্ষ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিধাতা	বি-√ধা + তৃ = বিধাতৃ-বিধাতা	কৃৎ প্রত্যয়
মন্ত্রী	√মন্ত্র + ইন	কৃৎ প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড-২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নেতা	√নী + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুক্তি	√মুচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
মোড়ক	√মুড্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
বৈঠক	√বৈঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + ণক	কৃৎ প্রত্যয়
মুগ্ধ	√মুহ্ + ত (ক্ত)	কৃৎ প্রত্যয়

দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দোলনা	√দুল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
সাঁতার	সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কারক	√কৃ + নক	কৃৎ প্রত্যয়
ঐতিহাসিক	ইতিহাস + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তা	√বচ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঠুরে	কাঠুর + উয়া = কাঠুরিয়া-কাঠুরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
নায়ক	√নী + নক	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া = জালিয়া-জেলে	তদ্ধিত প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঐহিক	ইহ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
নোনতা	নুন + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মালাই	মাল + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘোলাটে	ঘোলা + টে	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতুড়ে	হাত + উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুগ্ধ	√মুহ্ + ত (তৃ)	কৃৎ প্রত্যয়
জ্যান্ত	√জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নেতা	√নী + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√ দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
লালিমা	লাল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্তি	√বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
মেটে	মাটি + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
টেকো	টাক্ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
গন্তব্য	√ গম্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
দিশারী	দিশা + আরী	তদ্ধিত প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধর্ম	ধর্ম + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৈনিক	সেনা + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
লাজুক	√লাজ্ + উক	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাঁতার	সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভক্ত	√ভজ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
তন্বী	তনু + ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
নবান্ন	অনু + অন্ত	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকেশ্বরী	ঢাকা + ঈশ্বর	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
বূঢ়	√রুহ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
সিংহ	√হিন্স্ + অ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হিমাচল	হিম + আচল	তদ্ধিত প্রত্যয়
শীতার্ত	শীত + ঋত	সন্ধি বিচ্ছেদ
অন্যান্য	অন্য + অন্য	সন্ধি বিচ্ছেদ

সিলেট বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈঠক	√বৈঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
মন্ত্রী	√মন্ত্র্ + ইন	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঁধুনি	√রাঁধ্ + উনি	কৃৎ প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বরণীয়	বরণ + ঈয়	কৃৎ প্রত্যয়
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দোলনা	√ দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
বেলে	বালি + ইয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
চেনা	√চিন্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
মিথ্যুক	মিথ্যা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিশুক	মিশ্ + উক	কৃৎ প্রত্যয়
ইতরামি	ইতর + তৃচ	তদ্ধিত
দৈনিক	দিন + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ফেরত	√ফির্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
নাটুকে	√নাটক + ইয়া	কৃৎ প্রত্যয়
নেতা	√নী + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুক্তি	√মুচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
ফুলেল	ফুল + এল	তদ্ধিত প্রত্যয়

দিনাজপুর বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দাতা	দা + তৃচ	কৃৎ প্রত্যয়
লালচে	লাল + চে	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাংবাদিক	সংবাদ + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধনবান	ধন + ধান / বতুপ	তদ্ধিত প্রত্যয়
জ্যান্ত	√জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
অনুরাগী	অনুরাগ + ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সোনালি	সোনা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
শিক্ষানবিস	শিক্ষা + নবিস	তদ্ধিত প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কার্য	√ কৃ + য	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√ দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মন্ত্রণা	√ মন্ত্র + অন + আ	কৃৎ প্রত্যয়
সেলাই	√ সিলহ্ + আই	কৃৎ প্রত্যয়
সুলভ	সু + √লভ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
লাজুক	√লাজ্ + উক	কৃৎ প্রত্যয়
সৌন্দর্য	সুন্দর + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাকাই	চাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
জয়	√ জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
পড়ুয়া	√পড়্ + উয়া	কৃৎ প্রত্যয়
মিশুক	√মিশ্ + উক	কৃৎ প্রত্যয়
নিড়ানি	√নিড়্ + আনি	কৃৎ প্রত্যয়
উৎরাই	উত্তর + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শন	√দৃশ্ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
জনক	√জন + ণিচ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
চতুরালী	চতুর + আলী	তদ্ধিত প্রত্যয়
মোগলাই	মোগল + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সহিষ্ণু	√সহ্ + ইষ্ণু	কৃৎ প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দ্রষ্টব্য	√দৃশ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
লেঠেল	লাঠি + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্মরণ	√স্মৃ + অনট	কৃৎ প্রত্যয়
উক্তি	√বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
লৌকিক	লোক + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
চাকাই	চাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শক	√দৃশ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
উক্তি	√বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
কান্না	√কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
লেঠেল	লাঠি + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঐচ্ছিক	ইচ্ছা + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কর্তা	√কৃ + তৃ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
দর্শক	√দৃশ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
হলদে	হলুদ + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বার্ষিক	বর্ষ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
বুদ্ধিমান	বুদ্ধি + মান	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডুবন্ত	√ডুব্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ঘরামি	ঘর + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
তামাটে	তামা + টে	তদ্ধিত প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানসে	পানি + সা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ত্যাগ	√ত্যজ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
সাহিত্য	সহিত + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্না	√কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
মুগ্ধ	√মুহ্ + ত (ক্ত)	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাসি	√হাস্ + ই	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাঁতারু	সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঙালি	বাঙাল + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়

দিনাজপুর বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বার্ষিক	বর্ষ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
খেলনা	√খেল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
দারোয়ান	দ্বার + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘাতক	√হন্ + ণিচ + অক	কৃৎ প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
স্মরণীয়	√ স্মৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
বাঙ্ময়	√বাক্ + ময়	কৃৎ প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মৌখিক	মুখ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জ্যান্ত	√জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
লঘিষ্ঠ	লঘু + ইষ্ঠ	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্বপ্নীল	স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পার্বত্য	পার্বত + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মধুর	মধু + র	তদ্ধিত প্রত্যয়
দোলনা	√দুল + না	কৃৎ প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্না	√কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
নেতা	√নী + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
রাখাল	√রাখ্ + আল	কৃৎ প্রত্যয়
লেখক	√লিখ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আদ্য	আদি + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
গেঁয়ো	গাঁ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ঘাটতি	√ঘাট্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
শৈশব	শিশু + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
সহিষ্ণু	√সহ্ + ইষ্ণু	কৃৎ প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সোনালি	সোনা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
উড়ো	√উড়্ + উড়া	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
লোনা	লুন + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
স্বপ্নীল	স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
নশ্বর	√নশ্ + বর	কৃৎ প্রত্যয়
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মানব	মনু + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
দারোয়ান	দার + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়

দিনাজপুর বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ফেরত	√ফির্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
ঐহিক	ইহ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্না	√কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
টেকো	টাক্ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শক	√দৃশ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুক্তি	√মুচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
নাটুকে	নাটক + ইয়া	কৃৎ প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্ডারি	কান্ডার + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ভৌতিক	ভূত + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
চেনা	√চিন্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
বিদিত	√বিদ্ + ইত	কৃৎ প্রত্যয়
যোদ্ধা	√যুধ্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
ডিভা	প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ নয়	
পানসে	পানি + সে	তদ্ধিত প্রত্যয়
মাধুর্য	মধুর + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
পূজারী	পূজা + আরী	তদ্ধিত প্রত্যয়
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়

দিনাজপুর বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি+ প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মোড়ক	√মুড়্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেতা	√নী + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
নোনতা	নুন + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাব্য	কবি + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নাচা	√নাচ্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
খেকো	√খা + উকা	কৃৎ প্রত্যয়
করণীয়	√কৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
ত্যাজ্য	√ত্যজ + ষ	কৃৎ প্রত্যয়
পানসে	পানি + সে	তদ্ধিত প্রত্যয়
টেকো	টাক + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রেম	প্রিয় + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাল্কনা	পল্ক + ইনা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিধাতা	বি +√ধা + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঁধুনি	√রাঁধ্ + উনি	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
হিংসুক	হিংসা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শনীয়	√দৃশ্ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
সৌন্দর্য	সুন্দর + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
নয়ন	√নী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + অক (ইক)	কৃৎ প্রত্যয়
বৈদিক	বেদ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পিতৃব্য	পিতৃ + তব্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
বান্ধব	বন্ধু + ষ্ণ (ব)	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভক্ত	√ভজ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
জ্যান্ত	√জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ঘোষাল	ঘোষ + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্বপ্নিল	স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শন	√দৃশ্ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
ঐচ্ছিক	ইচ্ছা + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
হাতুড়ে	হাত + উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিদ্যুৎ	বি +√দ্যুৎ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
পরীক্ষা	পরি +√ ঈক্ষ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বখাটে	বখা + টে	তদ্ধিত প্রত্যয়
দৈত্য	দিতি + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাইয়ে	√গা + ইয়ে	কৃৎ প্রত্যয়
প্রসূতি	প্র + √সূ + তি	কৃৎ প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কান্না	√কাঁদ + না	কৃৎ প্রত্যয়
লিখিত	√লিখ্ + ইত	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকনা	√ঢাক্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
পাওনা	√অপ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
ঘাটতি	ঘাট + তি	তদ্ধিত প্রত্যয়
সেলাই	√সিল্হ + আই	কৃৎ প্রত্যয়
খাওয়ানো	√খা + আনো	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
তবলচি	তবল + চি	তদ্ধিত প্রত্যয়
গেঁয়ো	গাঁ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
শারীরিক	শরীর + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
বন্দিনী	বন্দী + ইনী	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালিমা	লাল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ইচ্ছুক	ইচ্ছা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
বড়াই	বড় + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রচলিত	প্র + √চল্ + ইত	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাদলা	বাদল + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
খেলনা	√খেল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
টেকো	টাক + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
ছেলেমি	ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
খেকো	√খা + উকা	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তা	√বচ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাসি	√হাস্ + ই	কৃৎ প্রত্যয়
সোনালি	সোনা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঙালি	বাঙাল + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
নয়ন	√নী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
পড়ন্ত	√পড়্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
সাঁতারু	সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধার্মিক	ধর্ম + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
লঘিষ্ঠ	লঘু + ইষ্ঠ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভেতো	ভাত + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্তি	√বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
মৌখিক	মুখ + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
আষাঢ়ে	আষাঢ় + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঙালি	বাঙাল + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়

দিনাজপুর বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আর্থিক	অর্থ + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্না	√কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
জ্যান্ত	√জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানীয়	√পা + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
বুনো	বন + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহত্ত্ব	মহৎ + ত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেটে	মাটি + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্মরণীয়	√স্মৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
বাঙ্ময়	√বাচ্ + ময়	কৃৎ প্রত্যয়
ধর্ম	√ধৃ + ম	কৃৎ প্রত্যয়
মহত্ত্ব	মহৎ + ত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
শয়ন	√শী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
দৈত্য	দিতি+ ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাহিত্যিক	সাহিত্য +ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
মোড়ক	√মুড়্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
দর্শক	√দৃশ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ত্যাগ	√ত্যজ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
ডুবন্ত	√ডুব্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
উক্তি	√বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কাঁদুনে	√কাঁদ্ + উনে	কৃৎ প্রত্যয়
হাতল	হাত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাকাই	চাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
কমতি	√কম্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
লাজুক	লাজ + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানীয়	√পা + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ্	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্ডারি	কান্ডার + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বর্তমান	বৃৎ + শানচ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মৌখিক	মুখ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেটে	মাটি + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
আষাঢ়ে	আষাঢ় + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
জ্যান্ত	√জী + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
লঘিষ্ঠ	লঘু + ইষ্ঠ	তদ্ধিত প্রত্যয়
গৌরব	গুরু + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
আঙ্গিক	অঙ্গ + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
উচিত	√বচ্ + ইত	কৃৎ প্রত্যয়
ভেতো	ভাত + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাঁপানি	হাঁপ + আনি	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্তি	√বচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
রাঁধুনি	√রাঁধ্ + উনি	কৃৎ প্রত্যয়
পার্থিব	পৃথিবী + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
ঘোলাটে	ঘোলা + টে	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
সাঁতারু	সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্বপ্নীল	স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শনীয়	√দৃশ্ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
সাংবাদিক	সংবাদ + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেনে	জানা + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুগ্ধ	√মুহ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
মিতালী	মিতা + আলী	কৃৎ প্রত্যয়
খ্যাতি	√খ্যা + তি	তদ্ধিত প্রত্যয়
মাধুর্য	মধুর + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়

দিনাজপুর বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
উক্ত	√বচ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
ডাকাত	ডাক + আইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
টেকো	টাক + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতুড়ে	হাত + উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট	সম্ + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
দারোয়ান	দার + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রাচুর্য	প্রচুর + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানত	মানৎ + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রাচুর্য	প্রচুর + ষ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিয়াই	বিয়া + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঠুরিয়া	কাঠ + উরিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
যাচাই	√যাচ্ + আই	কৃৎ প্রত্যয়
সৈনিক	সেনা + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সোনালি	সোনা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাচক	√পচ্ + নিচ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
উড়ো	√উড়্ + উয়া	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
লোনা	লুন + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সামাজিক	সমাজ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাপুড়ে	সাপ + উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘোলাটে	ঘোলা + টিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
খোদাই	√ক্ষুদ্ + আই	কৃৎ প্রত্যয়
বৈদিক	বেদ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুক্তি	√মুচ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট	সম্ + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
শৈশব	শিশু + য	তদ্ধিত প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সহিষ্ণু	√সহ্ + ইষ্ণু	কৃৎ প্রত্যয়
দৈনিক	দিন + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
বৈষ্ণব	বিষ্ণু + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
আদ্য	আদি + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
জয়	√জি + অ	কৃৎ প্রত্যয়
হিংসুক	হিংসা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তা	√বচ্ + তৃ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
পিতৃব্য	পিতৃ + তব্য	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
শারীরিক	শরীর + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শক	√দৃশ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
বাঙালি	বঙ্গ + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
নীলিমা	নীল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্পণ	√দৃপ্ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘোলাটে	ঘোলা + টিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধুনুরি	√ধুন্ + উরি	কৃৎ প্রত্যয়
দাঁতাল	দাঁত + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
গোয়ালা	গো + আলা	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
শারীরিক	শরীর + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
সৃষ্টি	√সৃষ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কান্না	√কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
লালিমা	লাল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পিপাসা	পি+√পা + সন্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
ঐতিহাসিক	ইতিহাস + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
হলদে	হলুদ + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
খেকো	√খা + উকা	কৃৎ প্রত্যয়
দৈত্য	দিতি + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
করণীয়	√কৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
ভয়	√ভী + অল	কৃৎ প্রত্যয়
পাক	√পচ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তা	√বচ্ + তৃ + আ	কৃৎ প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
অন্তিম	অন্ত + ইম	তদ্ধিত প্রত্যয়
খুকু	খোকা + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দৈনিক	দিন + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্মর্তব্য	স্মৃতি + তব্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাহিত্য	সহিত + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
হলদে	হলুদ + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
লেঠেল	লাঠি + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
বেঈমান	বে + ঈমান	উপসর্গযুক্ত শব্দ

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
শহুরে	শহর + ইয়া = শহুরিয়া > শহরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেয়ে	মা + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
নয়ন	√নী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানতা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
রোগাটে	রোগা + টিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ছেলেমি	ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
শারীরিক	শরীর + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
চলন্ত	√চল্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালিমা	লাল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
নয়ন	√নী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
কর্তব্য	√কৃ +তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + য (ষ্ণ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঐচ্ছিক	ইচ্ছা + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
দাপট	√দাপ্ + ট	কৃৎ প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + য (ষ্ণ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
আঁজলা	অঞ্জলি + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
খেলনা	√খেল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
মালাই	মাল + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
নয়ন	√নী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মোড়ক	√মুড্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
পাতলা	পাতল + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
লেঠেল	লাঠি + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
সঞ্চয়	সম্ + √চি্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
বিচার	বি + √চর্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
পরীক্ষা	পরি + √ঈক্ষ্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
বিনয়	বি + √নী + অ	কৃৎ প্রত্যয়
স্মরণীয়	√স্মৃ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেধাবী	মেধা + বিন্	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
নশ্বর	√নশ + বর	কৃৎ প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাড়োয়ান	গাড়ি + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্বপ্নিল	স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়
শারীরিক	শরীর + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়
বাঙালি	বঙ্গ + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালিমা	লাল + ইমা	তদ্ধিত প্রত্যয়
লেঠেল	লাঠি + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শক	√দৃশ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
চলন্ত	√চল্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
খেচর	খে + √চর্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ধার্মিক	ধর্ম + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্বপ্নিল	স্বপ্ন + ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঝরনা	√ঝর্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
উঠতি	√উঠ্ + অতি	কৃৎ প্রত্যয়
করা	√কর্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
ডাকাত	√ডাক্ + আইত	কৃৎ প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
পাকামো	পাকা + আমো	তদ্ধিত প্রত্যয়
ফলন্ত	√ফল্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বুনো	বন + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
দুঃখিত	দুঃখ + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
শীতল	শীত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাঁতারু	সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
খ্যাতি	√খ্যা + তি	কৃৎ প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পানসে	পানি + সা	তদ্ধিত প্রত্যয়
গেছো	গাছ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
রোগা	রোগ + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
শোনা	√শুন্ + আ = শুনা > শোনা	কৃৎ প্রত্যয়
মানত	√মান্ + অত	কৃৎ প্রত্যয়
জমানো	√জম্ + আনো	কৃৎ প্রত্যয়
মোড়ক	√মুড়্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
নোনতা	নুন + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
নজরানা	নজর + আনা	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
ভয়	√ভী + অ	কৃৎ প্রত্যয়
আগ্নেয়	অগ্নি + এয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
দারোয়ান	দার + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৌশিক	কোশ + ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট	সম্-√রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
খ্যাতি	√খ্যা + তি	কৃৎ প্রত্যয়
দুগ্ধ	√দুহ্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
ক্রেতা	√ক্রী + তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
বার্ষিক	বর্ষ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়

রাহশাহী বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ভাবুক	√ভু + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
শৈল্পিক	শিল্প +ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাড়োয়ান	গাড়ি + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
লেখক	√লিখ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
মিতালি	মিতা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
শহুরে	শহর + ইয়া = শহরিয়া > শহুরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট	সম্ + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দাঁতাল	দাঁত + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিতালি	মিতা + আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
সওদাগর	সওদা + গর	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতল	হাত + ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
কলমদানি	কলম + দানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
মিঠাই	মিঠা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
চলন্ত	√চল্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
হাতান	হাত + আন	তদ্ধিত প্রত্যয়
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
সম্রাট	সম + √রাজ + ক্বিপ	কৃৎ প্রত্যয়
মন্ত্রী	√মন্ত্র্ + ইন	কৃৎ প্রত্যয়
দারোয়ান	দার + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
দাপট	√দাপ্ + ট	কৃৎ প্রত্যয়
গাড়োয়ান	গাড়ি + ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাঁতারু	সাঁতার + উ	তদ্ধিত প্রত্যয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বন্দিনী	বন্দী + ইনী	তদ্ধিত প্রত্যয়
শারীরিক	শরীর + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালিমা	লাল + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ইচ্ছুক	ইচ্ছা + উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্তব্য	√কৃ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
বড়াই	বড় + আই	কৃৎ প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রচলিত	প্র + √চল্ + ইত	কৃৎ প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মানব	মনু + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঁধুনি	√রাঁধ্ + উনি	কৃৎ প্রত্যয়
ঘাতক	√হন + নিচ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ + উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
কলমদানি	কলম + দানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৃষ্টি	√সৃষ্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
ছেলেমি	ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঐহিক	ইহ + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়

সিলেট বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
চলন্ত	√চল্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
দোলনা	√দুল্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
বসত	√বস্ + ত	কৃৎ প্রত্যয়
ভাবুক	√ ভু + উক	কৃৎ প্রত্যয়
পৃথিবী	√প্রথ্ + ইব + ঈ	কৃৎ প্রত্যয়
সাহিত্যিক	সাহিত্য + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
আর্থিক	অর্থ + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঙ্গাল	বঙ্গ + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ঐতিহাসিক	ইতিহাস + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
দেশীয়	দেশ + ঈয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাড়তি	√বাড়্ + তি	কৃৎ প্রত্যয়
সৌন্দর্য	সুন্দর + ষ্ণ (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাছটি	গাছ + টি	তদ্ধিত প্রত্যয়
গন্তব্য	√গম্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
কুঠিয়াল	কুঠি + আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাকা	চাক + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাকাই	চাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়

রাজশাহী বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালচে	লাল + চে	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকা	√ঢাক্ + আ	কৃৎ প্রত্যয়
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
পাথুরে	পাথর + উরিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
নশ্বর	√নশ্ + বর	কৃৎ প্রত্যয়
পান্তা	পানি + তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠক	√পঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়

বরিশাল বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কান্না	√কাঁদ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
ডুবন্ত	√ডুব্ + অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
পণ্ডিত	পণ্ডা + ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
কারক	√কৃ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
হলদে	হলুদ + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
শারীরিক	শরীর + ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
মৃন্ময়	মৃৎ + ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়
জবানবন্দি	জবান + বন্দি	তদ্ধিত প্রত্যয়
দিব্য	√দিব্ + য	কৃৎ প্রত্যয়

ঢাকা বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
উজান	উদ্ + যান	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধুনারি	√ধুন্ + আরি	কৃৎ প্রত্যয়
দৈত্য	দিতি + য	তদ্ধিত প্রত্যয়
রোগাটে	রোগ + আটিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৌশল	কুশল + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
ত্যাগ	√ত্যজ্ + অ	কৃৎ প্রত্যয়
শয়ন	√শী + অন	কৃৎ প্রত্যয়
শোচনীয়	√শুচ্ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
নায়ক	√নী + অক	কৃৎ প্রত্যয়
ছেলেমি	ছেলে + আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেতা	√নী + তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
শারীরিক	শরীর + ষ্ণিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
শৈব	শিব + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাজনা	√বাজ্ + না	কৃৎ প্রত্যয়
বক্তব্য	√বচ্ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
গণনা	√গণ্ + অনা	কৃৎ প্রত্যয়

যশোর বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বক্তব্য	√বচ + তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে	জাল + ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
শ্রবণ	√শ্রু + অন	কৃৎ প্রত্যয়
মানব	মনু + ষ্ণ (ষ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈঠক	√বৈঠ্ + অক	কৃৎ প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ + ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
মন্ত্রী	√মন্ত্র + ইন	কৃৎ প্রত্যয়
বহতা	√বহ্ + তা	কৃৎ প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা + বিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাদলা	বাদল + আ	তদ্ধিত প্রত্যয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সমাস

'সমাস' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ । সম + √আস্ + অ = সমাস। সমাসের আভিধানিক অর্থ 'একত্রে অবস্থান'। পরস্পর অর্থ-সঙ্গতিপূর্ণ দুই বা ততোধিক পদ মিলে এক পদ হওয়াকে **সমাস** বলে।

যে কয় পদ মিলে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটিকে **সমস্যমান পদ** বলা হয় এবং সমাস-সাধিত পদটিকে **সমস্ত পদ** বা **সমাসবদ্ধ পদ** বলে। সমাসবদ্ধ পদকে বিস্তৃত করলে অর্থাৎ যে বাক্যাংশ থেকে সমাসবদ্ধ পদ তৈরি হয় তাকে **ব্যাসবাক্য** বলা হয়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ কর।

'সিংহ চিহ্নিত আসন' = সিংহাসন।

এখানে 'সিংহ চিহ্নিত আসন' **ব্যাসবাক্য**, **'সিংহাসন' সমাসবদ্ধ বা সমস্ত পদ** এবং 'সিংহ' ও 'আসন' পদ দুটির **প্রত্যেকটি সমস্যমান পদ**।

সমাসের প্রকারভেদ

বিভিন্ন নিয়ম ও পদ্ধতিতে সমাসবদ্ধ পদ গঠিত হয়। সমাসবদ্ধ পদ গঠনে কমপক্ষে দুটি পদের প্রয়োজন। এ দুটি পদের প্রথমটিকে বলা হয় **পূর্বপদ** ও অপরটিকে বলা হয় **পরপদ**।

সমাস সাধারণত ছয় প্রকার। যথা–

১. দ্বন্দ্ব সমাস
২. কর্মধারয় সমাস
৩. তৎপুরুষ সমাস
৪. বহুব্রীহি সমাস
৫. অব্যয়ীভাব সমাস
৬. দ্বিগু সমাস।

১. **দ্বন্দ্ব সমাস** : দ্বন্দ্ব সমাস উভয়পদ প্রধান সমাস। যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর সকলেরই সমাসবদ্ধ পদে প্রাধান্য থাকে তাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলা হয়। দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর–এ তিনটি অব্যয় থাকে। এ অব্যয়গুলো লোপপ্রাপ্ত হয়ে সমস্যমান পদগুলো একটি পদে পরিণত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ

সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য
মাতা-পিতা	মাতা ও পিতা	ছোট-বড়	ছোট ও বড়
কাগজপত্র	কাগজ ও পত্র	ছাত্র-শিক্ষক	ছাত্র ও শিক্ষক
পিতা-পুত্র	পিতা ও পুত্র	হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে
ছেলে-মেয়ে	ছেলে ও মেয়ে	দুধভাত	দুধ ও ভাত
খাতাপত্র	খাতা ও পত্র	পথঘাট	পথ ও ঘাট
বইপত্র	বই ও পত্র	মাছ-মাংস	মাছ ও মাংস
কাগজ-কলম	কাগজ ও কলম	সোনা-রুপা	সোনা ও রুপা
আয়-ব্যয়	আয় ও ব্যয়	বন-জঙ্গল	বন ও জঙ্গল
শাকসবজি	শাক ও সবজি	জনমানব	জন ও মানব
ভাল-মন্দ	ভাল ও মন্দ	হাত-মুখ	হাত ও মুখ
কমবেশি	কম ও বেশি	রাস্তাঘাট	রাস্তা ও ঘাট
ইতরভদ্র	ইতর ও ভদ্র	রুই-কাতলা	রুই ও কাতলা
ভাই-বোন	ভাই ও বোন	লেনদেন	লেন ও দেন
লাভ-ক্ষতি	লাভ ও ক্ষতি	আজকাল	আজ ও কাল
আসা-যাওয়া	আসা ও যাওয়া	গাড়ি-ঘোড়া	গাড়ি ও ঘোড়া

২. **কর্মধারয় সমাস** : কর্মধারয় সমাস পরপদ প্রধান সমাস। এ সমাসে সমস্যমান পদ দুটি বিশেষ্য ও বিশেষ্য, বিশেষ্য ও বিশেষণ, বিশেষণ ও বিশেষণ হতে পারে। পরপদের প্রাধান্য এ সমাসে বেশি থাকে।

উদাহরণ : মহান যে রাজা = মহারাজ, শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত, চালাক অথচ চতুর = চালাক-চতুর, চন্দ্রের ন্যায় মুখ = চন্দ্রমুখ।

এখানে প্রথম উদাহরণে বিশেষণ ও বিশেষ্য, দ্বিতীয় উদাহরণে বিশেষ্য ও বিশেষণ, তৃতীয় উদাহরণে বিশেষণ ও বিশেষণ এবং চতুর্থ উদাহরণে বিশেষ্য ও বিশেষ্য পদ মিলে সমাস হয়েছে। তবে প্রধানত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে কর্মধারয় সমাস হয়ে থাকে এবং বিশেষ্য পদের প্রাধান্য থাকে। একাধিক কর্মধারয় সমাস আছে। যথা–উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

যার সাথে কোনো পদের তুলনা করা হয় সে পদকে **উপমান পদ** এবং যে পদকে তুলনা করা হয় সে পদকে **উপমেয় পদ** বলে।

ক. **উপমান কর্মধারয়** : (চ. বো. '১০) উপমান পদের সাথে সাধারণ ধর্মবাচক পদের (বিশেষণ) যে সমাস হয় তাকে **উপমান কর্মধারয়** সমাস বলা হয় । যেমন–গজের মতো মূর্খ = গজমূর্খ। এখানে 'গজ' উপমান পদ এবং 'মূর্খ' সাধারণ ধর্মবাচক পদ।

খ. **উপমিত কর্মধারয়** : উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন–চাঁদের ন্যায় মুখ = চাঁদমুখ। এখানে 'চাঁদ' উপমান পদ এবং 'মুখ' উপমেয় পদ।

গ. **রূপক কর্মধারয়** : পরস্পরের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে **রূপক কর্মধারয়** সমাস বলে। এ সমাসের সমস্যমান পদ দুটি 'রূপ' শব্দ দ্বারা ব্যাসবাক্যে যুক্ত থাকে। যেমন–মন রূপ মাঝি = মনমাঝি; বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু; বিদ্যা রূপ ধন = বিদ্যাধন।

ঘ. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** : যে কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদটি লোপ পেয়ে সমাসবদ্ধ পদ তৈরি হয় তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** সমাস বলা হয়। যেমন–পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন; ঘি মাখা ভাত = ঘি-ভাত।

নিচে বিভিন্ন প্রকার কর্মধারয় সমাসের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো—

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
প্রিয় যে সখা	প্রিয়সখা	নীল যে উৎপল	নীলোৎপল
ফুল যে বাবু	ফুলবাবু	নীল যে পদ্ম	নীলপদ্ম
ফুল যে শার্ট	ফুলশার্ট	নীল যে কণ্ঠ	নীলকণ্ঠ
হাফ যে মোজা	হাফমোজা	লাল যে গোলাপ	লালগোলাপ
পরম যে ঈশ্বর	পরমেশ্বর	লাল যে সালু	লালসালু
নব যে পল্লব	নবপল্লব	শ্বেত যে হস্তী	শ্বেতহস্তী
জঙ্গি যে বিমান	জঙ্গিবিমান	বীর যে পুরুষ	বীরপুরুষ
যিনি লাট তিনি সাহেব	লাটসাহেব	ওলের ন্যায় কপি	ওলকপি
যিনি রাজা তিনি ঋষি	রাজর্ষি	ফুলের ন্যায় কুমারী	ফুলকুমারী
যে বট সেই বৃক্ষ	বটবৃক্ষ	চাঁদের ন্যায় মুখ	চাঁদমুখ
যিনি ডাক্তার তিনি সাহেব	ডাক্তারসাহেব	অধর পল্লবের ন্যায়	অধরপল্লব
সিদ্ধ যে আলু	আলুসিদ্ধ	কর পল্লবের ন্যায়	করপল্লব
ভর্তা যে আলু	আলুভর্তা	পুরুষ সিংহের ন্যায়	পুরুষসিংহ
যা কাঁচা তা মিঠা	কাঁচামিঠা	বিড়ালের মতো তপস্বী	বিড়ালতপস্বী
যা মিঠা তা কড়া	মিঠাকড়া	গো-এর মতো বেচারি	গোবেচারি
যে মান্য সে গণ্য	মান্যগণ্য	বকের মতো ধার্মিক	বকধার্মিক
নীল যে আকাশ	নীলাকাশ	গজের মতো মূর্খ	গজমূর্খ
পুণ্য যে ভূমি	পুণ্যভূমি	গণ্ডের মতো মূর্খ	গণ্ডমূর্খ
পণ্ডিত হয়েও মূর্খ	পণ্ডিতমূর্খ	কুসুমের মতো কোমল	কুসুমকোমল
মহান যে আশয়	মহাশয়	তুষারের মতো ধবল	তুষারধবল
মহান যে রাজা	মহারাজ	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	শশব্যস্ত
ডুবো যে জাহাজ	ডুবোজাহাজ	বৌ পরিবেশ করা ভাত	বৌভাত

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
পানা আচ্ছাদিত পুকুর	পানাপুকুর	ঘি মাখা ভাত	ঘি-ভাত
জীবন রক্ষার জন্য বিমা	জীবনবিমা	বিষাদ রূপ সিন্ধু	বিষাদসিন্ধু
মোম নির্মিত বাতি	মোমবাতি	ভব রূপ নদী	ভবনদী
বিয়ের জন্য পাগল	বিয়েপাগল	মোহ রূপ নিদ্র	মোহনিদ্র
সিংহ চিহ্নিত আসন	সিংহাসন	শোক রূপ অনল	শোকানল
পল মিশ্রিত অন্ন	পলান্ন	দরিয়া রূপ দিল	দিলদরিয়া
দুধ মিশ্রিত সাগু	দুধসাগু	প্রাণ রূপ পাখি	প্রাণপাখি

৩. **তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে **তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। নিচে** তৎপুরুষ সমাসের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো–

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
মজ্জাকে গত	মজ্জাগত	রথকে দেখা	রথদেখা
ব্যক্তিকে গত	ব্যক্তিগত	ভয়কে প্রাপ্ত	ভয়প্রাপ্ত
বইকে পড়া	বইপড়া	কাপড়কে কাচা	কাপড়কাচা
মাছকে ধরা	মাছধরা	ভাতকে রাঁধা	ভাতরাঁধা
নথকে নাড়া	নথনাড়া	গানকে শোনা	গানশোনা
ভারকে প্রাপ্ত	ভারপ্রাপ্ত	সাপকে ধরা	সাপধরা
স্বর্গকে প্রাপ্ত	স্বর্গপ্রাপ্ত	গুরুকে মারা	গুরুমারা

তৃতীয়া তৎপুরুষ

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
ছায়া দ্বারা শীতল	ছায়াশীতল	গুণ দ্বারা হীন	গুণহীন
কন্টক দ্বারা আকীর্ণ	কন্টকাকীর্ণ	বাগ দ্বারা দত্তা	বাগদত্তা
মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন	মেঘাচ্ছন্ন	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	ঢেঁকিছাঁটা

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
শ্রম দ্বারা লব্ধ	শ্রমলব্ধ	জন দ্বারা আকীর্ণ	জনাকীর্ণ
মন দ্বারা গড়া	মনগড়া	শোক দ্বারা আর্ত	শোকার্ত
কাঁচি দ্বারা ছাঁটা	কাঁচিছাঁটা	রাজা কর্তৃক দত্ত	রাজদত্ত
মধু দিয়া মাখা	মধুমাখা	বেত দ্বারা মারা	বেতমারা
পিতৃ দ্বারা হীন	পিতৃহীন	সর্প দ্বারা দষ্ট	সর্পদষ্ট

চতুর্থী তৎপুরুষ

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস সাধারণত নিমিত্তার্থক হয়ে থাকে। এ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'জন্য' বা 'নিমিত্ত' অনুসর্গটি বর্তমান থাকে। যেমন—

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
বিয়ের জন্য পাগল	বিয়েপাগল	ডাকের জন্য মাশুল	ডাকমাশুল
বালিকাদের নিমিত্ত বিদ্যালয়	বালিকা বিদ্যালয়	অনাথের জন্য আশ্রম	অনাথাশ্রম
রান্নার জন্য ঘর	রান্নাঘর	বরের জন্য যাত্রী	বরযাত্রী
শিশুদের অন্য অনুষ্ঠান	শিশু অনুষ্ঠান	মড়ার জন্য কান্না	মড়াকান্না
শিশুদের জন্য একাডেমি	শিশু একাডেমি	মালের জন্য গাড়ি	মালগাড়ি
শিশুদের জন্য বিভাগ	শিশুবিভাগ	দেবকে দত্ত	দেবদত্ত

পঞ্চমী তৎপুরুষ

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
জন্ম হতে অন্ধ	জন্মান্ধ	রোগ থেকে মুক্ত	রোগমুক্ত
আগা হতে গোড়া	আগাগোড়া	লোক হতে ভয়	লোকভয়
স্কুল থেকে পালানো	স্কুলপালানো	বিলাত হতে ফেরত	বিলাতফেরত
পদ হতে চ্যুতি	পদচ্যুতি	গদি হতে চ্যুত	গদিচ্যুত
মেঘ হতে মুক্ত	মেঘমুক্ত	দুগ্ধ থেকে জাত	দুগ্ধজাত
প্রাণ হতে প্রিয়	প্রাণপ্রিয়	জেল হতে ফেরত	জেলফেরত
লোক হতে লজ্জা	লোকলজ্জা	কক্ষ হতে চ্যুত	কক্ষচ্যুত
গাছ থেকে পড়া	গাছপড়া	বৃন্ত হতে চ্যুত	বৃন্তচ্যুত

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
পথের রাজা	রাজপথ	গণের তন্ত্র	গণতন্ত্র
চায়ের বাগান	চাবাগান	কার্যের আলয়	কার্যালয়
হাতের ঘড়ি	হাতঘড়ি	দূতের আবাস	দূতাবাস
রাজার পুত্র	রাজপুত্র	ছাগীর দুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ
হংসের রাজা	রাজহংস	কবিদের গুরু	কবিগুরু
মাতার সম	মাতৃসম	পিতার তুল্য	পিতৃতুল্য

সপ্তমী তৎপুরুষ

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
সংখ্যায় গুরু	সংখ্যাগুরু	যুদ্ধে বিশারদ	যুদ্ধবিশারদ
গাছে পাকা	গাছপাকা	পূর্বে শ্রুত	পূর্বশ্রুত
বস্তায় বন্দী	বস্তাবন্দী	তালে কানা	তালকানা
বাক্সে বন্দী	বাক্সবন্দী	ঘরে পাতা	ঘরপাতা
রাতে কানা	রাতকানা	রাতে জাগা	রাতজাগা
বিষয়ে আসক্ত	বিষয়াসক্ত	রণে দক্ষ	রণদক্ষ
অকালে মৃত্যু	অকালমৃত্যু	বনে জাত	বনজাত

অলুক তৎপুরুষ

যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে সমাসবদ্ধ পদ তৈরি হয় তাকে **অলুক তৎপুরুষ** সমাস বলে। যেমন—

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
কলুর বলদ	কলুরবলদ	হাতের পাঁচ	হাতের পাঁচ
তেলে বেগুনে	তেলেবেগুনে	ঘিয়ে ভাজা	ঘিয়েভাজা
গায়ে হলুদ	গায়েহলুদ	হাতে কাটা	হাতেকাটা

নঞ্ তৎপুরুষ

পূর্বপদের নঞর্থক অব্যয়যোগে যে তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্য রচিত হয় তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন–

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
নয় হিসাবি	বেহিসাবি	ন উচিত	অনুচিত
নাই তুঁশ	বেতুঁশ	ন এক	অনেক
নয় মঞ্জুর	নামঞ্জুর	ন আচার	অনাচার
নয় রাজি	গররাজি	ন ইষ্ট	অনিষ্ট
ন হাজির	গরহাজির	নাই আদর	অনাদর
নাই খরচা	নিখরচা	নাই খুঁত	নিখুঁত
নয় আসক্ত	অনাসক্ত	ন রসিক	বেরসিক

উপপদ তৎপুরুষ

উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে **উপপদ তৎপুরুষ** সমাস বলে। কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পদকে **কৃদন্ত পদ** বলা হয়। যেমন–

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
জলে চরে যে	জলচর	ধামা ধরে যে	ধামাধরা
স্থলে চরে যে	স্থলচর	বাজি করে যে	বাজিকর
কুথ করে যে	কুথকার	জাদু করে যে	জাদুকর
পকেট মারে যে	পকেটমার	প্রভা করে যে	প্রভাকর

৪. **বহুব্রীহি সমাস** : বহুব্রীহি সমাস একটি ব্যতিক্রমধর্মী সমাস। এটা অন্যপদ প্রধান। যে কয় পদ মিলে সমাস হয় তার কোনোটিকে না বুঝিয়ে অন্য কিছুকে বোঝায়। যে সমাসের সমাসবদ্ধ পদ সমস্যমান পদগুলোর কোনোটিকে না বুঝিয়ে অন্য কোনো পদকে বোঝায় অর্থাৎ অন্য পদের প্রাধান্য থাকে তাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়।

যেমন–পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ; এখানে পঙ্কজ শব্দে 'পঙ্ক' (কাদা) ও 'জন্ম' পদ দুটির কোনোটির প্রাধান্য না থেকে পদ্মফুলকে বোঝানো হয়েছে । অনুরূপ দশ আনন যার = 'দশানন' শব্দটি রাজা রাবণকে বোঝায়; নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ শব্দটি শিবকে বোঝায় । আবার, পুণ্য আত্মা যার = পুণ্যাত্মা বলতে কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়; লাল পাড় যাহার = 'লালপেড়ে' শব্দটি একখানা কাপড়ের কথা বোঝায়।

নিচে কিছুসংখ্যক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ দেওয়া হলো–

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
জলের সহিত বর্তমান	সজল	যুবতি জায়া যার	যুবজানি
বান্ধবের সহিত বর্তমান	সবান্ধব	নদী মাতা যার	নদীমাতৃক
হৃদয়ের সহিত বর্তমান	সহৃদয়	পত্নী মৃতা যার	বিপত্নীক
লজ্জার সহিত বর্তমান	সলজ্জ	উর্ণ নাভিতে যার	উর্ণনাভ
অস্ত্রের সহিত বর্তমান	সশস্ত্র	পরিবারের সহিত বর্তমান	সপরিবার
রক্তে রক্তে যে লড়াই	রক্তারক্তি	সমান তীর্থ যার	সতীর্থ
হাতে হাতে যে লড়াই	হাতাহাতি	মুগ্ধ নয়ন যার	মুগ্ধনয়ন
কোলে কোলে যে মিলন	কোলাকুলি	গলায় গলায় যে ভাব	গলাগলি
চুলে চুলে যে লড়াই	চুলোচুলি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	লাঠালাঠি
হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	হাসাহাসি	বীণা পাণিতে যার	বীণাপাণি
কানে কানে যে কথা	কানাকানি	আশীতে বিষ যার	আশীবিষ
শূল পাণিতে যার	শূলপাণি	পাপে মতি যার	পাপমতি
স্ত্রীর সহিত বর্তমান	সস্ত্রীক	বুদ্ধিতে হীন যে	বুদ্ধিহীন
খড়্গ হস্তে যার	খড়্গহস্ত	মহাবল যার	মহাবল
ঘরের দিকে মুখ যার	ঘরমুখো	সমান গোত্র যার	সগোত্র

নঞ্ বহুব্রীহি সমাস : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে না-বোধক অব্যয় থাকে তাকে **নঞ্ বহুব্রীহি সমাস** বলে। এক্ষেত্রে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে না। যেমন– ভুল নাই যাতে = নির্ভুল, নয় সরকারি যা = বেসরকারি, নাই আদব যার = বেয়াদব ইত্যাদি ।

৫. **অব্যয়ীভাব সমাস** : অব্যয়ীভাব পূর্বপদ প্রধান সমাস। যে সমাসে পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং সমাসবদ্ধ পদে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে তাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে। যেমন–দিন দিন = প্রতিদিন; এখানে প্রতি (প্রত্যেক) অব্যয়ের প্রাধান্য আছে। উদাহরণ–

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
হায়ার অভাব	বেহায়া	নদীর সদৃশ	উপনদী
শ্রীর অভাব	বিশ্রী	ভাষার সদৃশ	উপভাষা
কারের অভাব	বেকার	কথার সদৃশ	উপকথা

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
ভিক্ষার অভাব	দুর্ভিক্ষ	কাহিনীর সদৃশ	উপকাহিনী
বনের সমীপে	উপবন	দ্বীপের সদৃশ	উপদ্বীপ
সাগরের সদৃশ	উপসাগর	ছবির সদৃশ	প্রতিচ্ছবি
মূর্তির সদৃশ	প্রতিমূর্তি	জানু পর্যন্ত	আজানু
দেবতার সদৃশ	উপদেবতা	মরণ পর্যন্ত	আমরণ
অক্ষির অগোচর	পরোক্ষ	ভাতের অভাব	হাভাত
অক্ষির সম্মুখ	প্রত্যক্ষ	ঘরের অভাব	হাঘর
আমিষের অভাব	নিরামিষ	মিলের অভাব	গরমিল
লবণের অভাব	আলুনি	মানানের অভাব	বেমানান
রূপের যোগ্য	অনুরূপ	রীতিকে অতিক্রম না করে	যথারীতি
পা হতে মাথা পর্যন্ত	আপাদমস্তক	গৃহে গৃহে	প্রতিগৃহে
মূল পর্যন্ত	আমূল	দিন দিন	প্রতিদিন
শৈশব হতে	আশৈশব	ক্ষণ ক্ষণ	প্রতিক্ষণ
বাল্য হইতে	আবাল্য	রোজ রোজ	হররোজ
জন্ম হতে	আজন্ম	বছর বছর	ফিবছর
মৃত্যু পর্যন্ত	আমৃত্যু	কণ্ঠের সমীপে	উপকণ্ঠ

৬. **দ্বিগু সমাস** : যে সমাসের পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং ব্যাসবাক্যে 'সমাহার' শব্দ থাকে তাকে **দ্বিগু সমাস** বলে। যেমন–

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
শত অব্দের সমাহার	শতাব্দী	পঞ্চ বটের সমাহার	পঞ্চবটী
তিন ভুবনের সমাহার	ত্রিভুবন	নব রত্নের সমাহার	নবরত্ন
তিন তারের সমাহার	সেতার	সপ্ত অহের সমাহার	সপ্তাহ
চার রঙের সমাহার	চৌরঙ্গি	চার পায়ের সমাহার	চতুষ্পদী
চার রাস্তার সমাহার	চৌরাস্তা	তিন লোকের সমাহার	ত্রিলোক
তিন ফলের সমাহার	ত্রিফলা	তিন পদের সমাহার	ত্রিপদী

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
পঞ্চ নদের সমাহার	পঞ্চনদ	সাত সমুদ্রের সমাহার	সাতসমুদ্র
সপ্ত ঋষির সমাহার	সপ্তর্ষি	আট প্রহরের সমাহার	অষ্টপ্রহর
তিন প্রান্তের সমাহার	তেপান্তর	দুই প্রহরের সমাহার	দ্বিপ্রহর

- **অন্যান্য সমাস :** উপরে উল্লিখিত ছয়টি সমাস ছাড়াও আরো কয়েকটি সমাস বাংলা ব্যাকরণে দেখা যায়।

১. **নিত্য সমাস :** যে সমাসে পদগুলো সর্বদাই (নিত্য) সমাসবদ্ধ থাকে তাকে **নিত্য সমাস** বলে। যেমন–

ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ	ব্যাসবাক্য	সমাসবদ্ধ পদ
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	রূপান্তর	অন্য রূপ
দেশান্তর	অন্য দেশ	মনান্তর	অন্য মন
কালান্তর	অন্য কাল	বাক্যান্তর	অন্য বাক্য
যুগান্তর	অন্য যুগ	স্থানান্তর	অন্য স্থান
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	পক্ষান্তর	অন্য পক্ষ
তন্মাত্র	এই মাত্র	সময়ান্তর	অন্য সময়

২. **প্রাদি সমাস :** প্র উপসর্গযোগে যে সমাস গঠিত হয় তাকে **প্রাদি সমাস** বলে। যেমন–

প্রভাত = প্রকৃষ্ট রূপে ভাত।

প্রকাশ = প্রকৃষ্ট রূপে কাশ।

৩. **সুপ্‌সুপা সমাস :** বিভক্তিযুক্ত নামপদের সাথে বিভক্তিযুক্ত অন্য পদের সমাসকে **সুপ্‌সুপা সমাস** বলে। যেমন–ভূতপূর্ব = পূর্বে ভূত।

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ▮ ১ **সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য কী তা আলোচনা কর।** *[য. বো. '০৮, ১৩, ২০১৫; চা. '০৭, '১০, '১২; দি. '১৩; চ. বো. '০৫, '১৩; সি. ১১, ১৩; ব. বো. '০৫, '১৩]*

উত্তর : বাংলা শব্দ গঠনের প্রধান প্রক্রিয়া ছয়টি; এর ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সন্ধি ও সমাস। আপাতদৃষ্টিতে দুটি প্রক্রিয়ার ভেতরে যেমন মিল পরিলক্ষিত হয়, তেমনি রয়েছে বেশ কিছু ভিন্নতা। সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য যেহেতু আমাদের দেখাতে বলা হয়েছে, তাই আমরা প্রধান ছয়টি পার্থক্য নির্দেশ করছি।

সন্ধি	সমাস
১. সন্ধি মূলত একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, তাই এটি শব্দের মধ্যে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করে একরকম সাংগীতিক দ্যোতনা এনে দেয়।	১. সমাস মূলত একটি বাক্যতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, তাই এটি বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে, বাক্যকে শ্রোতা বা পাঠকের কাছে অর্থপূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করে।
২. সন্ধি যখন হয়, তখন পদগুলোকে অবশ্যই পাশাপাশি অবস্থিত হতে হয়।	২. সমাস গঠনের সময় পদগুলোর পাশাপাশি থাকা বা না থাকা জরুরি নয়।
৩. সন্ধিতে পদের বিভক্তি লোপ পায় না।	৩. সমাসে পদের বিভক্তি লোপ পায়। (অলুক সমাস ব্যতিক্রম)
৪. সন্ধি উচ্চারণনির্ভর।	৪. সমাস অর্থনির্ভর।
৫. সন্ধি প্রধানত তিন প্রকার।	৫. সমাস প্রধানত ছয় প্রকার।
৬. সন্ধির নিয়ম সুনির্দিষ্ট বলে তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।	৬. সমাস গঠনে স্বাধীনতা যেমন আছে তেমনি এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা বা কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর : বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। সমাসবদ্ধ পদ বা শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সমাসের প্রয়োজনীয়তা বা কাজ নিম্নরূপ–

ক. সমাস বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে।

খ. সমাস শব্দকে সুন্দর ও সুদৃঢ় করে।

গ. সমাস বক্তব্যকে শ্রুতিমধুর করে।

ঘ. সমাস বাক্যকে সুশৃঙ্খল করে।

ঙ. সমাস বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তোলে।

সমাসের এসব ক্ষমতার জন্য বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিমেয়।

প্রশ্ন ঃ ৩ ঃ **উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।**

উত্তর : নিচে উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য নির্দেশ করা হলো–

উপমান কর্মধারয় সমাস	**উপমিত কর্মধারয় সমাস**
১. উপমান পদের সাথে সাধারণ ধর্মবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।	১. উপমান পদের সাথে উপমেয় পদের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।
২. এই সমাসে সমস্যমান পদ দুটির একটি বিশেষ্য এবং অন্যটি বিশেষণ।	২. উপমিত কর্মধারয় সমাসের দুটি পদই বিশেষ্য।
৩. এই সমাসে উপমেয় পদ নেই, কিন্তু সাধারণ ধর্মবাচক পদ আছে।	৩. এই সমাসে উপমেয় পদ আছে, কিন্তু সাধারণ ধর্মবাচক পদ নেই।
৪. **উদাহরণ** গজের ন্যায় মূর্খ = গজমূর্খ। মিশির ন্যায় কালো = মিশকালো।	৪. **উদাহরণ** চন্দ্রের ন্যায় মুখ = চন্দ্রমুখ। সিংহের ন্যায় পুরুষ = সিংহপুরুষ।

প্রশ্ন ঃ ৪ ঃ **উদাহরণসহ নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞ্ বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : নিচে নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞ্ বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য দেখানো হলো–

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস	**নঞ্ বহুব্রীহি সমাস**
১. যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে না-বোধক অব্যয় থাকে তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে।	১. যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে না-বোধক অব্যয় থাকে তাকে নঞ্ বহুব্রীহি সমাস বলে।
২. নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে।	২. নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে না।
৩. নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে অন্য পদের প্রাধান্য থাকে না।	৩. নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদের প্রাধান্য থাকে।
উদাহরণ– নয় আদর = অনাদর। ন এক = অনেক।	উদাহরণ– নাই ভুল যাতে = নির্ভুল। নয় সরকারি যা = বেসরকারি

বিভিন্ন বোর্ডের সমাস নির্ণয়ের প্রশ্নোত্তর

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়

ঢাকা বোর্ড—২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তোমরা	তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব সমাস
ভাতরাঁধা	ভাতকে বাঁধা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
বীণাপাণি	বীণা পানিতে যার	বহুব্রীহি
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু সমাস
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব
তেপায়া	তিন পায়ার সমাহার	দ্বিগু সমাস
কুসুমকোমল	কুসুমের মতো কোমল	উপমান কর্মধারয়
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
পল্লীকবি	পল্লীর কবি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

রাজশাহী বোর্ড—২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তপোবন	তপের নিমিত্তে বন	নিমিত্তার্থে চতুর্থী তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ তৎপুরুষ
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অল্পপ্রাণ	অল্প প্রাণ যার	বহুব্রীহি
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
বিপত্নীক	পত্নী গত হয়েছে যার	বহুব্রীহি
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কালরাত	কাল রূপ রাত	রূপক কর্মধারয়
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু সমাস
রাজনীতি	নীতির রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যে	বহুব্রীহি
অরুণরাঙা	অরুণের মতো রাঙা	উপমান কর্মধারয়
সহোদর	সহ (একই) উদর যার	বহুব্রীহি
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব সমাস
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নিত্য সমাস

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
চিরকুমার	চিরজীবন ব্যাপিয়া কুমার	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
উদ্বেল	বেলাকে (তীর) অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য সমাস
রাজনীতি	নীতির রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়

সিলেট বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নবযৌবন	নব যে যৌবনা	কর্মধারয়
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
গলাগালি	গলায় গলায় যে ভাব	বহুব্রীহি
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
সপ্তর্ষি	সপ্ত (সাত) ঋষির সমাহার	দ্বিগু
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
আমূল	মূল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব

যশোর বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নিরুদ্বেগ	উদ্বেগ নাই যার	অব্যয়ীভাব
অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত	নঞ্ বহুব্রীহি
অলসতন্দ্রা	অলস যে তন্দ্রা	কর্মধারয়
নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু
উদ্বাস্তু	বাস্তুর অভাব	অব্যয়ীভাব
প্রত্যক্ষ	অক্ষির সম্মুখ	অব্যয়ীভাব
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
কুশীলব	কুশী ও লব	দ্বন্দ্ব সমাস
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	কর্মধারয়

বরিশাল বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
কুম্ভকার	কুম্ভের ন্যায় আকার যার	উপমান কর্মধারয়
লোকভয়	লোক থেকে ভয়	পঞ্চমা তৎপুরুষ
উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে কর্ম	বহুব্রীহি
আয়কর	আয়ের জন্য কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী

দিনাজপুর বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব সমাস
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না স্নাত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আয়কর	আয়ের ওপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস
গায়ে হলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়

ঢাকা বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
বাহুলতা	লতার ন্যায় বাহু	কর্মধারয় সমাস
মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয়
আয়কর	আয়ের জন্য কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য সমাস
সলিল সমাধি	সলিলে সমাধি	৭মী তৎপুরুষ
সপ্তডিঙ্গা	সপ্ত ডিঙ্গার সমাহার	দ্বিগু
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত যে	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি

রাজশাহী বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
উপবন	দ্বীপের সদৃশ	উপদ্বীপ
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
প্রগতি	প্রকৃষ্ট যে গতি	প্রাদি সমাস
বাকবিতন্ডা	বাক দ্বারা বিতন্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
সপ্তর্ষি	সপ্ত (সাত) ঋষির সমাহার	দ্বিগু
বীণাপাণি	বীণাপাণিতে যার	বহুব্রীহি
শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	কর্মধারয় সমাস

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	কর্মধারয়
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তেপায়া	তিন পায়ার সমাহার	দ্বিগু সমাস
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
প্রাণপাখি	প্রাণ রূপ পাখি	কর্মধারয়
প্রগতি	প্রকৃষ্ট যে গতি	প্রাদি সমাস
সপ্তর্ষি	সপ্ত (সাত) ঋষির সমাহার	দ্বিগু
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	কর্মধারয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অলসতন্দ্রা	অলস যে তন্দ্রা	কর্মধারয়
ঈগল পাখি	ঈগল নামের পাখি	মধ্যপদলোপী কর্মধারায়
উদ্বেল	বেলাকে (তীর) অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব
কলঙ্করেখা	কলঙ্কের রেখা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গাছপাকা	গাছে পাকা	৭মী তৎপুরুষ
চা-বাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জয়মুকুট	জয়ের নিমিত্ত মুকুট	৪র্থী তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	৩য়া তৎপুরুষ
মিঠেকড়া	মিঠে ও কড়া	দ্বন্দ্ব সমাস

সিলেট বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	৪র্থী তৎপুরুষ
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু সমাস
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিল	বহুব্রীহি
গাছপাকা	গাছে পাকা	৭মী তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব

যশোর বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
খড়মপা	খড়মের মতো রেখা	বহুপদী
পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত	৩য়া তৎপুরুষ
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠে যার	বহুব্রীহি
যথেষ্ট	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
তেরোনদী	তের নদীর সমাহার	দ্বিগু
আয়কর	আয়ের জন্য কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	বহুব্রীহি
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য সমাস

বরিশাল বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সংবাদপত্র	সংবাদপত্র বহনকারী পত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধায়
দেহলতা	দেহ লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধায়
আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম	অব্যয়ীভাব সমাস
শীতাতপ	শীত ও তাপ	দ্বন্দ্ব
মহাত্মা	মহান আত্মা যার	বহুব্রীহি
তেভাগা	তিন ভাগ যার	বহুব্রীহি
লোকভয়	লোক হতে ভয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ
দ্রুতগামী	দ্রুত গমন করে যা/যে	উপপদ তৎপুরুষ
রাতকানা	রাতে কানা	সপ্তমী তৎপুরুষ

দিনাজপুর বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আরক্তিম	ঈষৎ রক্তিম	অব্যয়ীভাব সমাস
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু সমাস
গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ঘোড়ারডিম	ঘোড়ার ডিম	অলুক তৎপুরুষ
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে কর্ম	বহুব্রীহি
প্রবচন	প্র যে বচন	প্রাদি সমাস
নাতজামাই	নাতির জামাই	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস

ঢাকা বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনুরূপ	রূপের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
হাঁটুজল	হাঁটু পর্যন্ত জল	৫মী তৎপুরুষ
মধুকর	মধু সংগ্রহ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মহাত্মা	মহান আত্মা যার	বহুব্রীহি
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
মরাবাঁচা	মরা ও বাঁচা	দ্বন্দ্ব
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব
পাঁচগজি	পাঁচ গজের সমাহার	দ্বিগু
হাতেছড়ি	হাতে ছড়ি যার	অলুক বহুব্রীহি

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ফুলকুমারী	ফুলের ন্যায় কুমারী	কর্মধারয় সমাস
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	কর্মধারয় সমাস
পানাপুকুর	পানা দ্বারা আচ্ছাদিত পুকুর	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
মাছধরা	মাছকে ধরা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
মধুমাখা	মধু দ্বারা মাখা	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
বিয়েপাগল	বিয়ের জন্য পাগল	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস
পদচ্যুতি	পদ হইতে চ্যুতি	পঞ্চমি তৎপুরুষ সমাস

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নিত্য সমাস
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	কর্মধারয়
বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
গৃহস্থ	গৃহে স্থিত যে	বহুব্রীহি
সহৃদয়	হৃদয়ের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি
একরোখা	এক দিকে রোখ যার	বহুব্রীহি

যশোর বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ
রূপান্তর	অন্য রূপ	নিত্য সমাস
অনেক	ন এক	নঞ্ বহুব্রীহি
হাভাতে	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব
পদ্মআঁখি	পদ্মের ন্যায় আঁখি	কর্মধারয়
উচ্ছ্বাস	উৎকৃষ্ট শ্বাস	অব্যয়ীভাব
সপ্তর্ষি	সপ্ত (সাত) ঋষির সমাহার	দ্বিগু
দুধে-ভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব
শ্বাপদ	কুকুরের ন্যায় পদ যার	কর্মধারয়

রাজশাহী বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
বেওয়ারিশ	ওয়ারিশের অভাব	অব্যয়ীভাব
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
মন্দভাগ্য	মন্দ যে ভাগ্য	কর্মধারয়
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে কর্ম	বহুব্রীহি
দুঃখপ্রাপ্ত	দুঃখকে প্রাপ্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়

সিলেট বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত যে	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	কর্মধারয় সমাস
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয় সমাস
সেতার	সে (তিন) তারের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মিঠেকড়া	মিঠে ও কড়া	দ্বন্দ্ব সমাস

বরিশাল বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বাজিকর	বাজি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
অনিবার্য	নয় নিবারণযোগ্য	অব্যয়ীভাব সমাস
অকালবার্ধক্য	অকালে বার্ধক্য	সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
জন্মান্ধ	জন্ম হতে অন্ধ	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
ওলকপি	ওলের ন্যায় কপি	কর্মধারয় সমাস
শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	কর্মধারয় সমাস
চতুর্ভুজ	চার ভুজের সমাহার	দ্বিগু সমাস
গোলাপফুল	গোলাপ যে ফুল	কর্মধারয় সমাস
সুশীল	সুন্দর শীলতা যার	বহুব্রীহি সমাস

দিনাজপুর বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সহৃদয়	হৃদয়ের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি সমাস
অনাচার	আচারের অভাব	অব্যয়ীভাব
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস
বনভোজন	বনে ভোজন	সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব সমাস
আয়কর	আয়ের নিমিত্ত কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস
ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার	দ্বিগু সমাস
শ্বাপদ	কুকুরের ন্যায় পদ যার	কর্মধারয়
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

ঢাকা বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ বহুব্রীহি
দেশ ভক্তা	দেশকে ভক্তা	২য়া তৎপুরুষ
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	৩য়া তৎপুরুষ
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
জয়মুকুট	জয়ের নিমিত্ত মুকুট	৪র্থী তৎপুরুষ
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অশ্বপদ	অশ্বের পদ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
ভরণপোষণ	ভরণ ও পোষণ	দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কলঙ্ক রেখা	কলঙ্কের রেখা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
যৌবনসূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
জয়মুকুট	জয়ের নিমিত্ত মুকুট	৪র্থী তৎপুরুষ
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
প্রগতি	প্রকৃষ্ট যে গতি	প্রাদি সমাস
সতীর্থ	সমান তীর্থ যার	বহুব্রীহি
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	৩য়া তৎপুরুষ
অনাচার	আচারের অভাব	অব্যয়ীভাব
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
রক্ত-মাংস	রক্ত ও মাংস	দ্বন্দ্ব
যৌবনসূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	৩য়া তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	৩য়া তৎপুরুষ
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	৩য়া তৎপুরুষ

যশোর বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
ঝরনাধারা	ঝরনার ধারা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
তিমিরবিদারি	তিমির বিদার করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	৭মী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল প্রাণ যার	বহুব্রীহি
জয়মুকুট	জয়ের নিমিত্ত মুকুট	৪র্থী তৎপুরুষ
অলসতন্দ্রা	অলস যে তন্দ্রা	কর্মধারয়

রাজশাহী বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
যৌবনসূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	৪র্থী তৎপুরুষ
পশুরী	পাঁচ সেরের সমাহার	দ্বিগু
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	বহুব্রীহি
দা-কুমড়া	দা ও কুমড়া	দ্বন্দ্ব
আকর্ণ	কর্ণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি	উপপদ তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব

সিলেট বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি
ত্রিলোক	তিন লোকের সমাহার	দ্বিগু
বনে-বাদাড়ে	বনে ও বাদাড়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
বেহায়া	হায়ার অভাব	অব্যয়ীভাব
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়

বরিশাল বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ফুলকুমারী	ফুলের ন্যায় কুমারী	কর্মধারয়
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিল	বহুব্রীহি
লোকটি	একজন লোক	নিত্য সমাস
প্রশান্তি	প্রকৃষ্ট শান্তি	প্রাদি সমাস
পঞ্চবট	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যে	বহুব্রীহি

দিনাজপুর বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ	ন অতি বৃহৎ	অব্যয়ীভাব
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নৃত্য সমাস
গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয়
অনেক	ন এক	নঞ্ বহুব্রীহি
রক্তারক্তি	রক্তে রক্তে যে লড়াই	বহুব্রীহি

ঢাকা বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রাজহংস	হংসের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গৃহস্থ	গৃহে স্থিত যে	বহুব্রীহি
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যৌবনসূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	২য়া তৎপুরুষ
প্রগতি	প্র যে গতি	প্রাদি সমাস
সাত-সতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব সমাস
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু সমাস
পদ্মআঁখি	পদ্মের ন্যায় আঁখি	কর্মধারয়

যশোর বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব সমাস
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী	কর্মধারয় সমাস
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
আম-কুড়ানো	আমকে কুড়ানো	২য়া তৎপুরুষ
তিমিরবিদারি	তিমির বিদার করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ বহুব্রীহি
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু সমাস

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
চিরসুখী	চিরকাল সুখী যে	বহুব্রীহি
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
ঢেঁকিছাঁটা	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	৩য়া তৎপুরুষ
রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বজ্রকঠোর	বজ্রের ন্যায় কঠোর	কর্মধারয়
গাছপাকা	গাছে পাকা	৭মী তৎপুরুষ
দুধে-ভাতে	দুধে ও ভাতে	দ্বন্দ্ব সমাস

সিলেট বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
সাপে-নেউলে	সাপে ও নেউলে	দ্বন্দ্ব সমাস
আয়কর	আয়ের নিমিত্ত কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
তিমিরবিদারি	তিমির বিদার করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	৭মী তৎপুরুষ
প্রভাত	প্রকৃষ্ট রূপে ভাত	প্রাদি সমাস
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস

কুমিল্লা বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
বাহুলতা	লতার ন্যায় বাহু	কর্মধারয় সমাস
ত্রিলোক	তিন লোকের সমাহার	দ্বিগু সমাস
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
দুধ-ভাত	দুধ ও ভাত	দ্বন্দ্ব
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত	নঞ্ বহুব্রীহি
বেহিসাবি	হিসাবের অভাব আছে যার	অব্যয়ীভাব
প্রভাত	প্রকৃষ্ট রূপে ভাত	প্রাদি সমাস

রাজশাহী বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
ঘোলাটে	সমাসবদ্ধ পদ নয়	
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু সমাস
দিলদরিয়া	দরিয়া রূপ দিল	রূপক কর্মধারয়
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	কর্মধারয়
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
সহৃদয়	হৃদয়ের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি
নিরর্থক	অর্থ নেই যার	নঞ্ বহুব্রীহি

বরিশাল বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	বহুব্রীহি
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	কর্মধারয়
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য	৩য়া তৎপুরুষ
আলুনি	লবণের অভাব	অব্যয়ীভাব
কমবখত	কম বখত যার	বহুব্রীহি
প্রবচন	প্র যে বচন	প্রাদি সমাস
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মমতারস	মমতা রূপ রস	রূপক কর্মধারয়
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	৭মী তৎপুরুষ

দিনাজপুর বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস
গায়েপড়া	গায়ে পড়ে যে	অলুক বহুব্রীহি
বেতার	তারের অভাব	অব্যয়ীভাব
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	৩য়া তৎপুরুষ
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস

ঢাকা বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
উর্ণনাভ	উর্ণ নাভিতে যার	বহুব্রীহি
ধর্মঘট	ধর্মের ঘট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
ফুলকুমারী	ফুলের ন্যায় কুমারী	কর্মধারয়
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ বহুব্রীহি
সহৃদয়	হৃদয়ের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি
আমূল	মূল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
প্রিয়ংবদা	প্রিয় কথা বলে যে রমণী	উপপদ তৎপুরুষ
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু

কুমিল্লা বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ধর্মঘট	ধর্মের ঘট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আয়কর	আয়ের নিমিত্ত কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	কর্মধারয়
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	বহুব্রীহি
উদ্বেল	বেলাকে (তীর) অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব

রাজশাহী বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি
বেহিসাবি	হিসাবের অভাব আছে যার	অব্যয়ীভাব
বনভোজন	বনে ভোজন	সপ্তমী তৎপুরুষ
কর্মকর্তা	কর্মের নিমিত্ত কর্তা	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী	কর্মধারয়
বিয়েপাগল	বিয়ের নিমিত্ত পাগল	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
গলাগলি	গলায় গলায় যে মিল	বহুব্রীহি
প্রাণপ্রিয়	প্রাণের ন্যায় প্রিয়	কর্মধারয়
কুসুমকোমল	কুসুমের মতো কোমল	কর্মধারয়
দেশত্যাগ	দেশকে ত্যাগ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

যশোর বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বেওয়ারিশ	ওয়ারিশের অভাব	অব্যয়ীভাব
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	কর্মধারয়
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যার প্রদীপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অবিশ্বাস্য	বিশ্বাস্য নয়	নঞ্ বহুব্রীহি
ষড়যন্ত্র	ষট যন্ত্রের সমাহার	দ্বিগু

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পাষাণস্তূপ	পাষাণের স্তূপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
অকাতর	নয় কাতর	নঞ্ তৎপুরুষ
সাত-সতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
কদাচার	কু যে আচার	কর্মধারয়
সদর্প	দর্পের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি
আপাদমস্তক	পদ (পা) থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব

সিলেট বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
অল্পপ্রাণ	অল্প প্রাণ যার	বহুব্রীহি
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
অনাচার	আচারের অভাব	অব্যয়ীভাব
প্রগতি	প্র যে গতি	প্রাদি সমাস
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব

বরিশাল বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আয়কর	আয়ের নিমিত্ত কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	২য়া তৎপুরুষ
বিধিলিপি	বিধির লিপি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রাণবধ	প্রাণকে বধ	২য়া তৎপুরুষ
প্রভাত	প্রকৃষ্ট যে ভাত	প্রাদি সমাস
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ বহুব্রীহি
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	বহুব্রীহি
জয়পতাকা	জয়ের পতাকা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

দিনাজপুর বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
হাতে-পায়ে	হাতে ও পায়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
নিরর্থক	নেই অর্থ যার	নঞ্ বহুব্রীহি
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
তিমিরবিদারি	তিমির বিদার করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস
গলাগলি	গলায় গলায় যে মিল	বহুব্রীহি

ঢাকা বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত	নঞ্ বহুব্রীহি
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রক্তারক্তি	রক্তে রক্তে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি
প্রগতি	প্রকৃষ্ট যে গতি	প্রাদি সমাস
তেপায়া	তিন পায়ার সমাহার	দ্বিগু সমাস
বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	৩য়া তৎপুরুষ
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব সমাস
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	৩য়া তৎপুরুষ
হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে কান্ড	ব্যতিহার বহুব্রীহি
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ বহুব্রীহি
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু সমাস
প্রভাত	প্রকৃষ্ট রূপে ভাত	প্রাদি সমাস
পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত	৩য়া তৎপুরুষ

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রথারোহণ	রথে আরোহণ	৭মী তৎপুরুষ
মুখভ্রষ্ট	মুখ হতে ভ্রষ্ট	৫মী তৎপুরুষ
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
অতিমাত্রা	মাত্রাকে অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ তৎপুরুষ
বেওয়ারিশ	ওয়ারিতে অভাব	অব্যয়ীভাব
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

রাজশাহী বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তিমিরবিদারি	তিমির বিদার করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কালসিন্ধু	কাল রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
অনৈক্য	ঐক্যের অভাব	অব্যয়ীভাব
সজ্জন	সৎ জন যে	কর্মধারয়
যুদ্ধবিরতি	যুদ্ধের বিরতি	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
রক্ত-মাংস	রক্ত ও মাংস	দ্বন্দ্ব
বজ্রসম	বজ্রের ন্যায়	কর্মধারয়
প্রিয়ংবদা	প্রিয় কথা বলে যে রমণী	উপপদ তৎপুরুষ
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়

যশোর বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আয়কর	আয়ের নিমিত্ত কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
অনাসক্ত	আসক্ত নয়	নঞ্ বহুব্রীহি
ক্রীতদাস	ক্রীত যে দাস	কর্মধারয়
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিল	ব্যতিহার বহুব্রীহি
নির্বিঘ্ন	বিঘ্নের অভাব	অব্যয়ীভাব
বিধিলিপি	বিধির লিপি	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
ষড়যন্ত্র	ষট্ যন্ত্রের সমাহার	দ্বিগু
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
ডাকবাক্স	ডাকের বাক্স	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
ত্রিলোক	তিন লোকের সমাহার	দ্বিগু

বরিশাল বোর্ড–২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মিঠেকড়া	মিঠে ও কড়া	দ্বন্দ্ব সমাস
তন্মাত্র	এই মাত্র	নিত্য সমাস

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	কর্মধারয়
প্রিয়ংবদা	প্রিয় কথা বলে যে রমণী	উপপদ তৎপুরুষ
সেতার	সে (তিন) তারের সমাহার	দ্বিগু
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
কোলাকুলি	কোলো কোলে যে মিল	ব্যতিহার বহুব্রীহি
রাজহংস	হংসের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

সিলেট বোর্ড--২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সহোদর	সহ (একই) উদর যারা	বহুব্রীহি
আয়কর	আয়ের জন্য কর	নিমিত্তার্থে ৪র্থী তৎপুরুষ
মৃদুমন্দ	যা মৃদু তা-ই মন্দ	কর্মধারয়
হরতাল	তাল তাল (তালা)	অব্যয়ীভাব
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
বিষাদ-সিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
সাত-সতের	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব

দিনাজপুর বোর্ড--২০০৯

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
অনেক	নয় এক	নঞ্ বহুব্রীহি
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	বহুব্রীহি
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
লেনদেন	লেন ও দেন	দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
বিমনা	অন্য মন যার	বহুব্রীহি

ঢাকা বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ক্ষীণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ তৎপুরুষ
অঙ্গুলিসংকেত	অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত	৩য়া তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যার প্রদীপ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
বেওয়ারিশ	বে (নেই) ওয়ারিশ যার	নঞ্ বহুব্রীহি
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	উপমান কর্মধারয়
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
সলিল-সমাধি	সলিলে সমাধি	৭মী তৎপুরুষ

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	৪র্থী তৎপুরুষ
জলসেচন	জল দ্বারা সেচন	৩য়া তৎপুরুষ
মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
দেশপলাতক	দেশ থেকে পলাতক	৫মী তৎপুরুষ
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	৩য়া তৎপুরুষ
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
হাভাতে	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব
মৃগশিশু	মৃগের শিশু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
জীবনবারি	জীবন রূপ বারি	রূপক কর্মধারয়
চাঁদমুখ	চাঁদের ন্যায় মুখ	কর্মধারয়
হজযাত্রা	হজের নিমিত্ত যাত্রা	৪র্থী তৎপুরুষ
অনুগমন	অনুতে গমন	অব্যয়ীভাব
ঘোলাটে	সমাসবদ্ধ পদ নয়	×
কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস
মৌমাছি	মৌ আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রগতি	প্রকৃষ্ট যে গতি	প্রাদি সমাস

রাজশাহী বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
আকর্ণ	কর্ণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
বরযাত্রী	বরের সাথের যাত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
তমসাচ্ছন্ন	তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন	৩য়া তৎপুরুষ
দোভাষী	দুই ভাষা জানে যে	উপপদ তৎপুরুষ
যুক্তিসঙ্গত	যুক্তি দ্বারা সঙ্গত	৩য়া তৎপুরুষ
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব

বরিশাল বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	৩য়া তৎপুরুষ
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জলসেচন	জল দ্বারা সেচন	৩য়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
সুখসময়	সুখের সময়	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
অত্যাচার-অবিচার	অত্যাচার ও অবিচার	দ্বন্দ্ব
অপর্যাপ্ত	পর্যাপ্ত নয়	নঞ্ বহুব্রীহি
দেশভক্তা	দেশকে ভক্তা	২য়া তৎপুরুষ
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি

সিলেট বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রাজপথ	পথের রাজা	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস
উদ্বেল	বেলাকে (তীর) অতিক্রম করা	অব্যয়ীভাব
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
তেমাথা	তিন মাথার সমাহার	দ্বিগু

ঢাকা বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
নবীনবরণ	নবীনকে বরণ	২য়া তৎপুরুষ
প্রপিতামহ	পিতার পিতামহ	অব্যয়ীভাব
বিমনা	মনের অভাব যার	বহুব্রীহি
মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
প্রতিদান	দানের বদলে দান	অব্যয়ীভাব
তেপান্তর	তিন প্রান্তের সমাহার	দ্বিগু
অনেক	ন এক	নঞ্ বহুব্রীহি
গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয়

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
চা-বাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
হররোজ	রোজ রোজ	অব্যয়ীভাব
ধর্মঘট	ধর্মের ঘট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
আয়কর	আয়ের নিমিত্ত কর	চতুর্থী তৎপুরুষ
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
বাস্তুহারা	বাস্তু হারিয়েছে যে	উপপদ তৎপুরুষ

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	৩য়া তৎপুরুষ
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যার প্রদীপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

সিলেট বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	কর্মধারয়
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
রাজনীতি	নীতির রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
অনশন	অশনের অভাব	অব্যয়ীভাব
প্রভাত	প্রকৃষ্ট রূপে ভাত	প্রাদি সমাস

রাজশাহী বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মনোহারিণী	মন হরণ করে যে নারী	উপপদ তৎপুরুষ
ধর্মকর্ম	ধর্মের নিমিত্ত কর্ম	৪র্থী তৎপুরুষ
বাকবিতন্ডা	বাক দ্বারা বিতন্ডা	৩য়া তৎপুরুষ
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
একরোখা	এক দিকে রোখ যার	বহুব্রীহি
দিলদরিয়া	দরিয়া রূপ দিল	রূপক কর্মধারয়
ভাল-মন্দ	ভাল ও মন্দ	দ্বন্দ্ব
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	৪র্থী তৎপুরুষ

যশোর বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দুধে-ভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব
অতিমাত্র	মাত্রাকে অতিক্রম করে	অব্যয়ীভাব
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত	নঞ্ বহুব্রীহি
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়
কচুকাটা	কচুর ন্যায় কাটা	কর্মধারয়
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
তন্মাত্র	এই মাত্র	নিত্য সমাস
ত্রিফলা	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু
বনমধ্যে	বনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জয়মুকুট	জয়ের নিমিত্ত মুকুট	চতুর্থী তৎপুরুষ

বরিশাল বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
বিস্ময়াপন্ন	বিস্ময় দ্বারা আপন্ন	৩য়া তৎপুরুষ
অত্যাচার-অবিচার	অত্যাচার ও অবিচার	দ্বন্দ্ব
মনোহারিণী	মন হরণ করে যে নারী	উপপদ তৎপুরুষ
অল্পপ্রাণ	অল্প প্রাণ যার	বহুব্রীহি
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত	নঞ্ বহুব্রীহি

ঢাকা বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ বহুব্রীহি
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নিত্য সমাস
প্রিয়ংবদা	প্রিয় বাক্য বলে যে রমণী	উপপদ তৎপুরুষ
তেপায়া	তে (তিন) পায়ার সমাহার	দ্বিগু সমাস
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রিয়ংবদা	প্রিয় বাক্য বলে যে রমণী	উপপদ তৎপুরুষ
প্রগতি	প্রকৃষ্ট যে গতি	প্রাদি সমাস
যাদুকর	যাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ তৎপুরুষ
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	উপমান কর্মধারয়
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অল্পপ্রাণ	অল্প (হালকা) প্রাণ যার	বহুব্রীহি
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
দেশ-পলাতক	দেশ থেকে পলাতক	৫মী তৎপুরুষ
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিলেট বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব সমাস
শোকার্ত	শোক দ্বারা আর্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
নামঞ্জুর	নয় মঞ্জুর	নঞ্ তৎপুরুষ
সত্যবাদী	সত্য কথা বলেন যিনি	বহুব্রীহি
জীবনবিমা	জীবন রক্ষার্থে বিমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আয়কর	আয়ের উপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
সতীর্থ	সমান তীর্থ যার	বহুব্রীহি
সুহৃদয়	সুন্দর হৃদয় যার	বহুব্রীহি

রাজশাহী বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মেঘমুক্ত	মেঘ থেকে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি
লেনদেন	লেন ও দেন	দ্বন্দ্ব সমাস
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
মাথাপিছু	মাথার পিছু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
লালফুল	লাল যে ফুল	কর্মধারয়
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়

যশোর বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অকালপক্ব	অকালে পক্ব	সপ্তমী তৎপুরুষ
বিপ্লব-অভিযান	বিপ্লবের নিমিত্ত অভিযান	৪র্থী তৎপুরুষ
যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
প্রতিচ্ছবি	ছবির সদৃশ	অব্যয়ীভাব
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রক্তকমল	রক্ত বর্ণের ন্যায় কমল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
তিমির-কুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার	বহুব্রীহি
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ

বরিশাল বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জলসেচন	জল দ্বারা সেচন	তৃতীয়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অতিথিসৎকার	অতিথির সৎকার	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
নব যৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
অনসূয়া	নেই অসূয়া (হিংসা) যার	নঞ্ বহুব্রীহি
ক্ষীণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রিয়ংবদা	প্রিয় বাক্য বলে যে রমণী	উপপদ তৎপুরুষ
স্বভাবসিদ্ধ	স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ

ঢাকা বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
গায়েপড়া	গায়ে পড়ে যে	অলুক বহুব্রীহি
বেতার	তারের অভাব	অব্যয়ীভাব
গাছপাকা	গাছে পাকা	৭মী তৎপুরুষ
তরুলতা	তরু ও লতা	দ্বন্দ্ব
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	৩য়া তৎপুরুষ
উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলার অভাব	অব্যয়ীভাব
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যৌবন-সূর্য	সূর্যের ন্যায় যৌবন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
প্রভাব	প্রকৃষ্ট যে ভাব	প্রাদি সমাস
অস্থির	নয় স্থির	নঞ্ তৎপুরুষ
দেশভক্তা	দেশকে ভক্তা	২য়া তৎপুরুষ
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত	কর্মধারয়
গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আম-কুড়ানো	আমকে কুড়ানো	২য়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
খেয়াঘাট	খেয়ার জন্য ঘাট	৪র্থী তৎপুরুষ

যশোর বোর্ড—২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ঘিয়েভাজা	ঘিয়ে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
দেশপলাতক	দেশ হতে পলাতক	পঞ্চমী তৎপুরুষ
অসত্য	সত্যের অভাব	অব্যয়ীভাব
বনমধ্যে	বনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আজকাল	আজ ও কাল	দ্বন্দ্ব
মামাবাড়ি	মামার বাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
তুষারশীতল	তুষারের ন্যায় শীতল	কর্মধারয়
গাছপাকা	গাছে পাকা	৭মী তৎপুরুষ

রাজশাহী বোর্ড—২০০৫

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রাজহংস	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
গৃহস্থ	গৃহে অবস্থান যার	বহুব্রীহি
কাজলকালো	কাজলের মতো কালো	কর্মধারয়
ষড়ভুজ	ষড়ভুজের সমাহার	দ্বিগু
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয়

ঢাকা বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	৩য়া তৎপুরুষ
তন্মাত্র	কেবল মাত্র	নিত্য সমাস
মার্তণ্ডপ্রায়	মার্তণ্ডের প্রায়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
যৌবন-বেগ	যৌবনের বেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গল্পপ্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বেওয়ারিশ	বে (নেই) ওয়ারিশ যার	নঞ্ বহুব্রীহি
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	৪র্থী তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ বহুব্রীহি
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
গণ্যমান্য	যিনি গণ্য তিনি মান্য	কর্মধারয়
ভারার্পণ	ভারকে অর্পণ	২য়া তৎপুরুষ
মহাপৃথিবী	মহা যে পৃথিবী	কর্মধারয়
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যার প্রদীপ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
অবিশ্বাস্য	বিশ্বাস্য নয়	নঞ্ বহুব্রীহি
পাষাণস্তূপ	পাষাণের স্তূপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বেহায়া	হায়া নেই যার	নঞ্ বহুব্রীহি
রাজদত্ত	রাজা কর্তৃক দত্ত	৩য়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
আয়কর	আয়ের নিমিত্ত কর	৪র্থী তৎপুরুষ
বিপত্নীক	বিগত পত্নী যার	বহুব্রীহি
বনেবাদাড়ে	বনে ও বাদাড়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
ত্রিলোক	তিন লোকের সমাহার	দ্বিগু

সিলেট বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আমরা	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
ঘিয়েভাজা	ঘিয়ে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
মিঠেকড়া	মিঠে ও কড়া	দ্বন্দ্ব সমাস
কানাকানি	কানে কানে যে কথা	বহুব্রীহি
যাদুকর	যাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অনাচার	আচারের অভাব	অব্যয়ীভাব
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত যে	নঞ্ বহুব্রীহি
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়

যশোর বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়
প্রিয়ংবদা	প্রিয় বাক্য বলে যে রমণী (নারী)	উপপদ তৎপুরুষ
দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
ধর্মকার্য	ধর্মের নিমিত্ত কার্য	৪র্থী তৎপুরুষ

পঞ্চম অধ্যায়

বাক্যতত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য ও বাক্য গঠন, বাক্য রূপান্তর

বাক্যের সংজ্ঞা : দুই বা ততোধিক শব্দ বা পদ মিলিত হয়ে যদি বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করে তাহলে ঐ শব্দগুলোকে একসঙ্গে **বাক্য** বলা হয়। যেমন–

১. রহিম বই পড়ে।

২. সুমন ভাত খাইতেছে।

৩. বালিকাটি কাঁদিতেছে।

উপরের তিনটি বাক্যই বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করেছে। প্রথম দুটি বাক্যে তিনটি এবং শেষ বাক্যটিতে দুটি শব্দ আছে।

কিন্তু একাধিক শব্দ মিলিত হয়েও যদি মনের ভাব প্রকাশ না করে তবে তা বাক্য হবে না। যেমন–

১. করিম মাঠ খাব।

২. তমাল যাই ফল।

৩. খায় আমি ঢাকা।

উপরের তিনটি উদাহরণের একটিও বাক্য হয়নি। যদিও প্রত্যেকটিতে তিনটি করে শব্দ রয়েছে।

সুতরাং **অর্থ প্রকাশক শব্দসমষ্টিই বাক্য।**

বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র একটি শব্দেও বাক্য গঠিত হয়ে থাকে। তবে এক শব্দবিশিষ্ট বাক্য সাধারণত কোনো প্রশ্নের উত্তরে অথবা আদেশ-অনুরোধের জবাবে হয়ে থাকে। যেমন–

প্রশ্ন ১. আমি কি এখন যেতে পারি?

উত্তর : যাও। (একটি শব্দেই বাক্যটি যথার্থ।)

প্রশ্ন ২. গতকাল কে এসেছিল?

উত্তর : সালেহা। (একটি শব্দেই বাক্য হয়েছে।)

প্রশ্ন ৩. তুমি কি আসলেই খাবে না?

উত্তর : না। (একটি শব্দেই বাক্য হয়েছে।)

উপরে 'যাও' বলতে 'তুমি এখন যেতে পার'; 'সালেহা' বলতে 'সালেহা গতকাল এসেছিল' এবং 'না' বলতে 'আমি খাব না'–এ বাক্যগুলো সংক্ষেপীকরণ হয়েছে ।

বাক্য গঠন

যেমন খুশি শব্দ একত্রিত করলেই বাক্য গঠিত হয় না। বাক্য গঠনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শব্দগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে হয়। অনাবশ্যক বা অনুপযোগী শব্দ বাক্যে ব্যবহার করা যাবে না। একটি সার্থক বাক্য গঠন করতে হলে তিনটি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। যথা–

১. আসত্তি (ক্রমবিন্যাস)
২. যোগ্যতা (ক্ষমতা) ও
৩. আকাঙ্ক্ষা (ইচ্ছাপূরণ)।

বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে পদবিন্যাসের একটি নিয়ম আছে। সাধারণত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া–এই পদবিন্যাসে বাংলা বাক্য গঠিত হয়। 'আমি ভাত খাই' বাক্যটি সঠিক নিয়মে গঠিত। কিন্তু 'খাই ভাত আমি' এটির পদবিন্যাস ঠিক হয়নি।

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥	**বাক্য কাকে বলে?** *[কু. বো. ২০১৫; য. বো. ২০১৫]* **একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? আলোচনা কর।** *[চা. '০৪, '০৯, '১১; কু. বো. '০৫, '০৭, '১১; রা. '০৮, '১০; য. '০৩, '০৫, '০৮, '১০ : সি. '০৪, '০৮, '১০, '১২, **২০১৫**; চ. '০৩, '০৭, '১১, ব. বো. '০৯, '১১; দি. '১০, '১২]* অথবা, **একটি সার্থক শব্দের কী কী গুণ থাকা দরকার? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[রা. বো. '১৩; চ. '১৩; ব. বো. '১৩, **২০১৫**; সি. '১৪; কু. '১৪; দি. '১৪]*

উত্তর : **বাক্য :** অর্থ প্রকাশক ধ্বনিসমষ্টিকে বাক্য বলে । যেমন–তারা স্কুলে যাচ্ছে।

সার্থক বাক্য গঠনে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তা নিম্নরূপ–

১. আসত্তি (ক্রমবিন্যাস),
২. যোগ্যতা (ক্ষমতা) ও
৩. আকাঙ্ক্ষা (ইচ্ছাপূরণ)।

১. **আসত্তি :** বাক্যের পদগুলোর যথার্থ ক্রমবিন্যাসকে **আসত্তি** বলা হয়। বাক্যে আসত্তি রক্ষা না হলে তা যথার্থ বাক্য হয় না। যেসব শব্দ মিলিত হয়ে বাক্য গঠিত হবে তাদেরকে এলোমেলোভাবে সাজালে হবে না। পদের ক্রম অনুসারে শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্যটির বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। অন্যথায় তা বাক্য হবে না। যেমন–

ক. কবি বড় নজরুল একজন । –এটি সার্থক বাক্য হয়নি।
* নজরুল একজন বড় কবি। –এটি সার্থক বাক্য হয়েছে।

খ. থেকে ছেলেরা ফুটবল সকাল খেলছে। –এটি সার্থক বাক্য হয়নি।
* ছেলেরা সকাল থেকে ফুটবল খেলছে। –এটি সার্থক বাক্য হয়েছে।

গ. পলাশ না কলেজে যাবে আজ। –এটি সার্থক বাক্য হয়নি।
* পলাশ আজ কলেজে যাবে না । –এটি সার্থক বাক্য হয়েছে ।

২. **যোগ্যতা** : বাক্যের পদগুলোর যে ক্ষমতা তাকে **যোগ্যতা** বলা হয়। বাক্যের ভাব বা অর্থ প্রকাশের জন্য যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা না হলে বাক্য সার্থক হয় না। শব্দগুলোর উপযুক্ততার ক্ষমতাই যোগ্যতা। যেমন–

ক. 'নদীর পানিতে গোসল কর' না বলে যদি বলা হয় 'নদীর বালুতে গোসল কর' তাহলে এটি সার্থক বাক্য হবে না। কেননা বালুর গোসল করানোর ক্ষমতা নেই।

খ. 'বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ কর' না বলে যদি বলা হয় 'বাড়ির উঠানে মাছ চাষ কর' তাহলে এটি সার্থক বাক্য হবে না। কেননা বাড়ির উঠানে মাছ চাষ করা সম্ভব নয়।

গ. 'মায়ের শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে' না বলে যদি বলা হয় 'বাপের শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে' তাহলে এটি শুদ্ধ বাক্য হবে না। কেননা বাবা কখনো শাড়ি পরেন না।

সুতরাং সার্থক বাক্য গঠনের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় বাক্য শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হবে না।

৩. **আকাঙ্ক্ষা** : বাক্যের বক্তব্যের অভিপ্রায়কে আকাঙ্ক্ষা বলা হয়। বাক্যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হতে হবে। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি না হলে বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রয়োজনীয় শব্দ সংযোজন করে পূর্ণ বাক্য লিখলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। যেমন–

ক. 'সম্রাট শেরশাহ্ অনেক রাস্তা তৈরি করেছিলেন' না বলে 'সম্রাট শেরশাহ্ অনেক রাস্তা' বলে শেষ করলে বক্তব্য পূর্ণ হবে না বিধায় এটি সার্থক বাক্য হবে না।

খ. 'অধ্যক্ষ সাহেব আজ বক্তৃতা দেবেন' না বলে 'অধ্যক্ষ সাহেব আজ' বলে বাক্য শেষ করলে বক্তার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হবে না । সুতরাং এটি সার্থক বাক্য হবে না।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	**গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** *[চা. বো. '০৩, '০৫, '১৩, '১৪; চ. '০৫, '১২, ২০১৫; ব. ০৫, ১০, '১২, '১৪; কু. '০৪, '১২, ২০১৫; সি. '০৭, '০৯, ২০১৫; য. বো. '০৯, '১১, '১৪; রা. বো. '১২, '১৪]*

উত্তর : গঠনগত দিক থেকে বাংলা বাক্য তিন প্রকার। যথা–

ক. সরল বাক্য,

খ. জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য ও

গ. যৌগিক বাক্য।

ক. সরল বাক্য : যে বাক্য সহজ, সরল ও সোজা ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করে তাকে **সরল বাক্য** বলা হয়। সরল বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে। যেমন–

১. পাখিরা আকাশে ওড়ে।

২. ছেলেরা ফুটবল খেলছিল।

৩. তমাল ভাত খাচ্ছে ।

খ. জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য : একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ মিলিত হয়ে যদি একটি বাক্য গঠিত হয় এবং তাদের একটি যদি অন্যটির অধীন হয় অথবা একটির অর্থ যদি অন্যটির সাহায্য ছাড়া পূর্ণতা না পায় তবে তাকে **জটিল বাক্য** বা **মিশ্র বাক্য** বলা হয়। যেমন–মা জানালেন যে, বাবা বাড়ি ফেরেননি। এ বাক্যে 'বাবা বাড়ি ফেরেননি' বাক্যটি 'মা জানালেন যে' বাক্যটির অধীন। অনুরূপ –

১. যখন সকাল হবে তখন তারা রওনা হবে।

২. তোমার যা কিছু হারিয়েছে, সবই ফিরে পাবে।

৩. তুমি যদি না খাও তবে আমি কিছুই খাব না।

গ. যৌগিক বাক্য : একাধিক স্বাধীন বাক্য ও, এবং, আর, কিন্তু, তবু প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে যে বৃহৎ বাক্য তৈরি হয় এবং যাতে একাধিক উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকে তাকে **যৌগিক বাক্য** বলে। যেমন–

১. আমি বাজারে যাব এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

২. তিনি স্কুলে গেলেন ও ছাত্রদের পড়ালেন ।

৩. সে ঢাকা যাবে কিন্তু বাসে যাবে না।

উপরের বাক্যগুলোর প্রত্যেকটি দু'দুটি বাক্য মিলে গঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥	**অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।** *[সি. বো. '০২, ০৭]*

উত্তর : অর্থানুসারে বাক্যগুলোকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। বিবৃত বাক্য, প্রশ্নবাক্য, অনুজ্ঞা বাক্য, আবেগ বাক্য, ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য।

বিবৃত বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনার ভাব বা অবস্থার বিবৃতি বা বর্ণনা প্রকাশিত হয় তাকে বিবৃত বা বর্ণনাত্মক বাক্য বলে। যেমন—সাদিয়া প্রতিদিন তায়্যিবার সাথে স্কুলে যায়।

বিবৃত বা বর্ণনাত্মক বাক্য আবার দুই প্রকার। যথা—অস্তিবাচক বা হাঁ-বোধক এবং নেতিবাচক বা না-বোধক বাক্য।

যে বাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশিত হয় তাকে অস্তিবাচক বা হাঁ-বোধক বাক্য বলে। যেমন—শাওন ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে।

যে বাক্যে না-বোধক বক্তব্য প্রকাশিত হয় তাকে নেতিবাচক বা না-বোধক বাক্য বলে। যেমন—তায়্যিবা ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে না।

প্রশ্নবাক্য : যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো প্রশ্ন করে কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় তাকে প্রশ্নবাক্য বলে। যেমন—তোমার নাম কী? তুমি কি এখন যাবে?

অনুজ্ঞা বাক্য : যে বাক্য দ্বারা আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা প্রভৃতি বোঝায় তাকে অনুজ্ঞা বাক্য বলে। যেমন—সাদিয়াকে খবর দাও। কখনো মিথ্যা বোলো না।

আবেগ বাক্য : যে বাক্য দ্বারা আনন্দ, বিরক্তি, ভয়, দুঃখ, বিস্ময় বা ধিক্কার অর্থাৎ মনের আকস্মিক ভাব বা আবেগ প্রকাশিত হয় তাকে আবেগ বাক্য বলে। যেমন—বাগানটি কী সুন্দর! হায়! আমি এ কী করলাম!

ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য : যে বাক্য দ্বারা ইচ্ছা, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি নির্দেশিত হয় তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন—আমি যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তবে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যাকরণে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্যকে আবেগ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥	**সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।** *[য. বো. '১২]*

উত্তর : গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা—১. সরল বাক্য ২. জটিল বাক্য ও ৩. যৌগিক বাক্য। এদের মধ্যে সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের চরিত্র প্রায় একই।

সরল বাক্য : যে বাক্য সহজ, সরল ও সাধারণভাবে মনের ভাব ও বক্তব্য প্রকাশ করে তাকে সরল বাক্য বলা হয়। সরল বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে। যেমন–পাখিরা আকাশে ওড়ে।

যৌগিক বাক্য : একাধিক সরল বাক্য মিলে এবং একাধিক উদ্দেশ্য ও বিধেয় সমন্বয়ে যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। এ ধরনের বাক্য যেমন–ও, এবং, আর, কিন্তু, তবু প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়। যেমন–সে ঢাকা যাবে কিন্তু বাসে সে যাবে না।

সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য গঠনগত ও আকারগত। সরল বাক্য আকারে ছোট হতে পারলেও যৌগিক বাক্য ছোট হতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥	**প্রতিটি বাক্যে কয়টি অংশ থাকে? উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলতে কী বোঝ?**

উত্তর : প্রত্যেকটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে– উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

উদ্দেশ্য : বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন– তায়্যিবা পুতুল খেলে।

উদ্দেশ্য আবার দুই প্রকার–সরল উদ্দেশ্য ও সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য।

সরল উদ্দেশ্য : একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।

যেমন– অতুল বল খেলে।

সরল উদ্দেশ্য

সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য : যে উদ্দেশ্য এক বা একাধিক পদ দ্বারা সম্প্রসারিত হয় তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে। যেমন–এই গ্রামের সাইফুল ভালো খেলে।

সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য

বিধেয় : বাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন– রাতুল স্কুলে যায় ।

বিধেয়

বিধেয়কেও সম্প্রসারিত করা যায়। যা পদ বা পদসমষ্টি বিধেয়কে সম্প্রসারিত করে তা-ই বিধেয় পদের সম্প্রসারক। যেমন--জেট বিমান অতিশয় দ্রুত চলে।

বিধেয়ের সম্প্রসারক

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥	**খণ্ডবাক্য কাকে বলে? আশ্রিত খণ্ডবাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : খণ্ডবাক্য : জটিল বা মিশ্র বাক্যে ছোট ছোট একাধিক বাক্য থাকে। এদেরকে খণ্ডবাক্য বলে। খণ্ডবাক্য প্রধানত দুই প্রকার–প্রধান খণ্ডবাক্য ও আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

যে খণ্ডবাক্য অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভরশীল নয় তাকে প্রধান খণ্ডবাক্য বলে।

যে খণ্ডবাক্য অর্থ প্রকাশের জন্য প্রধান খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভরশীল তাকে আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার। যথা–

ক. **বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য বিশেষ্য পদের কাজ করে তাকে বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন–

আমি জানি।
প্রধান খণ্ডবাক্য
সে কেমন লোক।
বিশেষ্য স্থানীয় ।
আশ্রিত খণ্ডবাক্য

খ. **বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন–

যে এ সভায় অনুপস্থিত,
বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য
সে বড় দুর্ভাগা।

গ. **ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন–যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।

প্রশ্ন ১৭১	পদক্রম বা পদসংস্থাপনার ক্রম কী? এর নিয়মগুলো কী কী?

উত্তর : বাক্যের অন্তর্গত পদগুলো যথাস্থানে বসানোই হলো পদক্রম বা পদসংস্থাপনার ক্রম। নিচে পদক্রমের নিয়মাবলি আলোচা করা হলো–

১. সাধারণত বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় বসে। যেমন– পরিশ্রমী, (সম্প্রসারক) ছাত্ররাই, (কর্তৃপদ) রীতিমতো সফলতা, (সম্প্রসারক) অর্জন করে, (ক্রিয়াপদ)

তবে বাক্যকে শক্তিশালী করতে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন– মেয়েটি ছিল অত্যন্ত মেধাবী।

২. সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসে। যেমন–
আমার মা অনেক ধার্মিক।
অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য বা কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ পদ পরেও বসতে পারে। যেমন–
"হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।"

৩. কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে। যেমন–
ছেলেটি আচরণে খুবই ভালো।
মিসরের মেয়েরা দেখতে অনেক সুন্দর।

৪. বিধেয় বিশেষণ সবসময় বিশেষ্যের পরে বসে। যেমন–
লোকটি যে দয়ালু তাতে সন্দেহ নেই।

৫. বাক্যের প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন–
আমরা 'মেঘনাদ-বধ' পড়েছি।
কবিতায় বা বাক্যে জোর দিতে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন–
"লহ নমস্কার, সুন্দর আমার।"
জানি, তোমার ক্ষমতা কতটুকু।

৬. বহু পদময় বিশেষণ অবশ্যই বিশেষ্যের আগে বসে। যেমন–তোমার নাক-ডাকা ঘুম সকলকেই বিরক্ত করে।

প্রশ্ন ঃ ১৮ ঃ	বাক্যে 'না' বা 'নে' অব্যয়ের ব্যবহার আলোচনা কর।

উত্তর : বাক্যে 'না' বা 'নে' অব্যয়ের ব্যবহার–

১. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন–
রহিম বল খেলে না।
অন্ধকারে ঢিল ছুড়িস নে।

২. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন–
তুমি না বুঝতে পারলে শিক্ষককে বলো।

৩. বিশেষণীয় বিশেষণরূপে বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন–
লোকটি না ধনী, না গরিব।

৪. যদি দিয়ে বাক্য শুরু হলে 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন–
যদি তুমি না পড়ো, তবে সফল হতে পারবে না।

'না' (নঞ ব্যতীত) অন্য অর্থে ব্যবহার–

১. বিকল্পার্থে জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যে
তুমি খেলবে না আমি খেলব?

২. অনুরোধ বা আদেশ অর্থে (নিরর্থকভাবে বাক্যের শেষে):
কোথায় যাও, দাঁড়াও না।

৩. পদ পূরণে (নিরর্থকভাবে)
সেই কবে না তোমার সাথে সর্বশেষ কথা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ১৯ ঃ	যৌগিক বাক্য কাকে বলে? পাঁচটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ দাও।

উত্তর : যৌগিক বাক্যে আশ্রিত ও আশ্রয় বাক্যের মধ্যে সুষম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং প্রতিটি বাক্যই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হিসেবে শ্রোতার কাছে প্রতীয়মান হয়, তা-ই যৌগিক বাক্য। যৌগিক বাক্যে দুটি সরল বা জটিল বাক্যের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপক হিসেবে অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন–তুমি খাও, তবে আমরা খাব।

পাঁচটি বাক্য : নিচে পাঁচটি যৌগিক বাক্য দেওয়া হলো–

১. তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করতে পার। কিন্তু কখনোই মন জয় করতে পারবে না।

২. মনোযোগ দিয়ে পড়ো নচেৎ পরীক্ষায় ফেল করবে।

৩. আতাবুরকে আমি অনেক বোঝালাম তবুও সে রাজি হয়নি।

৪. হানিফকে যেতে দিতে হবে, নতুবা খারাপ পরিণতি হবে।

৫. বীথি এবং সিদ্ধার্থ পরস্পর ভাই-বোন।

প্রশ্ন ঃ ১০ ঃ	**জটিল বাক্য কাকে বলে? পাঁচটি জটিল বাক্যের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য থাকে ও পরস্পর পরস্পরকে ভাবে ব্যবহৃত হয়ে ভাব প্রকাশ সম্পূর্ণ করে তা-ই জটিল বাক্য।

যেমন–তুমি যদি আসো, তবে আমি যাব। যে কথা তুমি বলেছ, তা আমি বুঝলাম।

পাঁচটি বাক্য : নিচে পাঁচটি বাক্য দেওয়া হলো–

১. যেমন কর্ম, তেমন ফল।
২. যেহেতু তুমি এসেছ, তাই অনেক খুশি হলাম।
৩. আমি এমন মানুষকে ভালোবাসি যারা পরের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে।
৪. যখনই আমি পাইকুরাটি গেলাম, তখনই নিলয়ের সাথে সাক্ষাৎ পেলাম।
৫. বিশ্ব যে দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা অনুমানেই বোঝা যায়।

প্রশ্ন ঃ ১১ ঃ	**কার্যকারণাত্মক ও সন্দেহদ্যোতক বাক্য কাকে বলে? প্রতিটির তিনটি করে উদাহরণ দাও।**

উত্তর : কার্যকারণাত্মক বাক্য : বাক্যে ক্রিয়া তার কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে যদি বিশেষ কোনো শর্তের অধীনে থাকতে হয় তবে তা-ই কার্যকারণাত্মক বাক্য। এ ধরনের বাক্যকে অনেক সময় শর্তসূচক বা শর্তসাপেক্ষ বাক্য বলা হয়। যেমন–

তুমি এলে আমি যাব।
তুমি যদি জীবনে উন্নতি করতে চাও তবে পরিশ্রম করতে হবে।
সৃষ্টিকর্তার হুকুম যদি না মেনে চলো তবে আখের খারাপ হবে।

সন্দেহদ্যোতক বাক্য : যে বাক্যে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা ইত্যাদি ভাব প্রতীয়মান হয়, তা-ই সন্দেহদ্যোতক বাক্য। যেমন–

জুঁই হয়তো আগামীকাল নিজামপুর আসতে পারে।
আবির বোধ হয় এবারের পরীক্ষায় ভালো করবে।
বোধ হয়, ফাহিমা এখন থেকে তার পড়াশোনায় মনোযোগী হবে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥	**নিম্নলিখিত বিশেষণ সম্বন্ধগুলোর সাহায্যে সরল বাক্য রচনা কর।**

উত্তর : **পাথরের টুকরো :** পাথরের টুকরো বিছানো রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে ছোট্ট শিশুটি।

গ্রামের পুকুর : বর্ষাকালে গ্রামের পুকুর পানিতে টইটম্বুর থাকে।

গ্রীষ্মের দুপুর : গ্রীষ্মের দুপুরে ক্লান্ত পথিক বটের ছায়ায় আশ্রয় নিল।

নিজের কণ্ঠস্বর : অন্ধকারে নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনে নিজেই ভয় পেলাম।

শোকের নদী : মেয়েটি আত্মহত্যা করে মা-বাবাকে শোকের নদীতে ভাসাল।

আমার সন্তান : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥	**পরপদে 'বাহী' ও 'জীবী' আছে এমন দুটি করে শব্দ লিখে জটিল বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।** *[সি.বো. ০১, ১১; ব.বো. ০২, ০৭, ০৮; চ.বো. ০৫; ঢা.বো. ০২, ০৭, ১১]*

উত্তর : নিচে পরপদে 'বাহী' ও 'জীবী' আছে এমন দুটি করে শব্দের বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো–

বাহী

১. যেহেতু মালবাহী গাড়িটি দ্রুতবেগে চলছিল, তাই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলো।

২. যদি তুমি কোনো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকো তবে তোমার মর্যাদা বাড়বে।

জীবী

১. আমাদের দেশে যারা কৃষিজীবী তারাই বিভিন্নভাবে নির্যাতিত।

২. যদি তুমি শ্রমজীবী না হও তবে তোমাকে পরজীবীর মতো বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥	**সম্মুখন ও পদ বিপর্যয় বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ তুলে ধর।**

উত্তর : **সম্মুখন :** বক্তব্যের কোনো অংশের উপর গুরুত্ব আরোপের জন্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলার জন্য বাক্যের পরের অংশকে প্রথমে উপস্থাপন করার রীতিকে সম্মুখন বলা হয়। যেমন–

স্বাভাবিক : আঁখি এখানে আসে প্রতিদিন দুপুরে।

সম্মুখন : প্রতিদিন দুপুরে আঁখি এখানে আসে।

স্বাভাবিক : আমার অনেক ভালো লাগে বৈশাখী সকালে আম কুড়াতে।

সম্মুখন : বৈশাখী সকালে আম কুড়াতে আমার অনেক ভালো লাগে।

পদ বিপর্যয় : বাক্যে প্রচলিত ক্রিয়াপদের ক্রমবিন্যাসের রীতি ভেঙে বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ বসানোর রীতি থেকে সরে এসে অন্য পদগুচ্ছকে ক্রিয়াপদের পর বসিয়ে যে নতুন আঙ্গিক দেওয়া হয় তা-ই পদ বিপর্যয়। যেমন–

স্বাভাবিক : সে অনেকক্ষণ পরে উপস্থিত হলো।

পদ বিপর্যয় : সে উপস্থিত হলো অনেকক্ষণ পর।

স্বাভাবিক : তুমি যা বলছ আমি বিশ্বাস করি না।

পদ বিপর্যয় : আমি বিশ্বাস করি না তুমি যা বলছ।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥	**স্বীকৃতি বাক্য ও অস্বীকৃতি বাক্য কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** **অথবা, অস্তিবাচক বাক্য ও নেতিবাচক বাক্য কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

উত্তর : স্বীকৃতি বা অস্তিবাচক বাক্য : যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা বস্তুর অস্তিবাচক স্বীকার করা হয় বা হ্যাঁ-বোধক ভাবের প্রকাশ ঘটে তা-ই স্বীকৃতি বা অস্তিবাচক বাক্য। যেমন–

মেয়েটি সুন্দর।

তারা সেদিন সভায় উপস্থিত ছিল।

অস্বীকৃতি বা নেতিবাচক বাক্য : যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা বস্তুর অস্তিবাচক কথা অস্বীকার করা হয় বা না-বোধক ভাবের প্রকাশ ঘটে তা-ই অস্বীকৃতি বা নেতিবাচক বাক্য। যেমন–

মেয়েটি তেমন সুন্দর নয়।

তারা সেদিন সভায় অনুপস্থিত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥	**বাক্যে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের পাঁচটি শুদ্ধ প্রয়োগ দেখাও।**

উত্তর : নিম্নে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগের পাঁচটি শুদ্ধ প্রয়োগ দেখানো হলো–

অশুদ্ধ : সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কোথায় উপস্থিত ছিল?

শুদ্ধ : সকল ছাত্রছাত্রী কোথায় উপস্থিত ছিল?

অশুদ্ধ : মেয়েটি ভয়ানক সুবুদ্ধিমতী।

শুদ্ধ : মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

অশুদ্ধ : মোর হৃদয়ে অশ্রুজলে তোমার নামটি লিখা রইল।

শুদ্ধ : মোর হৃদয়ে অশ্রুতে তোমার নামটি লিখা রইল।
অশুদ্ধ : পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তাকে বিরক্ত কর না।
শুদ্ধ : পরীক্ষা চলাকালীন তাকে বিরক্ত কর না।
অশুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হলো।
শুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হলো।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥	প্রবাদ প্রবচনের অপপ্রয়োগের পাঁচটি শুদ্ধ রূপ দেখাও।

উত্তর : বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ অংশের ৫ নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥	উদ্দেশ্য পদের প্রসারক কি? কী কী উপায়ে উদ্দেশ্য পদের প্রসারক গঠিত হয় আলোচনা কর।

উত্তর : উদ্দেশ্য পদের প্রসারক : বাক্যের অন্তর্গত যে পদ বা পদগুচ্ছ উদ্দেশ্য অংশে অবস্থানের মধ্যে দিয়ে উক্ত উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে তা-ই উদ্দেশ্য পদের প্রসারক। যেমন–

নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামটি দেখতে অনেক সুন্দর।
এবারের পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো খুবই কঠিন।
প্রসারক *উদ্দেশ্য*

উদ্দেশ্য পদের প্রসারক গঠিত হওয়ার উপায় : নিম্নোক্ত উপায়ে উদ্দেশ্য পদের প্রসারক গঠিত হয়।

১. বিশেষণযোগে : সুন্দর কলমটি তোমাকে দিলাম।
২. সম্বন্ধ পদযোগে : আমার চাচার একটি গাড়ি আছে।
৩. অসমাপিকা ক্রিয়া-বিশেষণযোগে : তোমাকে দেখলে আমি শান্তি পাই।
৪. সমকারক বিশেষ্যযোগে : অনেক দিন পর এই গ্রামের ছেলে সৈকত ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥	বিধেয় পদের প্রসারক কী? কী কী উপায়ে তা গঠিত হয় আলোচনা কর?

উত্তর : বিধেয় পদের প্রসারক : বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কারকের সাথে সম্পর্কিতে অন্যান্য পদগুচ্ছ এবং বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষণকে বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারক বলে। যেমন–পাখিটি দ্রুত উড়ছে।

বিধেয় পদের প্রসারক গঠিত হওয়ার উপায় : নিম্নোক্তভাবে বিধেয় পদের প্রসারক গঠিত হয়–

১. বিধেয় বিশেষণযোগে : শহরের মাঝে গড়ে উঠেছে বড় বড় দালান।

২. ক্রিয়া বিশেষণযোগে : জাহাজটি অনেক দ্রুত গতিতে চলছে।

৩. অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে : সে বিষয়টি জানতে পেরে অনেক খুশি।

৪. অপাদানবাচক কারকযোগে : গাছ থেকে প্রতিদিন বিকালে ফল পড়ে।

বাক্য রূপান্তর

গঠন অনুসারে বাংলা বাক্য **তিন** প্রকার । যেমন–সরল বাক্য, জটিল বা মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্য । আবার অর্থানুসারে বাক্য প্রধানত **পাঁচ** প্রকার। যেমন–অস্তিবাচক বাক্য, নেতিবাচক বাক্য, প্রশ্নবাচক বাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য ও বিস্ময়বাচক বাক্য। অর্থ ঠিক রেখে **একধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে পরিবর্তন করাকে বাক্য রূপান্তর বলা হয়।**

নিচে বিভিন্ন ধরনের বাক্য রূপান্তরের উদাহরণ দেওয়া হলো :

অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক

'শকুন্তলা' গদ্য থেকে

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
১. উদ্যানলতা সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল ।	১. উদ্যানলতা সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত না হইয়া পারিল না।
২. কন্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন ।	২. কন্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক না ভালোবাসিয়া পারেন না।
৩. আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে ।	৩. আমারও যে ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ নাই তাহা নহে।
৪. এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা বলে।	৪. এই জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা না বলিয়া পারে না।
৫. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।	৫. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

'হৈমন্তী' গল্প থেকে

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
৬. বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।	৬. বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যক ছিল না।
৭. পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে লাগিল।	৭. পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রহিল না।
৮. শ্বশুরেরও তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইল ।	৮. শ্বশুরেরও তাঁহার মনিবের উপর রাগ না হইয়া পারিল না ।
৯. আমার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল ।	৯ . আমার বুকের ভিতরটা হু হু না করিয়া উঠিয়া পারিল না।
১০. হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।	১০. হৈমন্তী চুপ করিয়া না রহিয়া পারিল না/হৈমন্তী কথা কহিল না।
১১. হৈম কিছু না বলিয়া একটু থামিল।	১১. হৈম কিছু না বলিয়া একটু না থামিয়া পারিল না।
১২. সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে দেখাইত।	১২. সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে না দেখাইয়া পারিত না।
১৩. তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।	১৩. তাহার মন একবারে কাঠ না হইয়া পারিল না।

'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্প থেকে

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
১৪. সে কথাই এরা ভাবে।	১৪. সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
১৫. বাড়িটা তারা দখল করেছে।	১৫. বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।
১৬. কথাটায় তার বিশ্বাস হয়।	১৬. কথাটায় তার অবিশ্বাস হয় না।
১৭. তবে নালিশটা অযৌক্তিক।	১৭. তবে নালিশটা যৌক্তিক নয়।
১৮. সে তারস্বরে আর্তনাদ করে।	১৮. সে তারস্বরে আর্তনাদ না করে পারে না।

'আরও কিছু বাক্য রূপান্তর'

অস্তিবাচক বাক্য	নেতিবাচক বাক্য
১৯. তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন। *[চা. বো, ২০০২]*	১৯. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।
২০. অল্প লোকই বেদের অর্থ বুঝত।	২০. বেশি লোক বেদের অর্থ বুঝত না।
২১. আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ । *[কু. বো, ২০০২]*	২১. আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়।
২২. জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে। *[য.বো. ২০০২]*	২২. জন্মভূমিকে সবাই ভালো না বেসে পারে না।
২৩. তুমি আবার এসো । *[চ. বো. ২০০২]*	২৩. তুমি আবার আসা থেকে বিরত থেকো না।
২৪. সে বিদ্যালয়ে উপস্থিত।	২৪. সে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত নয়।
২৫. এ কাজে আমার আগ্রহ আছে।	২৫. এ কাজে আমার অনাগ্রহ নেই।
২৬. এ কাজ করা সম্ভব ।	২৬. এ কাজ করা অসম্ভব নয়।
১৭. তিনি একজন ধনী।	২৭. তিনি একজন নির্ধন নন।
২৮. রহিম ভালো ছেলে ।	২৮. রহিম মন্দ ছেলে নয়।
২৯. সে একজন সুস্থ মানুষ।	২৯. সে একজন অসুস্থ মানুষ নয়।
৩০. বালিকাটি সুন্দরী।	৩০. বালিকাটি অসুন্দরী নয়।
৩১. ছেলেটি লেখাপড়ায় অমনোযোগী।	৩১. ছেলেটি লেখাপড়ায় মনোযোগী নয়।
৩২. আমটি খুব নরম।	৩২. আমটি মোটেই শক্ত নয়।
৩৩. সে খুব শক্তিশালী।	৩৩. সে আদৌ শক্তিহীন নয়।
৩৪. আমি বাড়িতে যাব।	৩৪. আমি বাড়িতে না যেয়ে পারব না।
৩৫. বিদ্যা অমূল্য ধন।	৩৫. বিদ্যা মোটেই মূল্যহীন ধন নয়।

নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক

'শকুন্তলা' গল্প থেকে

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
১. এ আশ্রম মৃগ, বধ করিবেন না।	১. এ আশ্রম মৃগ, বধ করা থেকে বিরত হোন।
২. আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে।	২. আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ার অযোগ্য।
৩. না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নেই।	৩. হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাহিরে আছেন।
৪. কেহ কহিয়া দিতেছে না।	৪. সকলে কহা থেকে বিরত আছে।
৫. এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।	৫. আমার অন্তঃপুর এরূপ রূপবতী রমণীশূন্য।

'হৈমন্তী' গল্প থেকে

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
৬. হৈম ইহার অর্থ বুঝিল না।	৬. হৈম ইহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।
৭. দেবার্চনার কথা তিনি কোন চিন্তাও করেন নাই।	৭. দেবার্চনার কথা চিরদিনই তাঁহার কাছে অচিন্তনীয় ছিল।
৮. এসব কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।	৮. এসব কথা মুখে আনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।
৯. বইগুলি হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া সম্ভব ছিল না।	৯. বইগুলি হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল।
১০. দেখি সে বিছানায় নাই।	১০. দেখি সে বিছানায় অনুপস্থিত।
১১. দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাহার আস্থা ছিল না।	১১. দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাহার অনাস্থা ছিল।
১২. আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না।	১২. আমার প্রণাম লইবার জন্য তাহার সময়ের অভাব ছিল।
১৩. কিন্তু বরফ গলিল না।	১৩. কিন্তু বরফ অগলিত রহিল।

'ভাষার কথা' প্রবন্ধ থেকে

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
১৪. তাতে সমাজ-জীবন চলে না।	১৪. তাতে সমাজ-জীবন অচল হয়ে পড়ে।
১৫. আমি বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা জানি না।	১৫. বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা আমার অজানা।
১৬. ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়।	১৬. ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ।

'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্প থেকে

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
১৭. তারা যাবে না কোথাও।	১৭. তারা এখানেই থাকবে।
১৮. কারো মুখে কোন কথা সরে না।	১৮. সকলের মুখই বন্ধ থাকে।
১৯. সেখানে কেউ নেই।	১৯. সেখানটা একেবারেই নির্জন।
২০. কথাটা না মেনে উপায় নেই।	২০. কথাটা মানতেই হয়।
২১. তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।	২১. অচিরেই তাদের ভুলটা ভাঙে।
২২. সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।	২২. এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।
২৩. সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।	২৩. সে একটু বিস্মিত হয়।
২৪. গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত এগিয়ে আসে না।	২৪. গাছটি উপড়ানোর ক্ষেত্রে সকলের হাত বিরত থাকে।
২৫. হয়তো তার যাত্রা শেষ হয় নাই।	২৫. হয়তো তার যাত্রা অসমাপ্ত রয়েছে।
২৬. হিন্দু রীতি-নীতি এদের তেমন ভাল জানা নেই।	২৬. হিন্দু রীতি-নীতি এদের প্রায়ই অজানা।

'একুশের গল্প' থেকে

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
২৭. ওকে চেনাই যায় না।	২৭. ওকে চেনা বড়ই দুষ্কর।
২৮. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না।	২৮. এ অবস্থায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে অচেনা হয়ে পড়ে।

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
২৯. এ কথা ভুলেও ভাবিনি কোনদিন।	২৯. একথা চিরদিনই অভাবিত ছিল।
৩০. ওদের কাউকে পাওয়া যায় নি।	৩০. ওরা সবাই নিখোঁজ।
৩১. আমরা বাধা দিতে পারলাম না।	৩১. আমরা বাধা দিতে ব্যর্থ হলাম।
৩২. আমরা নড়লাম না।	৩২. আমরা অনড় রইলাম।

'আরও কিছু বাক্য রূপান্তর'

নেতিবাচক বাক্য	অস্তিবাচক বাক্য
৩৩. রহিমের স্বাস্থ্য ভাল নয়। *[চা. '০২; চ. '০৭ ।।]*	৩৩. রহিমের স্বাস্থ্য খারাপ।
৩৪. তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয় নি। *[কু. বো. '০২]*	৩৪. তোমার এরূপ ব্যবহার অনুচিত হয়েছে।
৩৫. কেহ কহিয়া দিতেছে না। *[য. '০২]*	৩৫. সকলেই কহা থেকে বিরত আছে।
৩৬. শহীদের মৃত্যু নেই। *[রা. '০২]*	৩৬. শহীদেরা অমর।
৩৭. আমি তোমাকে কিছুই দেব না। *[চ. বো. '০২]*	৩৭. তোমাকে আমার সবকিছুই অদেয় থাকবে।
৩৮. সে আর আসবে না। *[চ. '০২]*	৩৮. সে চিরকালই অনাগত থাকবে।
৩৯. শ্যামল বিদ্যালয়ে উপস্থিত নেই।	৩৯. শ্যামল বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত।
৪০. আমি মোটেই সুস্থ নই।	৪০. আমি খুবই অসুস্থ।
৪১. এ কাজ করতে তারা সক্ষম নয়।	৪১. এ কাজ করতে তারা অক্ষম।
৪২. রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	৪২. রোগা মানুষ সমস্ত রাত অভুক্ত থাকবে।
৪৩. মানুষের তৈরি দুর্যোগও কম ক্ষতি করে না।	৪৩. মানুষের তৈরি দুর্যোগও অনেক ক্ষতি করে।
৪৪. অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নেই।	৪৪. অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয় নিখোঁজ রয়েছে।
৪৫. সৌদামিনী খ্রিষ্টান না হয়ে পারল না।	৪৫. সৌদামিনী খ্রিষ্টান হয়ে গেল।

সরল থেকে যৌগিক

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
১. সত্য কথা বললে ছাড়া পাবে।	১. সত্য কথা বলো এবং ছাড়া পাও।
২. তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।	২. তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
৩. ফুটন্ত জলে হাত দিও না।	৩. জল ফুটছে তাই হাত দিও না।
৪. দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।	৪. সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোট নয়।
৫. মরতে না চাইলে ওষুধ খাও।	৫. ওষুধ খাও এবং মরা থেকে বাঁচ।
৬. সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।	৬. সূর্য ওঠে এবং অন্ধকার দূর হয়।
৭. দূরদর্শী বলে তোমার ভয় নাই।	৭. তুমি দূরদর্শী অতএব তোমার ভয় নাই।
৮. অসুস্থতার জন্য তিনি আসেন নি।	৮. তিনি অসুস্থ তাই আসেন নি।
৯. তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন?	৯. তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন?
১০. দরিদ্র হলেও তিনি সুখী ছিলেন।	১০. তিনি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু সুখীও ছিলেন।
১১. আমি পড়াশুনা করে পাস করেছি।	১১. আমি পড়াশুনা করেছি এবং পাস করেছি।
১২. সে লেখাপড়া জানে না।	১২. সে লিখতে জানে না এবং পড়তেও জানে না।
১৩. পৃথিবীতে অবাস্তব বলে কিছু নেই।	১৩. অনেক কিছুকেই অবাস্তব মনে হয়, কিন্তু পৃথিবীতে তা নেই।
১৪. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।	১৪. তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।
১৫. লোকটি শিক্ষিত হলেও ভদ্র নয়।	১৫. লোকটি শিক্ষিত কিন্তু ভদ্র নয়।
১৬. আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।	১৬. আমি বহু কষ্ট করেছি এবং শিক্ষা লাভ করেছি।

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
১৭. বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই।	১৭. সে বিদ্বান কিন্তু তার অহংকার নেই।
১৮. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।	১৮. সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি।
১৯. তিনি দরিদ্র হলেও ভদ্র।	১৯. তিনি দরিদ্র কিন্তু তিনি ভদ্র।
২০. পড়াশুনা করলেই জীবনে উন্নতি করতে পারবে।	২০. পড়াশুনা কর তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

যৌগিক থেকে সরল ('হৈমন্তী' গল্প থেকে)

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
১. কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।	১. কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিলেও বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
২. আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।	২. আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
৩. শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইল, কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোল।	৩. শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইলেও সেটা স্বভাবের ষোল।
৪. তোমাকে এই কয়টি দিন মাত্র জানিলাম, তোমার হাতেই ও রহিল।	৪. তোমাকে এই কয়টি দিন মাত্র জানিলেও তোমার হাতেই ও রহিল।
৫. ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য। (যৌবনের গান)	৫. ধর্ম আমাদের ইসলাম হলেও প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য।
৬. অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। (বিলাসী)	৬. অতিকায় হস্তী লোপ পাইলেও তেলাপোকা টিকিয়া আছে।
৭. সে নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। (বিলাসী)	৭. সে নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য বলে মস্ত লোক।

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
৮. আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে। [কু. বো. ২০০২]	৮. আমার কথা বিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গল হবে।
৯. এত সাধনা করলাম, কিন্তু তোমার মন পেলাম না। [রা. '০২]	৯. এত সাধনা করেও তোমার মন পেলাম না।
১০. ছেলেটি গরিব, কিন্তু মেধাবী। [রা. বো. '০২]	১০. ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।
১১. মন দিয়া পড়ো, পাস করতে পারবে।	১১. মন দিয়া পড়লে পাস করতে পারবে।
১২. তুমি পড়ো আর সে চিৎকার করে।	১২. তোমার পড়ার সময় সে চিৎকার করে।
১৩. গাড়িটা চলছে তার সামনে দিয়ে যেও না।	১৩. চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে যেও না।
১৪. তিনি বিদ্বান, কিন্তু নিরহংকার।	১৪. তিনি বিদ্বান হলেও নিরহংকার।
১৫. সূর্য ওঠে এবং অন্ধকার সরে যায়।	১৫. সূর্য উঠলে অন্ধকার সরে যায়।
১৬. সে পরিশ্রমী কিন্তু নির্বোধ ।	১৬. সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।
১৭. কাজ কর না হয় সরে পড়ো।	১৭. কাজ না করলে সরে পড়।
১৮. সে কথাটা বলল এবং চলে গেল।	১৮. সে কথাটা বলেই চলে গেল।
১৯. সে ভূত দেখেছিল ও ভয় পেয়েছিল।	১৯. সে ভূত দেখে ভয় পেয়েছিল।
২০. তিনি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন।	২০. তিনি দরিদ্র হলেও সুখী ছিলেন।

সরল থেকে জটিল বা মিশ্র

সরল বাক্য	জটিল বাক্য
১. তাহার আসল নাম হৈমন্তী।	১. তাহার যাহা আসল নাম তাহা হৈমন্তী।
২. শিশির আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিল। (হৈমন্তী)	২. যে শিশির সে আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিল।

সরল বাক্য	জটিল বাক্য
৩. মেয়ের বয়স বড় বলিয়া পণের অঙ্কটাও বড়। (হৈমন্তী)	৩. যেহেতু মেয়ের বয়স বড় সেহেতু পণের অঙ্কটাও বড়।
৪. তাহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী।	৪. যিনি তাহার পিতা তিনি ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী।
৫. আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে।	৫. আমার যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে তা বিচিত্র।
৬. বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।	৬. যা বার্ধক্য তাকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
৭. পুলিশ দলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ ।	৭. যে পুলিশ দলের নেতা তিনি সাবেকি আমলের মানুষ।
৮. আমি আসল জিনিস চিনি ।	৮. যা আসল জিনিস তা আমি চিনি।
৯. আমার পিতার নাম রহমান খাঁ।	৯. যিনি আমার পিতা তাঁর নাম রহমান খাঁ।
১০. ধার্মিকেরা সুখী।	১০. যারা ধার্মিক তারা সুখী।
১১. মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।	১১. যে মিথ্যাবাদী তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।
১২. তোমার কথাই সত্য।	১২. তুমি যে কথা বললে তা-ই সত্য।
১৩. সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফোটে।	১৩. যখন সূর্য ওঠে তখন পদ্মফুল ফোটে।
১৪. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।	১৪. যে ভিক্ষুক তাকে ভিক্ষা দাও।
১৫. পাখিরা আকাশে ওড়ে।	১৫. যারা পাখি তারা আকাশে ওড়ে।

জটিল বা মিশ্র থেকে সরল

জটিল বা মিশ্র বাক্য	সরল বাক্য
১. শরাসনে যে শর সংহতি করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। (শকুন্তলা)	১. শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতিসংহার করুন।
২. যদি কার্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন। (শকুন্তলা)	২. কার্যক্ষতি না হইলে তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।

জটিল বা মিশ্র বাক্য	সরল বাক্য
৩. ইহার যে রূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। (শকুন্তলা)	৩. ইহার মতো রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।
৪. যারা অলস তারা ভাত পায় না।	৪. অলসেরা ভাত পায় না।
৫. যে ভিক্ষুক তাকে ভিক্ষা দাও।	৫. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
৬. তুমি যদি যাও তবে আমি সুখী হই।	৬. তুমি গেলে আমি সুখী হই।
৭. সকলে জানে যে তুমি ভালো ছেলে।	৭. সকলে তোমাকে ভালো ছেলে বলে জানে।
৮. তাদের যে দৃষ্টি তাতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। [ঢা. বো. '০২]	৮. তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব।
৯. যে ব্যক্তি পরিশ্রমী সে সুখী হয়।	৯. পরিশ্রমী ব্যক্তি সুখী হয়।
১০. যাদের বুদ্ধি নেই তারাই এ কথায় বিশ্বাস করবে। *[ব. বো. '০২]*	১০. নির্বোধেরা এ কথায় বিশ্বাস করবে।

যৌগিক থেকে জটিল বা মিশ্র

যৌগিক বাক্য	জটিল বা মিশ্র বাক্য
১. শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইল, কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোল। (হৈমন্তী)	১. যদিও শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইল তবু সেটা স্বভাবের ষোল।
২. সে নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। (হৈমন্তী)	২. যেহেতু সে নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য সেহেতু মস্ত লোক।
৩. চেহারা নিষ্প্রভ, কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। (বিলাসী)	৩. যদিও চেহারা নিষ্প্রভ তথাপি তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল।
৪. পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং সম্পত্তির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। (সৌদামিনী মালো)	৪. যেহেতু পাশাপাশি বাড়ি সেহেতু সম্পত্তির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক।
৫. তিনি ধনী, কিন্তু উদার নন।	৫. যদিও তিনি ধনী তবুও উদার নন।
৬. তার ধন আছে কিন্তু মান নেই।	৭. যদিও তার ধন আছে তবুও মান নেই।

যৌগিক বাক্য	জটিল বা মিশ্র বাক্য
৭. লোকটি বিদ্বান কিন্তু অভদ্র।	৭. যদিও লোকটি বিদ্বান তথাপি অভদ্র।
৮. বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আমরা ঘরে বসে ছিলাম ।	৮. যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখন আমরা ঘরে বসে ছিলাম।
৯. সকাল হলো এবং আমরা বেরিয়ে পড়লাম।	৯. যখন সকাল হলো তখন আমরা বেরিয়ে পড়লাম।
১০. আমি দরিদ্র, কিন্তু প্রতারক নই।	১০. যদিও আমি দরিদ্র তথাপি প্রতারক নই।

জটিল বা মিশ্র থেকে যৌগিক

জটিল বাক্য বা মিশ্র বাক্য	যৌগিক বাক্য
১. যদি ব্যায়াম কর তবে স্বাস্থ্য ভালো হবে।	১. ব্যায়াম কর, দেখবে স্বাস্থ্য ভালো হবে।
২. যখন দোষ করেছ তখন শাস্তি পাবে।	২. দোষ করেছ সুতরাং শাস্তি পাবে।
৩. যদিও সে ধনী তথাপি সৎ নয়।	৩. সে ধনী কিন্তু সৎ নয়।
৪. যদিও সে মরবে তবুও মিথ্যা বলবে না।	৪. সে মরবে কিন্তু মিথ্যা বলবে না।
৫. যদিও তিনি ধনী তথাপি কৃপণ।	৫. তিনি ধনী কিন্তু কৃপণ।
৬. যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখন আমরা ঘরে বসে ছিলাম।	৬. বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আমরা ঘরে বসে ছিলাম।
৭. যে লোকটি চলে গিয়েছিল সে আবার এসেছে।	৭. লোকটি চলে গিয়েছিল এবং আবার সে এসেছে।
৮. যদি সকালে আসো তবে আমাকে পাবে।	৮. সকালে আসবে এবং আমাকে পাবে।
৯. যদি সাঁতার শেখো তবে ডুবে মরবে না।	৯. সাঁতার শেখো দেখবে ডুবে মরবে না।

নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবাচক ('বিলাসী' গল্প থেকে)

নেতিবাচক বাক্য	প্রশ্নবাচক বাক্য
১. তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।	১. তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?
২. এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না।	২. এ খবর আমরা কেহ জানিতাম কি?
৩. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না।	৩. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
৪. সরস্বতী বর দেবেন না।	৪. সরস্বতী বর দেবেন কি?
৫. তাদের সে জ্বালা নেই।	৫. তাদের সে জ্বালা আছে কি?
৬. তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনি নাই।	৬. তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনও শুনিয়াছি কি?
৭. একথা কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না।	৭. একথা কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত কি?
৮. অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই।	৮. অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা আছে কি?

('অর্ধাঙ্গী' গল্প থেকে)

নেতিবাচক বাক্য	প্রশ্নবাচক বাক্য
৯. পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না।	৯. পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় কি?
১০. বালিকাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা পাওয়াই যায় না।	১০. বালিকাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা পাওয়া যায় কি?
১১. আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয় নাই।	১১. আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয়েছে কি?
১২. সীতা অবশ্যই পর্দানশীল ছিলেন না।	১২. সীতা আদৌ পর্দানশীল ছিলেন কি?
১৩. সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না।	১৩. সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে কি?

সরল বা নির্দেশক থেকে বিস্ময়সূচক

সাধারণ বাক্য বা নির্দেশক বাক্য	বিস্ময়সূচক বাক্য
১. মেয়েটি খুব সুন্দর ।	১. মেয়েটি কী সুন্দর!
২. খেলাটি ভারি মজার।	২. কী মজার খেলাটি!
৩. সুরটি খুব মিষ্টি।	৩. আহ্ কী মিষ্টি সুর!
৪. রাতটি বড় ভয়ানক।	৪. কী ভয়ানক রাত!
৫. দৃশ্যটি খুব মর্মান্তিক।	৫. উহ্! কী মর্মান্তিক দৃশ্য।
৬. ত্যাগের এই মহিমা অপূর্ব।	৬. ত্যাগের কী অপূর্ব মহিমা!
৭. খুব ভালো খেলেছ।	৭. বাহ্! কী ভালো যে খেলেছ।
৮. আজ খুব আনন্দ ।	৮. আজ কী আনন্দ!
৯. খুব ঘৃণার কথা।	৯. ছি! কী ঘৃণার কথা।
১০. গানটি খুব করুণ।	১০. কী করুণ গানটি!

বিগত বছরগুলোতে আগত কিছু প্রশ্নোত্তর

কুমিল্লা বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১। আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল বাক্য)	১। তোমাকে দেওয়ার মতো আমার এমন কিছু নেই।
২। দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	২। দৃশ্যটি কী সুন্দর।
৩। দয়া করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক বাক্য)	৩। দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।
৪। সে মরবে তবু এ কথা বলবে না। (জটিল বাক্য)	৪। যদিও তাকে মরতে হয় তথাপি সে একথা বলবে না।
৫। শহীদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক বাক্য)	৫। শহীদেরা অমর।
৬। মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক বাক্য)	৬। মানুষ অমর নয়।
৭। দেশের সেবা করবে। (নির্দেশাত্মক বাক্য)	৭। দেশের সেবা করা কর্তব্য।
৮। তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক বাক্য)	৮। তুমি দীর্ঘজীবী হও।

রাজশাহী বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
(i) একথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না। (প্রশ্নবাচক)	(i) একথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত কী?
(ii) ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	(ii) যারা ছাত্র অধ্যয়নই তাদের তপস্যা।
(iii) এতে দোষ কী? (নেতিবাচক)	(iii) এতে দোষ নেই।
(iv) এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। (নেতিবাচক)	(iv) সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।
(v) এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। (অস্তিবাচক)	(v) এ অবস্থায় সকলেই সকলের কাছে অচেনা থাকে।
(vi) তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। (সরল)	(vi) তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানিলেও তোমার হাতেই ও রহিল।
(vii) তোমার নাম কী? (অনুজ্ঞা)	(vii) তোমার নাম বলো।
(viii) দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	(viii) দৃশ্যটি কী সুন্দর!
(ix) যে রক্ষক সেই ভক্ষক। (সরল)	(ix) রক্ষকই ভক্ষক হয়।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৭

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১। সে মরবে তবুও একথা বলবে না। (মিশ্র বাক্য)	১। যদিও সে মরবে, তবুও একথা বলবে না।
২। রহিমের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক বাক্য)	২। রহিমের স্বাস্থ্য খারাপ।
৩। লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক বাক্য)	৩। লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অভদ্র নয়।

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
৪। এত সাধনা করলাম কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল বাক্য)	৪। এত সাধনা করেও তোমার মন পেলাম না।
৫। দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)	৫। দেশের সেবা কর।
৬। এতে দোষ কী? (নেতিবাচক বাক্য)	৬। এতে দোষ নেই।
৭। শৈশবে তার বাবা মারা যান। (প্রশ্নবাচক বাক্য)	৭। শৈশবে তার বাবা কী মারা যান নি?
৮। সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হল। (জটিল বাক্য)	৮। যখন সুসংবাদটা পেল তখন সে আনন্দিত হল।
৯। যদি পড়াশুনা না কর তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (যৌগিক বাক্য)	৯। পড়াশুনা করবে না এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে।

ঢাকা বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১. লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল)	যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তবে তুমি সুখে থাকবে।
২. বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)	যদিও তিনি বিদ্বান তথাপি তার অহংকার নেই।
৩. আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে। (সরল)	আমার কথা বিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গল হবে।
৪. শাহানায়ার স্বাস্থ্য ভাল। (নেতিবাচক)	শাহানায়ার স্বাস্থ্য খারাপ নয়।
৫. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। (অস্তিবাচক)	মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।
৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞা)	মন দিয়ে লেখাপড়া কর।
৭. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)	হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে অপারগ হইল।
৮. ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক)	সকলেই কি ভুল করে না?

রাজশাহী বোর্ড–২০০৬

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)	হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে অপারগ হইল।
২. বিদ্বান হলেও তাঁর অহংকার নেই। (যৌগিক)	তিনি বিদ্বান কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।
৩. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)	সরস্বতী বর দেবেন কি?
৪. পরিশ্রমী লোকেই সাফল্য লাভ করে। (জটিল)	যে লোক পরিশ্রমী সেই সাফল্য লাভ করে।
৫. পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল। (নেতিবাচক)	পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ হইল না।
৬. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)	বুদ্ধিহীনরাই একথা বিশ্বাস করবে।
৭. একলা যেতে ভয় করবে না তো? (অস্তিবাচক)	একলা যেতে ভয় করবে কি না জানতে চাই।
৮. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	সকলেই দেশের সেবা করবে।

রাজশাহী বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১ না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই। (অস্তিবাচক)	১. হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাহিরে আছেন।
২. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছেন। (নেতিবাচক)	২. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহেন নাই।
৩. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক)	৩. সরস্বতী বর দেবেন কী?
৪. তাহারা কী পাষাণ? (নেতিবাচক)	৪. তাহারা কি পাষাণ নয় ?
৫. জননী ও জন্মভূমি কী স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশসূচক)	৫. জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
৬. আমি তোমাকে নিতে এসেছি। (জটিল)	৬. আমি সেই ব্যক্তি যে তোমাকে নিতে এসেছে।
৭. যারা ভালো ছেলে, তারা গুরুজনের কথা মেনে চলে। (সরল)	৭. ভালো ছেলেরা গুরুজনের কথা মেনে চলে।
৮. যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান। (যৌগিক)	৮. সে দরিদ্র কিন্তু চরিত্রবান।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	১. যারা ধনী তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
২. ধনের ধর্ম অসাম্য। (যৌগিক)	২. ধনের একটা ধর্ম আছে, সেটা অসাম্য।
৩. এতে দোষ কী? (নেতিবাচক)	৩. এতে দোষ নেই।
৪. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	৪. মন দিয়ে লেখাপড়া কর।
৫. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক)	৫. সত্য কথা বলি নি, সুতরাং বিপদে পড়েছি।
৬. ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	৬. ছাত্রদের যা তপস্যা তা হল অধ্যয়ন।
৭. সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক)	৭. সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি!
৮. হৈম তার অর্থ বুঝল না। (অস্তিবাচক)	৮. হৈম তার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হল।

বরিশাল বোর্ড–২০০৪

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১. সৌরভের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)	১. সৌরভের স্বাস্থ্য খারাপ।
২. আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)	২. আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়।

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
৩. এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)	৩. এতে দোষ কী?
৪. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	৪. সকলেই দেশের সেবা করবে।
৫. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়সূচক)	৫. শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট !
৬. যা বার্ধক্য তা বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	৬. বার্ধক্যকে বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
৭. সে মরবে, তবু একথা বলবে না। (জটিল)	৭. যদিও সে মরবে তথাপি একথা বলবে না।
৮. দয়া করে সব কথা খুলে বলুন। (যৌগিক)	৮. দয়া করুন এবং সব কথা খুলে বলুন।
৯. ভালো ছেলেরা শিক্ষকের অদেশ পালন করে। (মিশ্র)	৯. যারা ভালো ছেলে তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

রাজশাহী বোর্ড–২০০৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১. শৈশবে তার বাবা মারা যান । (প্রশ্নবোধক)	১. শৈশবে কি তার বাবা মারা যান নি?
২. মানুষ মরণশীল । (নেতিবাচক)	২. মানুষ অমর নয়।
৩. সৎ ব্যক্তি বলে সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। (যৌগিক)	৩. তিনি সৎ ব্যক্তি, তাই সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে।
৪. তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন? (সরল)	৪. তুমি অধম বলে আমার উত্তম হওয়াতে বাধা নেই।
৫. ধনের ধর্মই অসাম্য। (যৌগিক)	৫. ধনের একটা ধর্ম আছে, সেটা অসাম্য।
৬. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবোধক)	৬. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কী?
৭. এতে দোষ কী! (নেতিবাচক)	৭. এতে দোষ নেই।
৮. হৈম তার অর্থ বুঝল না। (অস্তিবাচক)	৮. হৈম তার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হল।

বরিশাল বোর্ড–২০০৩

প্রদত্ত বাক্য	রূপান্তরিত বাক্য
১. আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন।	১. আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না।
২. ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।	২. ওরা তোমাকে না পাঠিয়ে পারে নি।
৩. সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়।	৩. সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।
৪. আমি অন্য ঘরে যাব না।	৪. আমি এ ঘরেই থাকব।
৫. খুব সময় মত এসে পড়েছি।	৫. মোটেই অসময়ে এসে পড়ি নি।
৬. একে আমি মরতে দেব না।	৬. একে আমি বাঁচিয়ে রাখব।
৭. আদরের দেমাগ করিস না।	৭. আদরের দেমাগ করা তোর অনুচিত।
৮. আরও দু'বার ফোন করেছি।	৮. আরো দু'বার ফোন না করে পারি নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উক্তি বা বাচ্য পরিবর্তন

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ উক্তি কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : কোনো বক্তা যে কথা বলে, তা-ই উক্তি। উক্তি দুই প্রকার। যথা–১. প্রত্যক্ষ উক্তি ও ২. পরোক্ষ উক্তি।

১. **প্রত্যক্ষ উক্তি :** বক্তার কথাকে অবিকলভাবে উদ্ধৃত করা হলে তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যেমন–অপু বলল, "আমি আগামীকাল ঢাকা যাব।"

২. **পরোক্ষ উক্তি :** বক্তার কথাকে অন্যের জবানিতে রূপান্তরিত করে উপাস্থপন করা হলে তাকে বলা হয় পরোক্ষ উক্তি। যেমন–অপু বলল যে, সে পরদিন ঢাকা যাবে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলো কী কী?

উত্তর : প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম–

১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথাগুলো উদ্ধরণ চিহ্ন (" ") দ্বারা আবদ্ধ থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দিয়ে প্রথম উদ্ধরণ চিহ্নের স্থলে 'যে' সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ : রুনা বলল, "আমি খেলব।"
পরোক্ষ : রুনা বলল যে, সে খেলবে।

২. বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ : তনিমা বলল, "আমার বইটি হারিয়েছে।"
পরোক্ষ : তনিমা বলল যে, তার বইটি হারিয়েছে।

৩. বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ : অতুল বলল, "আমার ভাই লন্ডনে থাকেন।"
পরোক্ষ : অতুল বলল যে, তার ভাই লন্ডনে থাকেন।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ : বাবা বললেন, "কাল তোমাদেরকে নিয়ে বেড়াতে যাব।"
পরোক্ষ : বাবা বললেন যে, পরদিন আমাদেরকে নিয়ে তিনি বেড়াতে যাবেন।

৫ অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন–
প্রত্যক্ষ : সে বলল, "আমি এক্ষুনি আসছি।"
পরোক্ষ : সে বলল যে, সে তক্ষুনি যাচ্ছে।

৬. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন–
প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "বরফ পানিতে ভাসে।"
পরোক্ষ : শিক্ষক বললেন যে, বরফ পানিতে ভাসে।

৭. পরোক্ষ উক্তির শেষে সর্বদা পূর্ণচ্ছেদ হিসেবে দাঁড়ি (।) বসে।

৮. প্রত্যেক্ষ উক্তির বাক্যে সর্বনাম এবং কালবাচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন	এখানে	সেখানে
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন	এখন	তখন
এ	সে	আজ	সেদিন	গতকল্য	পূর্ব দিন
এখানে	ঐখানে				

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥	**প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের নিয়মগুলো লেখ।**

উত্তর : প্রশ্নবোধক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন : প্রত্যক্ষ উক্তিটি প্রশ্নবোধক হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াটিকে পরিবর্তন করে পরোক্ষ উক্তিতে 'জিজ্ঞাসা করা', 'জানতে চাওয়া' বা 'খোঁজ নেওয়া' ইত্যাদি করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ : লোকটি বলল, "তোমার নাম কী?"
পরোক্ষ : লোকটি আমার নাম জিজ্ঞাসা করল।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন : প্রত্যক্ষ উক্তি অনুজ্ঞাসূচক হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াটিকে 'আদেশ করা', 'অনুরোধ করা', 'উপদেশ দেওয়া', 'নিষেধ করা' ইত্যাদিতে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ : বাবা মেয়েকে বললেন, "এখন বই পড়ো।"
পরোক্ষ : বাবা মেয়েকে বই পড়তে আদেশ করলেন।

আবেগসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন : আবেগসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তনে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াটি (Reporting Verb) বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ : সে আমাকে বলল, "ছি! ছি! তুমি এত নীচ!"
পরোক্ষ : সে ঘৃণার সাথে বলল যে আমি অত্যন্ত নীচ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

বিরাম বা যতি চিহ্ন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম সার্থক বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ দেখান। তাঁর পূর্বে বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্নের যথার্থ ব্যবহার ছিল না। বাংলা বিরাম চিহ্ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সার্থক বাক্য রচনার ক্ষেত্রে বিরাম চিহ্নের যথার্থ ব্যবহার অপরিহার্য।

নাম	চিহ্ন	ব্যবহারিক ক্ষেত্র
১. দাঁড়ি	।	বক্তব্যের শেষ
২. কমা	,	বক্তব্যের অপূর্ণতা
৩. সেমিকোলন	;	বাক্যের অসম্পূর্ণতা
৪. কোলন	:	পরবর্তী বক্তব্যের সূচনা
৫. ড্যাশ	–	বক্তব্যের ধারাবাহিকতা

৬. হাইফেন	-	শব্দ সংযোজক
৭. বন্ধনী কমা	" "	উক্তি চিহ্নিতকরণ
৮. প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	প্রশ্ন করা বা জিজ্ঞাসা করা
৯. আশ্চর্যবোধক চিহ্ন	!	বিস্ময় প্রকাশ করা
১০. বন্ধনী	()	অনুক্ত বক্তব্য নির্দেশক
	{}	
	[ ]	

বিরাম চিহ্নহীন একটি অনুচ্ছেদ : মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল এ কি ভালো হইতেছে পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী আমার তো ইহাতে মত নাই কী জানি কখন কী সংকট ঘটিতে পারে রাজলক্ষ্মী কহিলেন ও যে আমাদের বিপিনের বউ উহাকে আমি তো পর মনে করি না (চোখের বালি/রবীন্দ্রনাথ)

বিরাম চিহ্নসহ অনুচ্ছেদটি : মহেন্দ্র একদিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল, "এ কি ভালো হইতেছে? পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী? আমার তো ইহাতে মত নাই–কী জানি কখন কী সংকট ঘটিতে পারে।" রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।"

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ১১	**বিরাম চিহ্ন কাকে বলে? বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।** *[রা. বো. '০৯]*

উত্তর : বিরাম চিহ্ন : একটি সার্থক বাক্যের বক্তব্য, ভাব, অর্থ ও উপস্থাপনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য যেসব চিহ্ন বাক্য নির্মাণে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বিরাম চিহ্ন বলে। যেমন–দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয়তা

বাক্য নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

১. বিরাম চিহ্ন বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে।

২. বিরাম চিহ্ন বাক্যের বক্তব্যকে যথার্থভাবে প্রকাশে সাহায্য করে।

৩. বিরাম চিহ্ন বাক্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪. বিরাম চিহ্ন বাক্যের ভাব নির্দেশ করে।

৫. বিরাম চিহ্ন বাক্যে শব্দের স্থান নির্ধারণ করে দেয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সেমিকোলন চিহ্নের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ দেখাও। (যৌবনের গান)

উত্তর : সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ হচ্ছে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত একধরনের বাক্যান্তর্গত চিহ্ন; যা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়–

১. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে–

ক. তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে। (বিলাসী)

খ. শিক্ষা একেবারেই পূরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়। (বিলাসী)

২. বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য সমজাতীয় বাক্য পাশাপাশি প্রতিস্থাপন করলে–

বৃদ্ধ তাহারাই–যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ-স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ড্যাশ চিহ্ন কী? এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখাও। *[ব. বো. '১১]*

উত্তর : ড্যাশ চিহ্ন প্রধানত বাক্যের মধ্যে এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়–

১. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে–

ক. আমার একমাত্র সম্বল—আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান।

খ. বার্ধক্য তাহাই—যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

২. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে–

ক. "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না। একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—" (হৈমন্তী)

খ. বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে—" (হৈমন্তী)

৩. গল্প-উপন্যাসে প্রসঙ্গের পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায়–

ক. শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। (হৈমন্তী)

খ. অ্যাঁ—এ হইল কী? কলি কি সত্যিই উল্টাইতে বসিল? (বিলাসী)

৪. নাটক বা গল্প-উপন্যাসে সংলাপের আগে–

ক. – হ গীত না তর মাথা। (পদ্মা নদীর মাঝি)

খ. – অপরাধ স্বীকার করলে?

– হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। (সৌদামিনী মালো)

প্রশ্ন ঃ ৪ ঃ **কমা (,) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ কর।**

উত্তর : নিচে কমা (,) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো–

ক. একজাতীয় একাধিক শব্দ পরস্পর থাকলে তাদের পৃথক করতে কমা বসে। যেমন–মাছ, মাংস, ডিম, দুধ আমার প্রিয় খাবার।

খ. বাক্যে সম্বোধন পদ থাকলে তার পরে বা তার আগে কমা বসে। যেমন –"মা, তুমি কাঁদছো কেন?"

গ. আচ্ছা, না বেশ, হ্যাঁ ইত্যাদি শব্দকে মূল বাক্য থেকে পৃথক করতে কমা (,) বসে, যেমন–না, আমি ধূমপান করি না। হ্যাঁ আমি সকালে ব্যায়াম করি।

ঘ. প্রত্যক্ষ উক্তির পূর্বে কমা (,) বসে। যেমন–সে বলল, "আমি লন্ডন চলে যাচ্ছি।"

ঙ. প্রশ্নবোধক বাক্যের লেজুড়কে (Tag-Question) পৃথক করতে কমা (,) বসে। যেমন– সাদিয়া খুব মেধাবী, তাই না?

প্রশ্ন ঃ ৫ ঃ **হাইফেন (-) -এর পাঁচটি ব্যবহার লিখ।**

উত্তর : হাইফেন (-)-এর পাঁচটি ব্যবহার–

ক. দুটোর বেশি সমস্যমান পদকে সমস্তপদে নিরেট একটি শব্দে লেখা না গেলে : স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে।

খ. পঙক্তির শেষ শব্দকে ভেঙে লিখতে–

সমাসবদ্ধ শব্দ	লাইনের পরে/পরের লাইনে
কৃষিজীবী	কৃষি-/জীবী
তোমার	তোমা-/র

গ. পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্নার্থক বা বিপরীত শব্দের সংযোগ নির্দেশ করতে : দিবা-নিশি, সাঁপে-নেউলে।

ঘ. সর্বনামীয় বিশেষণের সাথে পরবর্তী বিশেষণ বা সর্বনাম সংযোজনে : যা-কিছু, তেমন-কিছু।

ঙ. সংখ্যার সাথে শব্দের সংযোগ নির্দেশ করতে : ৬-ফুট লম্বা মেয়ে। ১১-গজ দূরে।

প্রশ্ন ঃ ৬ ঃ **কোলন (:)-এর পাঁচটি ব্যবহার নির্দেশ কর।**

উত্তর : কোলন (:)-এর পাঁচটি ব্যবহার–

১. নাটকের চরিত্রের পরে ও সংলাপের পূর্বে–
হাযির আলী : তোমার বাবার নাম কী, সুবল?
সুবল ঘোষ : আমার বাবার নাম অনিল ঘোষ।

২. অঙ্কশাস্ত্রে অনুপাত নির্দেশ করতে পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ২২ : ৭

৩. প্রশ্ন তৈরি করতে–
সংজ্ঞার্থ লিখ : বিশেষ্য, সর্বনাম, অব্যয়।

৪. শিরোনাম ও উপশিরোনামের মাঝে–
ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি।

৫. উদাহরণ, ব্যাখ্যা, তালিকা, বিশদ কোনো মন্তব্যের পূর্বে–
আলোচ্য-মন্ত্রীবর্গ হলেন : নরেন্দ্র মোদি, নওয়াজ শরীফ ও শেখ হাসিনা।

বিগত দিনে বিভিন্ন বোর্ডে যেসব অনুচ্ছেদে বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল তার কিছুসংখ্যক অনুচ্ছেদ।

১. ঢাকা বোর্ড–১৯৮৬

ভ্রাত আমি ঠকাইতে আসি নাই তুমি ত বলিয়াছ যে খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে এখন একি কথা এক মুখে দুই কথা কেন ভাই

উত্তর : ভ্রাত! আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমি ত বলিয়াছ যে, খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে। এখন এ কি কথা! এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?

২. ঢাকা বোর্ড–১৯৮৭

সেই রুটির দোকানে আসতেন সেখানকার দারোগা কাজী রফিকউদ্দিন এঁর বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর শিমলা গ্রামে নজরুলকে দেখে তাঁর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ জানতে পেরে তাঁর গান বাজনা শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন

উত্তর : সেই রুটির দোকানে আসতেন সেখানকার দারোগা কাজী রফিকউদ্দিন। এঁর বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর শিমলা গ্রামে। নজরুলকে দেখে, তাঁর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ জানতে পেরে, তাঁর গান-বাজনা শুনে মুগ্ধ হলেন।

৩. ঢাকা বোর্ড–১৯৮৯

তাহেরের বাপ এধার ওধার তাকায় অস্থির অস্থির করে একবার ভাবে বলে না তার দিলে কিছুই নাই তার দিল সাফ

উত্তর : তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ।

৪. ঢাকা বোর্ড–১৯৯১

রে পথিক রে পাষাণহৃদয় পথিক কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ এ শিরে হায় এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কী

উত্তর : রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়! এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি?

৫. কুমিল্লা বোর্ড–১৯৮৬ ও যশোর বোর্ড–১৯৮৬

বন্ধুগণ দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন আপনারা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন কেন উঠুন মনে সাহস সঞ্চয় করুন তারপর কাজে লাগিয়া যান

উত্তর : বন্ধুগণ! দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন। আপনারা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন কেন? উঠুন! মনে সাহস সঞ্চয় করুন। তারপর কাজে লাগিয়া যান।

৬. কুমিল্লা বোর্ড–১৯৮৭

মজিদ উঠে আসে ভিতরে ভাবে ঝড় থামুক কারণ আর দেরি নয় ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে সুবেহ্ সাদেক

উত্তর : মজিদ উঠে আসে ভিতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়। ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক।

৭. কুমিল্লা বোর্ড–১৯৮৮ ও ১৯৯৫

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে করবে কে প্রকাশক না ক্রেতা প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলিয়া হয়নি

উত্তর : এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলিয়া হয়নি।

৮. কুমিল্লা বোর্ড–১৯৯০

দেখ আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সখ করিয়া চোর হইয়াছি খাইতে পাইলে কে চোর হয় দেখ যাহারা বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া ওঠেন তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্মিক তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না

উত্তর : দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সখ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাহারা বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া ওঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না।

৯. কুমিল্লা বোর্ড–১৯৯১

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না তাহার সে ঝুলি নাই সে লম্বা চুল নাই শরীরে তাহার পূর্বের মত তেজ নাই অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম কহিলাম কিরে রহমত কবে আসিলি

উত্তর : আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, সে লম্বা চুল নাই, শরীরে তাহার পূর্বের মত তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম, "কিরে রহমত! কবে আসিলি?"

১০. রাজশাহী বোর্ড–১৯৮৬ ও যশোর বোর্ড–২০০৪

সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল কহিল আপনার বহুৎ দয়া আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে আমাকে পয়সা দিবেন না বাবু আপনার যেমন একটি লড়কী আছে তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে আমি তাহারই মুখ স্মরণ করিয়া তোমার খোকির জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি আমি তো সওদা করিতে আসি না

উত্তর : সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে। আমাকে পয়সা দিবেন না বাবু। আপনার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখ স্মরণ করিয়া তোমার খোকির জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি। আমি তো সওদা করিতে আসি না।

১১. রাজশাহী বোর্ড–১৯৮৮

এ লাঞ্ছনা আমার ললাটলিপি যতদিন বেঁচে আছি সইতেই হবে কিন্তু ভালো কথা যাঁরা বলেন রসিক বলে যাঁরা খ্যাত তাঁরা অন্য এক রকমের লাঞ্ছনায় বন্ধুদের নির্যাতিত করেন সেটা সহ্য করা শক্ত

উত্তর : এ লাঞ্ছনা আমার ললাটলিপি। যতদিন বেঁচে আছি সইতেই হবে। কিন্তু ভালো কথা যাঁরা বলেন, রসিক বলে যাঁরা খ্যাত, তাঁরা এক রকমের লাঞ্ছনায় বন্ধুদের নির্যাতিত করেন। সেটা সহ্য করা শক্ত।

১২. রাজশাহী বোর্ড–১৯৯০

এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর ঘরে ব্রাহ্মণী ছিলেন আর ছোট একটি মেয়ে ছিল কিন্তু তাদের খেতে দেবার জন্য কিছু ছিল না ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে ভিক্ষে করে যা আনতেন একবেলা ভালো করে না খেতেই তা ফুরিয়ে যেত সকল দিন আবার তাও মিলত না

উত্তর : এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ঘরে ব্রাহ্মণী ছিলেন, আর ছোট একটি মেয়ে ছিল। কিন্তু তাদের খেতে দেবার জন্য কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে ভিক্ষে করে যা আনতেন, একবেলা ভালো করে না খেতেই তা ফুরিয়ে যেত। সকল দিন আবার তাও মিলত না।

১৩. যশোর বোর্ড–১৯৮৬

বলিলাম কখনো যদি আসনি বাবা তবে আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন হলে কেন কাউকে জিজ্ঞেস কর না যে গঙ্গামাটি আর কত দূরে উত্তরে সে কহিল এই দেশে লোক আছে নাকি নেই

উত্তর : বলিলাম, কখনো যদি আসনি বাবা, তবে আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন হলে কেন? কাউকে জিজ্ঞেস কর না যে, গঙ্গামাটি আর কত দূরে? উত্তরে সে কহিল, "এই দেশে লোক আছে, নাকি নাই।"

১৪. যশোর বোর্ড–১৯৮৭

ভালুক চলে গেল প্রথম বন্ধু নেমে এসে জিজ্ঞেস করল ভাই ও তোমার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে কি বলল জেনে কি হবে দ্বিতীয় বন্ধু বলল

উত্তর : ভালুক চলে গেল। প্রথম বন্ধু নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, ও তোমার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে কি বলল?" "জেনে কি হবে?"–দ্বিতীয় বন্ধু বলল।

১৫. যশোর বোর্ড ১৯৯০, ২০০৫ চট্টগ্রাম, যশোর বোর্ড–২০০৮

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল বাবা এমন কখনোই বলিতে পারেন না মা গলা বাড়াইয়া বলিলেন তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস হৈম বলিল আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না

উত্তর : এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।" মা গলা বাড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?" হৈম বলিল, "আম্মার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

১৬. যশোর বোর্ড–১৯৯১

একটা বচন আছে মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক এ মরণের অর্থ ত্যাগ সবীকার বৈরাগ্য ইত্যাদি মানুষ ত্যাগ না করিয়া মুক্তি পাইতে পারে না ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে

উত্তর : একটা বচন আছে, মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক। এ মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার, বৈরাগ্য ইত্যাদি। মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে, এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে?

১৭. কুমিল্লা বোর্ড–১৯৯৫

আমি অবহেলার [illegible]ানের আমি সুন্দর নই আমি বীভৎস আমি বুকে নিতে পারি না আমি আ[illegible]ঘাত করি আমি মঙ্গালের নই আমি মৃত্যুর হাসির নই আমি অভিশাপের

উত্তর : আমি অবহেলা[illegible] অপমানের। আমি সুন্দর নই, আমি বীভৎস। আমি বুকে নিতে পারি না, [illegible] আঘাত করি। আমি মঙ্গালের নই, আমি মৃত্যুর, হাসির নই, আমি অভিশা[illegible]

১৮. যশো[illegible] বোর্ড–১৯৯৫

বালিকা বলিল হাঁটিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি আমি বলিলাম কিছুমাত্র না কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না না আমি তো রোজই হাঁটিয়া বাড়ি যাই

উত্তর : বালিকা বলিল, "হাঁটিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি?" আমি বলিলাম, "কিছু মাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না?" "না, আমি তো রোজই হাঁটিয়া বাড়ি যাই।"

১৯. সকল বোর্ড–১৯৯৬

কাজ করলেই যখন বিনিময়ে অর্থ সম্মান সুখ ও কল্যাণ লাভ হয় তবে কেন তা করবে না আলস্যে জীবনকে নিরর্থক করে না দিয়ে সময় ও সুযোগ থাকতে কিছুকাল পরিশ্রম করে নাও

উত্তর : কাজ করলেই যখন বিনিময়ে অর্থ, সম্মান, সুখ ও কল্যাণ লাভ হয়, তবে কেন তা করবে না। আলস্যে জীবনকে নিরর্থক করে না দিয়ে সময় ও সুযোগ থাকতে কিছুকাল পরিশ্রম করে নাও।

২০. সকল বোর্ড–১৯৯৭

এদের একমাত্র দেবতা অহংকার তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিগত অহংকার পারিবারিক অহংকার জাতিগত অহংকার এসবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ

উত্তর : এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার–এসবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ।

২১. চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৫

সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে আরেকটা বিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক বংশ তো গুম করে দেওয়া চলে না কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায়নি হঠাৎ মরে গেল অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে

উত্তর : সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে, আরেকটা বিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত; অন্ত ত চেষ্টা করে দেখা যাক। বংশ তো গুম করে দেওয়া চলে না। কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায়নি। হঠাৎ মরে গেল। অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে।

২২. ঢাকা বোর্ড–২০০৪

এই অবকাশে তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন মহারাজ এ আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে

উত্তর : এই অবকাশে, তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে।"

২৩. বরিশাল বোর্ড–২০০৪

দিন কাটিয়া যায় জীবন অতিবাহিত হয় ঋতুচক্রে সময় পাক খায় পদ্মায় ভাঙ্গান ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়

উত্তর : দিন কাটিয়া যায় জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়।

২৪. ঢাকা বোর্ড–২০০৩; যশোর বোর্ড-২০০৮; কুমিল্লা বোর্ড-২০০৯

রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয় রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত দুঃখর তিমির কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি

উত্তর : রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখর তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

২৫. চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৩ ; রা.বো. ২০০৮]

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা

উত্তর : আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না। আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

২৬. বরিশাল বোর্ড–২০০৩

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তা-ই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে

উত্তর : মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তা-ই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে?"

২৭. রাজশাহী বোর্ড–২০১০

কমলাকান্ত জোড় হাত করিয়া বলিল বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন তামাশার জায়গা এ নয় হলফ পড় কমলাকান্ত বলিল পড়াও না বাপু

উত্তর : কমলাকান্ত জোড় হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?" চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাশার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।" কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

২৮. কুমিল্লা বোর্ড–২০১১

জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা আবার কোন কোন বেশরম বলে বাঙালির পয়সার অভাব বটে কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা

উত্তর : জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোন কোন বেশরম বলে, 'বাঙালির পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা?

২৯. ঢাকা বোর্ড–২০১২

উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে তার পাতায় খয়েরি রং সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

উত্তর : উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

৩০. যশোর বোর্ড–২০১২

দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় দুর্নীতি রোধে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন।

উত্তর : দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন করা হয়। দুর্নীতি রোধে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন।

৩১. ঢাকা বোর্ড–২০১৩

রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড় মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা তপু বলতো দেখো রাহাত আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান

উত্তর : রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে। গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড় মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা। তপু বলতো, "দেখো রাহাত, আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান?"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

ভাষা-দক্ষতা ছাড়া লিখন, মুদ্রণ বা বক্তব্য যথার্থ ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন সম্ভব নয়। আর এ ভাষা-দক্ষতা নির্ভর করে বাক্য ও শব্দের নির্ভুল প্রয়োগের ওপর। পৃথিবীর সমস্ত মানুষই নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে, লেখে, বলে বা ছাপার অক্ষরে মনের ভাব মুদ্রণ করে থাকে। কিন্তু এদের একটা বিরাট অংশ বাক্য ও শব্দের শুদ্ধ ব্যবহার জানে না। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ শিক্ষিতজন বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে উচ্চারণ, লিখন ও মুদ্রণের ব্যাপারে একেবারেই কাঁচা। অশিক্ষিতজনের ব্যাপারে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যাকরণজ্ঞান, দরকার বাক্য ও শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা এবং আবশ্যক সতর্ক ও সচেতন প্রচেষ্টা। শুদ্ধ বাক্য ও শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ত্রুটিসমূহ সচরাচর লক্ষ করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ–

এখানে–

ক. বানানের অশুদ্ধ
খ. বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ
গ. বাক্যে পদবিন্যাসের অপপ্রয়োগজনিত ত্রুটি
ঘ. সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রনজানত ত্রুটি

ক. বানানের অশুদ্ধি : বানানের নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে সাধারণত বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই নিম্নে বানান সম্পর্কিত কিছু নিয়ম তুলে ধরা হলো–

১. সাধারণত শব্দের সাথে ত্ব, তা, ইক, ইত প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের মধ্যাংশে ই-কার হবে। যেমন–

স্থায়ী	–	স্থায়িত্ব	প্রতিযোগী	–	প্রতিযোগিতা
একাকী	–	একাকিত্ব	প্রতিদ্বন্দ্বী	–	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রবাহী	–	প্রবাহিত	বিলাসী	–	বিলাসিতা
অহ্ন	–	আহ্নিক	ঘৃণা	–	ঘৃণিত
প্রকৃত	–	প্রাকৃতিক	প্রেরণ	–	প্রেরিত
জীবন	–	জীবিত	নির্মাণ	–	নির্মিত

২. শব্দের শেষে স-ধ্বনি থাকে এমন শব্দের সঙ্গে ত (সংস্কৃত ক্ত) প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের শেষে স্ত হয় এবং শব্দটি বিশেষণ হয়ে যায়। অথবা স্ত দিয়ে গঠিত শব্দ থেকে যদি স্ত বাদ দিলে অর্থবোধক শব্দ না পাওয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রে স্ত যুক্ত হবে। যেমন–বিশ্বাস–বিশ্বস্ত, সমাস> সমস্ত, বিন্যাস> বিন্যস্ত, ত্রাস–ত্রস্ত, বিপর্যাস–বিপর্যস্ত তাছাড়া |স্থা| (সংস্কৃত স্থা ধাতু + অ)–অর্থ হলো যে বা যা থাকে। যেমন–ঢাকা + স্থ ঢাকাস্থ; অর্থাৎ ঢাকায় যে থাকে তাই সেই ঢাকাস্থ। আবার, স্থযোগে গঠিত শব্দ থেকে স্থ-কে বাদ দিলে যদি অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় তবে সে-ক্ষেত্রে স্থ যুক্ত হবে। যেমন–দ্বারস্থ, তটস্থ, গৃহস্থ, পদস্থ ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় তৎসম শব্দের বানানে উ (ু) কার হয়ে থাকে এবং তদ্ভব ও দেশি শব্দের বানানে ই (ি)-কার হয়ে থাকে। যেমন–

তৎসম	তদ্ভব	তৎসম	তদ্ভব
ঊনবিংশ	উনিশ	পূজা	পুজো
কূপ	কুয়ো, কুয়া	তুলা	তুলো
সূত্র	সুতা, সুতো		

আবার, বিদেশি শব্দের বানানে উ-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন–জুলুম, মুলুক, কানুন, কুপন, মুদি, রজু ইত্যাদি।

৩. প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে সচরাচর যেসব শব্দের ভুল হয়ে থাকে, সেসব শব্দের কিছু শুদ্ধি নিচে দেওয়া হলো–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একত্রিত	একত্র	স্বত্ত্ব	স্বত্ব
চোষ্য	চূষ্য	তদৃষ্টে	তদ্দর্শনে
জ্ঞানমান	জ্ঞানবান	অধীনস্থ	অধীন
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য	উদ্বেলিত	উদ্বেল
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত	বিবাদমান	বিবদমান

৪. 'ত্ব' ও 'তা' বিশেষ্যবাচক প্রত্যয় হিসেবে বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে তোলে। কিন্তু অনেক সময় অপপ্রয়োগের ফলে 'ত্ব' ও 'তা' প্রত্যয় বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অশুদ্ধ শব্দ গঠিত হয়। যেমন–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আলস্যতা	আলস্য/অলসতা	কার্পণ্যত্ব	কার্পণ্য/কৃপণতা

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা	গাম্ভীর্যতা	গাম্ভীর্য
সখ্যতা	সখ্য	বৈচিত্র্যতা	বৈচিত্র্য
মাধুর্যতা	মাধুর্য	লাঘবতা	লাঘব

৫. বাংলা ভাষায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন–লঘিষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু ভুলবশত অনেকে এসব শব্দের সাথে দুইয়ের মধ্যে একের বোঝাতে উৎকর্ষবাচক তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক তম প্রত্যয় যোগ করেন, যা অশুশ্ধ। যেমন–

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
শ্রেষ্ঠতর	শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ
পাপিষ্ঠতর	পাপিষ্ঠ	পাপিষ্ঠতম	পাপিষ্ঠ
গরিষ্ঠতর	গরিষ্ঠ	গরিষ্ঠতম	গরিষ্ঠ

৬. অনেক সময় পাশাপাশি একাধিক সমার্থক শব্দ একসাথে মিলিত হয়ে অশুশ্ধ রূপ গঠন করে। যেমন–

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি/অদ্যও	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
অশ্রুজল	অশ্রু	বিবিধপ্রকার	বিবিধ/প্রকার
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	সময়কাল	সময়/কাল
শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সবগুলো	সব

৭. সমাসগঠিত অশুশ্ধ সম্পর্কে সতর্কতা

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
নির্দোষী	নির্দোষ	পিতাহারা	পিতৃহারা	গরিমাময়	গরিমময়
অর্ধরাত্রি	অর্ধরাত্র	ভ্রাতাবৃন্দ,	ভ্রাতৃবৃন্দ	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
দিবারাত্রি	দিবারাত্র	অহর্নিশি	অহর্নিশ	অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ
নির্ধনী	নির্ধন	নিরোগী	নীরোগ	নিরাপরাধী	নিরপরাধ

খ. বাক্যে পদের অশুশ্প্রয়োগ

১. যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল–

অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
অশুদ্ধ : জুলহাস স্বস্ত্রীক ময়মনসিংহে থাকে।
শুদ্ধ : জুলহাস সস্ত্রীক ময়মনসিংহে থাকে।
অশুদ্ধ : কুপুরুষের মতো কথা বলো না।
শুদ্ধ : কাপুরুষের মতো কথা বলো না।
অশুদ্ধ : দীন ইসলাম ভয়ানক মেধাবী।
শুদ্ধ : দীন ইসলাম অত্যন্ত মেধাবী।
অশুদ্ধ : হাদীস এ মামলায় সাক্ষী দেবে না।
শুদ্ধ : হাদীস এ মামলায় সাক্ষ্য দেবে না।
অশুদ্ধ : সেটি ছিল ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।
শুদ্ধ : সেটি ছিল ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।

২. বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল–

অশুদ্ধ : নাসিফের এ বিষয়ে কথা বলার আবশ্যক আছে।
শুদ্ধ : নাসিফের এ বিষয়ে কথা বলার আবশ্যকতা আছে।
অশুদ্ধ : দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।
শুদ্ধ : দুর্বলতাবশত সে আসতে পারেনি।
অশুদ্ধ : তিনি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করেছেন।
শুদ্ধ : তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ (বা উদ্ধত) আচরণ করেছেন।

৩. বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল–

অশুদ্ধ : সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
শুদ্ধ : সকল দর্শককে স্বাগত জানাই।
অথবা, দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
অশুদ্ধ : ক্লাসে হেলেনা, দুলেনা ও পলাশসহ অনেক ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিল।
শুদ্ধ : ক্লাসে হেলেনা, দুলেনা ও পলাশসহ অনেক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল।
অশুদ্ধ : সকল বনার্তদের ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
শুদ্ধ : সকল বন্যার্তকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
অশুদ্ধ : কিছু আসাধু বিক্রেতারা সব্জিতে ফরমালিন মেশায়।
শুদ্ধ : কিছু অসাধু বিক্রেতা সবজিতে ফরমালিন মেশায়।
অশুদ্ধ : সকল শিক্ষকগণই সভায় উপস্থিত হয়েছেন।
শুদ্ধ : সকল শিক্ষকই সভায় উপস্থিত হয়েছেন।

৪. **লিঙ্গের অপপ্রয়োগ–**

অশুদ্ধ : তায়্যিবার মতো বুদ্ধিমান মেয়ে এ গ্রামে নেই।
শুদ্ধ : তায়্যিবার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে এ গ্রামে নেই।
অশুদ্ধ : অজুফা আক্তার এ পরিবারের কর্তা।
শুদ্ধ : অজুফা আক্তার এ পরিবারের কর্ত্রী।
অশুদ্ধ : ওর মতো কিশোর বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।
শুদ্ধ : ওর মতো কিশোরী বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।
অশুদ্ধ : ওই মহান মহিলা সবার স্মৃতিতে আজও অম্লান।
শুদ্ধ : ওই মহীয়সী মহিলা সবার স্মৃতিতে আজও অম্লান।
অশুদ্ধ : আজ রাসেল সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।
শুদ্ধ : আজ রাসেল সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে।

৫. **প্রবাদ-প্রবচনের অপপ্রয়োগ–**

অশুদ্ধ : আহসানউল্লাহ কারও সাতেও নেই সতেরতেও নেই।
শুদ্ধ : আহসানউল্লাহ কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
অশুদ্ধ : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত।
অশুদ্ধ : হাতে টাকা নেই, এজন্যই চোখে হলুদ ফুল দেখছ।
শুদ্ধ : হাতে টাকা নেই, এজন্যই চোখে সর্ষে ফুল দেখছ।
অশুদ্ধ : গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারবে না।
শুদ্ধ : ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারবে না।
অশুদ্ধ : কইয়ের তেলে মাছ ভাজা
শুদ্ধ : কইয়ের তেলে কই ভাজা

৬. **বাচ্যের অপপ্রয়োগ :** কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও করা ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যের বিশেষণ ও হওয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন–

কর্তৃবাচ্য : সে আমাকে অপমান করেছে।
কর্মবাচ্য : তার দ্বারা আমি অপমানিত হয়েছি।

এর বিপরীত ক্ষেত্রে যদি বলা হয় 'আমি অপমান হয়েছি' তবে বাচ্যে 'অপমান' শব্দের অপপ্রয়োগ হবে। শুদ্ধ প্রয়োগ হবে অপমানিত। আরও–

অশুদ্ধ : এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
শুদ্ধ : এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
অশুদ্ধ : খোদার বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।

শুদ্ধ : খোদার বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : সূর্য উদয় হয়েছে।
শুদ্ধ : সূর্য উদিত হয়েছে।
অশুদ্ধ : ইমনের সৌন্দর্য দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।
শুদ্ধ : ইমনের সৌন্দর্য দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।
অশুদ্ধ : যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে, তবে মুক্তি মিলেনি।
শুদ্ধ : যুক্তি খণ্ডন হয়েছে, তবে মুক্তি মিলেনি।

গ. বাক্যে পদবিন্যাসের অপপ্রয়োগজনিত ত্রুটি

১. **বাক্যে বিশেষণ প্রয়োগে সঙ্গতি :** বিশেষণের অবস্থান সম্পর্কিত শব্দের যথাস্থানে হওয়া উচিত তা না হলে অর্থ-বিভ্রান্তি ঘটতে পারে অথবা বাক্য দুর্বল হয়ে যেতে পারে। যেমন–

রতনের প্রথম ছেলে যোগ দিয়েছে যাত্রাদলে।
রতনের ছেলে প্রথম যোগ দিয়েছে যাত্রাদলে।
অথবা,
কেবল আমি এই কথাটা রাফিকে জানিয়েছি।
আমি কেবল এই কথাটা রাফিকে জানিয়েছি।
আমি এই কথাটা কেবল রাফিকে জানিয়েছি।

দুর্বল : সপ্তাহব্যাপী গাছতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা শুরু হয়েছে।
উন্নত : গাছতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞানমেলা শুরু হয়েছে।
দুর্বল : তার কাছে দুই দিনের বড়জোর রসদ ছিল।
উন্নত : তার কাছে বড়জোর দুই দিনের রসদ ছিল।

২. **বাক্যে সর্বনাম প্রয়োগে সঙ্গতি :** বাক্যে সর্বনাম প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন; কেননা অবস্থান বদলের কারণে বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন–

অপপ্রয়োগ : নোমানকে টেলিফোনে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।
উন্নত : টেলিফোনে যোগাযোগ করেও নোমানকে পাওয়া যায়নি।
অপপ্রয়োগ : দুষ্কৃতকারীরা তিনি ও তাঁকে দেখতে আসা ডাক্তারকে শাসিয়েছে।
উন্নত : দুষ্কৃতকারীরা তাঁকে ও তাঁকে দেখতে আসা ডাক্তারকে শাসিয়েছে।

অর্থের ভিন্নতাও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। যেমন–

সে নাটক ছিল যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে।

নাটকে সে ছিল যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে।

তাছাড়া, সর্বনামের পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রমধারা বজায় রাখা অবশ্যক। বাংলায় আগে নাম পুরুষ, তারপর মধ্যম পুরুষ এবং সবার শেষে উত্তম পুরুষের অবস্থান নির্ধারিত। এর ব্যতিক্রম হলে বাক্য অশুদ্ধ হবে। যেমন–

অশুদ্ধ : আমি, তুমি ও নাজমা সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

শুদ্ধ : নাজমা, তুমি ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

৩. **ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ার কাল প্রয়োগে সঙ্গতি :** যথাযথ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না হলে বাক্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। যেমন–

অশুদ্ধ : তিনি সভায় অনুপস্থিত ছিল।

শুদ্ধ : তিনি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

দুর্বল : একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে বিখ্যাত শিল্পীরা সঙ্গীত করেন।

উন্নত : একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে বিখ্যাত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দুর্বল : সভায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছু সিদ্ধান্ত করা হয়।

উন্নত : সভায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪. **বাক্যে যোজক প্রয়োগে সঙ্গতি :** এ ক্ষেত্রেও যোজকের প্রয়োগ ঠিক স্থানে হওয়া উচিত। যেমন–

দুর্বল : সবাই একে একে চলে গেল, তাকেও সুতরাং চলে যেতে হলো।

উন্নত : সবাই একে একে চলে গেল, সুতরাং তাকেও চলে যেতে হলো।

সঙ্গতিহীন : নাজমুল চাকায় পড়তে চায় এবং তার পিতা-মাতা রাজি হয় না।

সঙ্গতিপূর্ণ : নাজমুল চাকায় পড়তে চায় কিন্তু তার পিতা-মাতা তাতে রাজি হয় না।

ঘ. **সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি :** বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলা হয়। এ দোষে আক্রান্ত বাক্যকে অশুদ্ধ বলেই ধরা হয়। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে মনে করা হলেও চারটি ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষায় পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

১. **সর্বনাম পদে :** সাধু ভাষায় এ পদের পূর্ণরূপ ও চলিত ভাষায় সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন–তাহার–তার।

২. **ক্রিয়াপদে :** সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণ এবং চলিত ভাষায় সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হবে। যেমন– করিতেছি → করছি। করিয়া → করে।

৩. **শব্দ নির্বাচনে :** সাধু ভাষায় সাধারণত তৎসম শব্দের আধিক্য থাকে এবং চলিত ভাষায় অ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের ব্যবহার থাকে। যেমন– হস্ত–হাত, চন্দ্র–চাঁদ, স্বর্ণ–সোনা।

৪ **বানানে :** সাধু ভাষায় পুরাতন বানান প্রযুক্ত হয় কিন্তু চলিত ভাষায় আধুনিক পরিমার্জিত বানানের নিয়ম ব্যবহৃত হয়। যেমন– বাঙ্গালী–বাঙ্গালি, শ্রেণী–শ্রেণি।

বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা দিলে যেকোনো একটি রীতিতে তা রূপান্তর করে নিতে হয়। যেমন–

মিশ্রিত : নাসিরুলের চিঠি দেখে মা অবাক হলেন।
সাধু : নাসিরুলের চিঠি দেখিয়া মা অবাক হইলেন।
চলিত : নাসিরুলের চিঠি দেখে মা অবাক হলেন।
মিশ্রিত : তাহারা যেন সবাই ভুল করবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।
সাধু : তাহারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।
চলিত : তারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
মিশ্রিত : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
সাধু : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
চলতি : কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করতে চাইলেন না।
মিশ্রিত : তাকে বাজারে যাইতে হবে।
সাধু : তাহাকে বাজারে যাইতে হইবে।
চলিত : তাকে বাজারে যেতে হবে।
মিশ্রিত : নিলয় নিশীথ রাতে নিশির সহিত দেখা করতে গেল।
সাধু : নিলয় নিশীথ রাতে নিশির সহিত দেখা করিতে গিয়েছিল।
চলিত : নিলয় নিশীথ রাতে নিশির সাথে দেখা করতে গেল।

নিচে কিছু শব্দের শুশ্ধরূপ তুলে ধরা হলো–

অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ	অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ
অভ্যস্থ	অভ্যস্ত	গরিয়সি	গরীয়সী
অনুকুল	অনুকূল	জেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অদ্যবধি	অদ্যাবধি	বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
শারীরীক	শারীরিক	নিরব	নীরব
হরিন	হরিণ	নীরোদ	নীরদ
ব্যয়াম	ব্যায়াম	পাগোল	পাগল
ব্যাবসা	ব্যবসায়	পাগলীনী	পাগলিনী
ব্যাক্ত	ব্যক্ত	গৃহীনী	গৃহিণী
ব্যপার	ব্যাপার	মালীনী	মালিনী
ব্যায়	ব্যয়	সহযোগীতা	সহযোগিতা
ব্যাক্তি	ব্যক্তি	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
ব্যকরণ	ব্যাকরণ	বন্দীনী	বন্দিনী
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	জানুয়ারী	জানুয়ারি
শশুর	শ্বশুর	ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারি
শ্বাশুড়ি	শাশুড়ি	খৃষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
স্বাস্থ	স্বাস্থ্য	মাষ্টার	মাস্টার
চ্যূত	চ্যুত	ষ্টেশান	স্টেশন
উৎপাৎ	উৎপাত	মর্ডাণ	মডার্ন
উচিৎ	উচিত	ফার্ণিচার	ফার্নিচার
অদ্ভূত	অদ্ভুত	সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক
প্রতিকুল	প্রতিকূল	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
আশক্তি	আসক্তি	স্থুল	স্থূল
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু	নিস্ফল	নিষ্ফল
নিরস	নীরস	ব্যাবধান	ব্যবধান
নির্ভিক	নির্ভীক	গননা	গণনা
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	উজ্জল	উজ্জ্বল
জলন্ত	জ্বলন্ত	দুর্ণাম	দুর্নাম
নুপুর	নূপুর	পিপিলিকা	পিপীলিকা
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	মুহুর্ত	মুহূর্ত

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
মাহাত্ত	মাহাত্ম্য	ভূষন	ভূষণ
মধুসুদন	মধুসূদন	রবিন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	শষ্য	শস্য
সত্বা	সত্তা	মহত্ব	মহত্ত্ব
সন্মান	সম্মান	মুর্খ	মূর্খ
শ্রাবন	শ্রাবণ	পুরষ্কার	পুরস্কার
পিচাশ	পিশাচ	অনূবাদ	অনুবাদ
মুর্তি	মূর্তি	পুর্ব	পূর্ব
পূব	পুব	বিদূষী	বিদুষী
ভুমি	ভূমি	বিচি	বীচি
উর্মি	ঊর্মি	দূর্গতি	দুর্গতি
দূর্গা	দুর্গা	উপমা	উপমা
সমুহ	সমূহ	কনা	কণা
বানী	বাণী	কল্যান	কল্যাণ
শ্রাবনি	শ্রাবণী	দুর্ণিবার	দুর্নিবার
দর্শণ	দর্শন	শাওণ	শাওন
লক্ষন	লক্ষণ	বেনু	বেণু
চরন	চরণ	কঙ্কন	কঙ্কণ
অনু	অণু	বিস্তীর্ন	বিস্তীর্ণ
বিকীর্ন	বিকীর্ণ	চয়ণ	চয়ন
কৃপন	কৃপণ	পরিনয়	পরিণয়
পরিনাম	পরিণাম	প্রনয়	প্রণয়
পরিনতী	পরিণতি	বণিতা	বনিতা
রামায়ন	রামায়ণ	তরুন	তরুণ
গগণ	গগন	বরুন	বরুণ
করুন	করুণ	ধরণ	ধরন
অরুন	অরুণ	সরনি	সরণি

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
বীরাঙ্গণা	বীরাঙ্গনা	ঘ্রান	ঘ্রাণ
ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ	ফাগুণ	ফাগুন
ধণুক	ধনুক	চিকিৎষা	চিকিৎসা
বিষর্জন	বিসর্জন	নমষ্কার	নমস্কার
আবিস্কার	আবিষ্কার	ভিরু	ভীরু
নৃসংশ	নৃশংস	দূর্বার	দুর্বার
কিরন	কিরণ	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
দুষ্টামী	দুষ্টামি	মুখচ্চবি	মুখচ্ছবি
দূর্বল	দুর্বল	নীরোদ	নীরদ
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	লক্ষী	লক্ষ্মী
মনহর	মনোহর	ষষ্টি	ষষ্ঠী
শিরমণি	শিরোমনি	সমীচিন	সমীচীন
বিকিরন	বিকিরণ	বৈশিস্ট্য	বৈশিষ্ট্য
সান্তনা	সান্ত্বনা	ব্যপ্তি	ব্যাপ্তি
স্বাতন্ত্র	স্বতন্ত্র	ব্যাতীত	ব্যতীত
ব্যাগ্র	ব্যগ্র	সচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ
ব্যাত্যয়	ব্যত্যয়	সূচী	সূচি
বিদ্যান	বিদ্বান	সুনিতী	সুনীতি
নিহার	নীহার	প্রতীস্টা	প্রতিষ্ঠা
দধিচী	দধীচি	অতিব	অতীব
চিকীৎসা	চিকিৎসা	প্রাচিন	প্রাচীন
নীরীহ	নিরীহ	ধির	ধীর
অধিন	অধীন	আশীষ	আশিস
একাকি	একাকী	জাতী	জাতি
আশির্বাদ	আশীর্বাদ	দিপালী	দীপালি
ধিমান	ধীমান	মিনতী	মিনতি
জাতিয়	জাতীয়	ভূল	ভুল

অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ	অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ
ভাগিরথী	ভাগীরথী	মনিষি	মনীষী
প্রভাতি	প্রভাতী	বাল্মীকী	বাল্মীকি
শুদ্র	শূদ্র	সুধি	সুধী
মরিচীকা	মরীচিকা	নির্লজ্জ্ব	নির্লজ্জ
নবিন	নবীন	সতি	সতী
গভির	গভীর	শুন্য	শূন্য
কিঙ্করি	কিঙ্করী	নুতন	নূতন
আকূল	আকুল	ময়ুর	ময়ূর
রুপ	রূপ	উদ্ভুত	উদ্ভূত
নতূন	নতুন	অর্চণা	অর্চনা
কৌতুহল	কৌতূহল	বধু	বধূ

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ।১। **যেসব ত্রুটির কারণে বাক্য ও শব্দ অশুশ্ধ হয়ে থাকে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

উত্তর : যেসব ত্রুটির কারণে বাক্য ও শব্দ অশুশ্ধ হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ–

ক. **বানানের অশুশ্ধি :** নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট বানানরীতি না জানার কারণে শব্দ শুশ্ধ হয় না। তার ফলে বাক্য অশুশ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন–'আমি পানি খাব'–এ বাক্যে 'পানি' শব্দের বানানে যদি 'ণ' দেওয়া হয় তবে তা অশুশ্ধ হবে।

খ. **বাক্য গঠনে অদক্ষতা :** বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় প্রভৃতির যথার্থ প্রয়োগ না জানার কারণে বাক্য অশুশ্ধ হয়ে থাকে। বাক্য গঠনের এ অদক্ষতা একটি মারাত্মক ত্রুটি । যেমন–'তোমার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।' এ বাক্যে 'উপস্থিতি' স্থলে 'উপস্থিত' লিখলে বাক্য অশুশ্ধ হবে।

গ. **গুরুচণ্ডালী দোষ :** একই বাক্যে তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহার, সাধু-চলিত রীতির মিশ্রণ এবং সম্মান-অসম্মানসূচক ক্রিয়ার ব্যবহারকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলা হয়। এ দোষের কারণে বাক্য অশুশ্ধ হয়। যেমন–'আপনি ভাত খান।' এ বাক্যে 'খান' স্থলে 'খাও' বা 'খা' ক্রিয়া লিখলে বাক্য অশুশ্ধ হবে।

ঘ. **পদবিন্যাসে ত্রুটি :** পদবিন্যাসের ত্রুটির কারণেও বাক্য অশুদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন–'আমি ভাত খাই' না বলে 'খাই আমি ভাত' বললে বাক্য অশুদ্ধ হবে।

ঙ. **সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ :** বাংলা বাক্যে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অন্যান্য পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত এই দুই রীতির পৃথক রূপ আছে। উভয় রীতির মিশ্রণ বাক্যকে অশুদ্ধ করে। যেমন–'তারা ভাত খাচ্ছে' না বলে 'তাহারা অন্ন খাচ্ছে' বললে বাক্য অশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন ।২। **বাংলা ভাষার 'ত্ব' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের রূপান্তরসহ পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
দায়ী	দায়িত্ব	স্থায়ী	স্থায়িত্ব
মন্ত্রী	মন্ত্রীত্ব	বন্দী	বন্দিত্ব
একাকী	একাকিত্ব		

প্রশ্ন ।৩। **বাংলা ভাষার 'তা' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের রূপান্তরসহ পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
তেজস্বী	তেজস্বিতা	দেশদ্রোহী	দেশদ্রোহিতা
বিলাসী	বিলাসিতা	উপকারী	উপকারিতা
বৈরী	বৈরিতা		

প্রশ্ন ।৪। **'ইক' প্রত্যয়ের ব্যবহারের রূপান্তরসহ পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
ধনী	ধনিক	নগরী	নাগরিক
যন্ত্রী	যান্ত্রিক	শরীরী	শারীরিক
মানবী	মানবিক		

প্রশ্ন ।৫। **'ইত' প্রত্যয়ের রূপান্তরসহ পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
গর্বী	গর্বিত	ব্যথী	ব্যথিত
জীবী	জীবিত	উৎসাহী	উৎসাহিত
প্রবাহী	প্রবাহিত		

প্রশ্ন ।৬। **'ইনী' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের রূপান্তরসহ পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
মায়াবী	মায়াবিনী	আরোহী	আরোহিণী
মানী	মানিনী	বিরহী	বিরহিণী
অধিবাসী	অধিবাসিনী		

প্রশ্ন ।৭। **'সন্ধি' গঠিত অশুশ্ধবানানের দশটি শুশ্ধরূপের উদাহরণ দাও।**

উত্তর :

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
দূরাবস্থা	দুরবস্থা	উপযোক্ত	উপর্যুক্ত
মুখাচ্ছবি	মুখচ্ছবি	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ	উপরিউপরি	উপর্যুপরি
অনাটন	অনটন	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী
অদ্যবধি	অদ্যাবধি	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়

প্রশ্ন ।৮। **বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের পাঁচটি শুশ্ধ রূপের উদাহরণ দাও।**

উত্তর :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
ঐক্যতা	ঐক্য	আতিশয্যতা	আতিশয্য
প্রাসারতা	প্রসার	বৈচিত্র্যতা	বৈচিত্র্য
মাধুর্যতা	মাধুর্য		

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥	সমাসঘটিত অশুশ্ধ শব্দের পাঁচটি শুশ্ধ রূপের উদাহরণ প্রদর্শন কর।

উত্তর :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
নির্দোষী	নির্দোষ	নিরপরাধী	নিরপরাধ
অহর্নিশি	অহর্নিশ		

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥	সমার্থক শব্দের অপপ্রয়োগের দশটি শব্দের শুশ্ধ রূপ লিখ।

উত্তর :

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
অশ্রুজল	অশ্রু	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন
আরক্তিম	আরক্ত	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য	যদ্যাপিও	যদ্যপি/যদিও
শুধুমাত্র	শুধু মাত্র	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
কদাপিও	কদাপি	চলাকালীন সময়	চলাকালীন/সময়

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥	প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের পাঁচটি শব্দের শুশ্ধরূপ উল্লেখ কর।

উত্তর : :

মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	মূল শব্দ	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ
করিৎকর্মী	করিৎকর্মা	অধীনস্থ	অধীন
বাহ্যিক	বাহ্য	অসহ্যনীয়	অসহ্য/অসহনীয়
আবশ্যকীয়	আবশ্যক		

কিছুসংখ্যক অশুদ্ধ ও শুদ্ধ শব্দ

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুশ্ধরূপ লিখ– অভ্যস্থ, অদ্যবধি, পিসী, জাপানী, ডাক্তারী।

অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ	অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ
অভ্যস্থ	অভ্যস্ত	জাপানী	জাপানি
অদ্যবধি	অদ্যাবধি	ডাক্তারী	ডাক্তারি
পিসী	পিসি		

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— প্রতিযোগিতা, মনোযোগি, জানুয়ারী, ষ্টেশন, মর্ডাণ।

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	ষ্টেশন	স্টেশন
মনোযোগি	মনোযোগী	মর্ডাণ	মডার্ন
জানুয়ারী	জানুয়ারি		

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— গ্রিন, আলবেরুণী, দূর্নাম, ঝরণা, ধরণ।

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
গ্রিণ	গ্রিন	ঝরণা	ঝরনা
আলবেরুণী	আলবেরুনি	ধরণ	ধরন
দূর্নাম	দুর্নাম		

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— অপরাহ্ন, শশুর, কাহিনী, পর্ব্ব, পুরষ্কার

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ন	পর্ব্ব	পর্ব
শশুর	শ্বশুর	পুরষ্কার	পুরস্কার
কাহিনী	কাহিনি		

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— কৃপন, অদ্ভূত, উদ্ভুত, মন্ত্রীসভা, শরিরী

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
কৃপন	কৃপণ	অদ্ভূত	অদ্ভুত
উদ্ভুত	উদ্ভূত	শরিরী	শরীরী
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা		

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— ক্ষুন্নিবৃত্তি, পূর্বাহ্ন, উৎপাৎ, দর্শণ, দুষ্টামী

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি	দর্শন	দর্শন
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ন	দুষ্টামী	দুষ্টামি
উৎপাৎ	উৎপাত		

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— দিপালী, মরিচীকা, ভগিরথী, অর্চণা, মনিষি

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
দিপালী	দীপালি	অর্চণা	অর্চনা
মরিচীকা	মরীচিকা	মনিষি	মনীষী
ভাগিরথী	ভাগীরথী		

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— আবিস্কার, কিরিট, ত্যাক্ত, নৃশংষ, প্রণষ্ট।

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
আবিস্কার	আবিষ্কার	নৃশংষ	নৃশংস
কিরিট	কিরীট	প্রণষ্ট	প্রনষ্ট
ত্যাক্ত	ত্যক্ত		

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥	নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ— বৃহষ্পতি, আশীষ, সদ্যজাত, মনোকষ্ট, ঈমান

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
আশীষ	আশিষ	ঈমান	ইমান
সদ্যজাত	সদ্যোজাত		

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ **নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ—**

আসামী, সরকারী, কার্ত্তিক, উষা, কিংবদন্তী

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
আসামী	আসামি	উষা	উষা
সরকারী	সরকারি	কিংবদন্তী	কিংবদন্তি
কার্ত্তিক	কার্তিক		

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ **নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লিখ—**

অংশীদারী, আহ্বায়ক, ইন্দ্রজিৎ, ঈদৃশ, উচ্চৈঃশ্রবা

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অংশীদারী	অংশীদারি	ইদৃশ	ঈদৃশ
আহরায়ক	আহ্বায়ক	উচ্চশ্রবা	উচ্চৈঃশ্রবা
ঈন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রজিৎ		

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ **যেকোনো ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ ।** *[য. বো. '০৫]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
দৈন্যতা	দীনতা/দৈন্য	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
শারিরীক	শারীরিক	রামায়ন	রামায়ণ
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	মুখস্ত	মুখস্থ
পিপিলীকা	পিপীলিকা	নুপুর	নূপুর
মনিষী	মনীষী	উজ্জল	উজ্জ্বল

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ **শুদ্ধ করে লেখ (যেকোনো ছয়টি)** *[রা. বো. '০৫, '০৭]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	মুহূর্মুহ	মুহুর্মুহু
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	দূরাবস্থা	দুরবস্থা
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	সমীচিন	সমীচীন
বিভিষিকা	বিভীষিকা	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ **বানান শুদ্ধ কর।** *[সি. বো. '০৫]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ **শুদ্ধ করে লেখ (যেকোনো ছয়টি)** *[কু. বো. '০৪; রা. '০৭]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
দূরাবস্থা	দুরবস্থা	পানিনি	পাণিনি
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	মনোপুত	মনঃপূত
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	প্রজন্ম	প্রজন্ম

প্রশ্ন ১ ২৭ ১ **যেকোনো ছয়টি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ।** *[ম. বো.'০৪; রা.'০৭]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	মরীচীকা	মরীচিকা
আইনজীবি	আইনজীবী	মুহুর্ত	মুহূর্ত
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা	সন্নাসী	সন্ন্যাসী
প্রনয়ন	প্রণয়ন	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা

প্রশ্ন ১ ২৮ ১ **শুদ্ধ করে লেখ (যেকোনো ছয়টি)** *[চ. বো. '০৪; সি. '০৭]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী	দারিদ্রতা	দারিদ্র/দরিদ্রতা
মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব	বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
সূচীপত্র	সূচিপত্র	প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা

প্রশ্ন ১ ২৯ ১ **বানান শুদ্ধ কর (যেকোনো ছয়টি)।** *[সি. বো. '০৪]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
কৃর্তিবান	কীর্তিবান	মুহুর্ত	মুহূর্ত
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	মনযোগ	মনোযোগ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়	গ্রামীন	গ্রামীণ

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ **নিচের যেকোনো ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ।** *[কু. '০৩;রা. '০৭]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
অত্যান্ত	অত্যন্ত	আশাঢ়	আষাঢ়
সম্বাদ	সংবাদ	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
মনমোহন	মনোমোহন	ব্যায়	ব্যয়
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
সম্বর্দ্ধনা	সংবর্ধনা		

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ **যেকোনো ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ।** *[রা. বো. '০৩]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ বানান
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	মুহুর্ত	মুহূর্ত
সন্ধিহান	সন্দিহান	মুমর্ষূ	মুমূর্ষু
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন বোর্ডের অশুদ্ধ শব্দের শুদ্ধকরণ

ঢাকা বোর্ড—২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	মনোকস্ট	মনঃকষ্ট
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	নুন্যতম	ন্যূনতম
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা	জ্যৈষ্ঠ্য	জ্যৈষ্ঠ
দৈন্যতা	দীনতা/দৈন্য	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ		

রাজশাহী বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
শান্তনা	সান্ত্বনা	পানিনি	পাণিনি
সন্নাসী	সন্ন্যাসী	স্বরস্বতী	সরস্বতী
তোরন	তোরণ	মনোপুত	মনঃপূত
দৈন্যতা	দীনতা/ দৈন্য	সমিরন	সমীরণ
প্রনয়ন	প্রণয়ন		

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
শান্তনা	সান্ত্বনা	নুন্যতম	ন্যূনতম
সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত	এসিস্টেন্ট	এ্যাসিস্টেন্ট
শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	মুহর্মূহ	মুহুর্মুহু
প্রোজ্জ্বলন	প্রোজ্জ্বলন	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
স্মরনার্থী	শরণার্থী		

যশোর বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
প্রনয়ন	প্রণয়ন	উচীৎ	উচিত
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য	প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	ষ্টেশন	স্টেশন
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস		

বরিশাল বোর্ড–২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	মুমুর্ষ	মুমূর্ষু

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক	উচ্ছ্বল	উচ্ছল
সখ্যতা	সখ্য		

দিনাজপুর বোর্ড—২০১৫

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
শুশ্রুশা	শুশ্রূষা	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য	ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে
শান্তনা	সান্ত্বনা	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
সমিচীন	সমীচীন	ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ		

ঢাকা বোর্ড—২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	ঐক্যমত্য	ঐক্যমত
সমিচিন	সমীচীন	মনিষি	মনীষী
চতুস্কোন	চতুষ্কোণ	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
পিপিলিকা	পিপীলিকা	সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
পানিনী	পাণিনি		

রাজশাহী বোর্ড—২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
সমিচীন	সমীচীন	স্বরস্বতী	সরস্বতী
লজ্জাষ্কর	লজ্জাকর	আবিস্কার	আবিষ্কার
সন্যাসী	সন্ন্যাসী	ঐক্যতান	ঐকতান
পীপিলীকা	পিপীলিকা	মুমুর্ষূ	মুমূর্ষু
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
শশ্রুষা	শুশ্রূষা	ষ্টেশন	স্টেশন

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ঐক্যমত্য	ঐকমত্য	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
সহযোগীতা	সহযোগিতা	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	লজ্জাকর	লজ্জাস্কর
স্বার্থকতা	সার্থকতা	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
শান্তনা	সান্ত্বনা		

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
সহকারি	সহকারী	ভষ্ম	ভস্ম
হীনমন্যতা	হীনতা	প্রাণীজগৎ	প্রাণিজগৎ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	পন্য	পণ্য
শ্বাশুড়ি	শাশুড়ি	ঘুরাঘুরি	ঘোরাঘুরি
মুখস্ত	মুখস্থ		

সিলেট বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
শারিরীক	শারীরিক	উজ্জল	উজ্জ্বল
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	আইনজীবি	আইনজীবী
পিপিলীকা	পিপীলিকা	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
মনিষী	মনীষী	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা

যশোর বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
একত্রিক	একত্রিত	নুন্যতম	নূন্যতম
বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ	পৈত্রিক	পৈতৃক

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
সমিচিন	সমীচীন	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
দৈন্যতা	দীনতা	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
ভৌগলীক	ভৌগোলিক		

বরিশাল বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ঐক্যতান	ঐকতান	ঐক্যমত	ঐকমত্য
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	বালীকি	বাল্মীকি
শান্তনা	সান্ত্বনা	নূন্যতম	নূন্যতম
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ		

দিনাজপুর বোর্ড–২০১৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	ভৌগলীক	ভৌগোলিক
আইনজীবি	আইনজীবী	ফটোষ্টেট	ফটোস্টেট
ইংরেজী	ইংরেজি	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
পুরষ্কার	পুরস্কার	শান্তনা	সান্ত্বনা
সাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য		

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ভূবন	ভুবন	অন্তভূক্ত	অন্তর্ভুক্ত
ষ্টেশন	স্টেশন	দূরন্ত	দুরন্ত
মুহুর্ত	মুহূর্ত	কর্মজীবি	কর্মজীবী
পুরান	পুরাণ	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
স্বরস্বতী	সরস্বতী		

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	বয়জেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
মনোকস্ট	মনঃকষ্ট	উপরুক্ত	উপর্যুক্ত
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	দুরাদৃস্ট	দূরদৃষ্ট
দূরাবস্থা	দুরবস্থা		

রাজশাহী বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
পঁচা	পচা	মুহুত	মুহূর্ত
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	দৈন্যতা	দীনতা
প্রনয়িণী	প্রণয়িনী	পুরষ্কার	পুরস্কার
ঝরণা	ঝরনা	মনিজাল	মণিজাল
সহযোগীতা	সহযোগিতা		

সিলেট বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	শান্তনা	সান্ত্বনা
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	দৈন্যতা	দীনতা
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	নুপুর	নূপুর
মনোপুত	মনঃপূত	মুখস্ত	মুখস্থ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা		

দিনাজপুর বোর্ড–২০১৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
আলচ্যমান	আলোচ্যমান	পিপিলিকা	পিপীলিকা
উপযোগীতা	উপযোগিতা	ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান	প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
কল্যান	কল্যাণ	মুখস্ত	মুখস্থ
জীবীকা	জীবিকা	সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক
বিদূষি	বিদুষী		

ঢাকা বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ভূবন	ভুবন	স্বরস্বতী	সরস্বতী
ঐক্যতান	ঐকতান	পীপিলিকা	পিপীলিকা
বিভিষিকা	বিভীষিকা	আকাংক্ষা	আকাঙ্ক্ষা
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
কৃতি	কৃতী		

রাজশাহী বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	ব্যার্থ	ব্যর্থ
আদ্যান্ত	আদ্যন্ত	বহিস্কার	বহিষ্কার
পীপিলিকা	পিপীলিকা	জগত	জগৎ
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
সন্যাসী	সন্ন্যাসী		

দিনাজপুর বোর্ড–২০১২

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শান্তনা	সান্ত্বনা	মুহুর্ত	মুহূর্ত
মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ষ্টোর	স্টোর		

ঢাকা বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
সমিচিন	সমীচীন	দারিদ্রতা	দরিদ্রতা
শান্ত্বনা	সান্ত্বনা	স্নেহাশীষ	স্নেহাশিষ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু

যশোর বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	শান্তনা	সান্ত্বনা
সমিচীন	সমীচীন	কুজ্জটিকা	কুজ্ঝটিকা
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	নিশিথিনি	নিশীথিনী
পরিস্কার	পরিষ্কার	স্বরস্বতী	সরস্বতী

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	স্বরস্বতী	সরস্বতী
আইনজিবী	আইনজীবী	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শান্তনা	সান্ত্বনা	মনিষী	মনীষী
সহযোগীতা	সহযোগিতা	পিপিলীকা	পিপীলিকা
শিরচ্ছেদ	শিরোশ্ছেদ		

সিলেট বোর্ড–২০১১

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
শান্তনা	সান্ত্বনা	ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
নুন্যতম	ন্যূনতম	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
মনোকস্ট	মনঃকষ্ট	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
সুশ্রুশা	শুশ্রূষা	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
সমিচীন	সমীচীন		

ঢাকা বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	মনোপুত	মনঃপূত
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	পুরষ্কার	পুরস্কার
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	মুহুর্ত	মুহূর্ত
ব্যাতীত	ব্যতীত	উজ্জল	উজ্জ্বল
গীতাঞ্জলি	গীতাঞ্জলি		

যশোর বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
দূরাবস্থা	দুরবস্থা	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	তোরন	তোরণ
মনোপুত	মনঃপূত	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা	মনমোহন	মনোমোহন
মরীচীকা	মরীচিকা	অত্যান্ত	অত্যন্ত

সিলেট বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	দুষনীয়	দূষণীয়
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি	গ্রামীন	গ্রামীণ
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী	পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা		

বরিশাল বোর্ড–২০১০

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
বিভিষিকা	বিভীষিকা	দৈন্যতা	দীনতা

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
সান্তনা	সান্ত্বনা	ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
পিপিলিকা	পিপীলিকা	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
কার্য্যালয়	কার্যালয়		

দিনাজপুর বোর্ড—২০১০

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
নিরব	নীরব	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সন্যাসি	সন্ন্যাসী	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
আগমনি	আগমনী	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	সমীচিন	সমীচীন
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি		

ঢাকা বোর্ড—২০০৯

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ঐক্যতান	ঐকতান	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
শান্তনা	সান্ত্বনা	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
মনমোহন	মনোমোহন	বিভিষিকা	বিভীষিকা

কুমিল্লা বোর্ড—২০০৯

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	মুহুর্ত	মুহূর্ত
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	সন্ধিহান	সন্দিহান
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	উচীৎ	উচিত
প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা		

রাজশাহী বোর্ড–২০০৯

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার
পীপিলীকা	পিপীলিকা	মুমুর্ষ	মুমূর্ষু
বাল্মিকী	বাল্মীকি	স্বরস্বতী	সরস্বতী
কার্য্যালয়	কার্যালয়	দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা		

যশোর বোর্ড–২০০৯

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	ভাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
সমিচিন	সমীচীন	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
দৈন্যতা	দীনতা/দৈন্য	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
শুশ্রষা	শুশ্রূষা	বিভিষিকা	বিভীষিকা
শান্তনা	সান্ত্বনা	পূণ্য	পুণ্য

সিলেট বোর্ড–২০০৯

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	ঐশ্বরীক	ঐশ্বরিক
মুমুর্সু	মুমূর্ষু	পরিস্কার	পরিষ্কার
প্রাণীজগত	প্রাণিজগৎ	স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	ক্ষতীগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
দারিদ্র	দারিদ্র্য		

ঢাকা বোর্ড–২০০৮

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
মুমূর্ষ	মুমূর্ষু	শান্তনা	সান্ত্বনা
কার্য্যালয়	কার্যালয়	ভাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র

অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ	অশুশ্ধ শব্দ	শুশ্ধ শব্দ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
সমিচিন	সমীচীন		

বরিশাল বোর্ড–২০০৮

প্রদত্ত অশুশ্ধ বানান	শুশ্ধ বানান
সমিপবর্তিনি	সমীপবর্তিনী
শমিরন	সমীরণ
ভূবন	ভুবন
সন্ধ্যাপ্রদ্বিপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ
শাস-প্রসাস	শ্বাস-প্রশ্বাস
জোৎস্নারাত	জ্যোৎস্নারাত
সধর্মচুত	স্বধর্মচ্যুত
নিশিথিনি	নিশীথিনী
পিরিত	পিরিতি

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৭

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
ইতিপূর্বে	ইতোৎপূর্বে	সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	ঐক্যতান	ঐকতান
সমিচিন	সমীচীন	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
আইনজীবি	আইনজীবী		

বরিশাল বোর্ড–২০০৭

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
শারিরীক	শারীরিক	মুমূর্ষ	মুমূর্ষু
মনিষি	মনীষী	শুশ্রষা	শুশ্রূষা

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
দৈন্যতা	দীনতা/দৈন্য	আইনজীবি	আইনজীবী
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য	বিদুষি	বিদুষী
সান্তনা	সান্ত্বনা		

রাজশাহী বোর্ড—২০০৭

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
সমিচিন	সমীচীন	শ্রশ্ধাঞ্জলী	শ্রশ্ধাঞ্জলি
উচ্চাস	উচ্ছ্বাস	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসী
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	কার্য্যালয়	কার্যালয়
দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব	সহযোগীতা	সহযোগিতা
মনমোহন	মনোমোহন		

যশোর বোর্ড—২০০৭

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
আত্বস্ত	আত্মস্থ	কলংকিত	কলঙ্কিত
ছাত্র-ছাত্রীগণ	ছাত্র-ছাত্রী	ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন
দুষিত	দূষিত	পরজীবি	পরজীবী
ব্যতিত	ব্যতীত	ভূবন	ভুবন
নূন্যতম	ন্যূনতম	মনিষি	মনীষী

সিলেট বোর্ড—২০০৭

অশুশ্ধ	শুশ্ধ	অশুশ্ধ	শুশ্ধ
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য	দূরাবস্থা	দুরবস্থা
স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস	সান্তনা	সান্ত্বনা
পোষ্টমাস্টার	পোস্টমাস্টার	সমিচীন	সমীচীন
স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ		

যশোর বোর্ড–২০০৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শান্তনা	সান্ত্বনা	নিক্কন	নিক্বণ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
প্রানীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত
কুজ্জটিকা	কুজ্ঝটিকা	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	দৈন্যতা	দীনতা/দৈন্য

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রানিবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	ব্যায়	ব্যয়
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
অত্যান্ত	অত্যন্ত	শশ্রুশা	শুশ্রূষা
স্বসত্রীক	সস্ত্রীক	সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
ভাতুষ্পত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র		

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা	ভূবণ	ভুবন
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা	শান্তনা	সান্ত্বনা
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	প্রোজ্জলণ	প্রোজ্বলন
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ	মনোকস্ট	মনঃকষ্ট
সন্যাসী	সন্ন্যাসী		

সিলেট বোর্ড–২০০৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনোপুত	মনঃপূত	মুখস্ত	মুখস্থ
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
বিভিষিকা	বিভীষিকা	মুহুর্ত	মুহূর্ত

বাক্যের অশুদ্ধি সংশোধন

কিছু আক্ষরিক জ্ঞান থাকলেই শুদ্ধভাবে বাক্য গঠন করে লেখার ক্ষমতা জন্মায় না। আবার অনেক শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিও শুদ্ধ বাক্য লিখতে জানেন না। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বানানের ত্রুটি, বিশেষ্য ও বিশেষণের ব্যবহারিক অশুদ্ধতা, চলিত ও সাধুরীতির মিশ্রণ, সর্বনামের সঠিক ব্যবহারে অসাবধানতা এবং শব্দের অর্থের অস্পষ্টতার কারণে অশুদ্ধতা দেখা দেয়।

নিচে কিছুসংখ্যক অশুদ্ধ বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হলো–

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. রূপ জ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করিবে।	১. রূপ জ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে।
২. প্রায়ই অর্থ কথাগুলোর বড় বড় হয়ে থাকে অস্পষ্ট।	২. বড় বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে।
৩. তাহার সংগে কাজ করে কোন আনন্দ পাই নি।	৩. তার সংগে কাজ করে কোনো আনন্দ পাই নি।
৪. এই কাজে স্বার্থকতা লাভ করিতে চাইলে আরো মনযোগ করিতে হইবে।	৪. এ কাজে সার্থকতা লাভ করতে চাইলে আরো মনোযোগী হতে হবে।
৫. তার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখী হয়।	৫. তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।
৬. যথাসময়ে কাজ না করায় শেষে চক্ষুতে হলুদের ফুল দেখিতে লাগিলাম ।	৬. যথাসময়ে কাজ না করায় শেষে চোখে সর্ষের ফুল দেখতে লাগলাম।
৭. বাজীকরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হইল।	৭. বাজীকরের অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিয়া ছাত্রগণ প্রফুল্ল হইল।
৮. মাহমুদ জব্বারকে বলল যে, তুমি নদীর ধারে বেড়াতে যাবে বলে এসেছে।	৮. মাহমুদ জব্বারকে জিজ্ঞাসা করল যে, সে কি নদীর ধারে বেড়াতে যাবে বলে এসেছে।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
৯. বিশেষ আমি যে লুঙ্গিখানি পড়েছিলাম তাহা এত ময়লা ছিল যে তা নিয়ে বাহিরে যাইতে সাহস হয় নাই।	৯. আমি যে বিশেষ লুঙ্গিখানা পরেছিলাম তা এত ময়লা ছিল যে, তা নিয়ে বাইরে যেতে সাহস হয় নি।
১০. জ্ঞানের আলোকে যখন আমাদের চোখে পুরোপুরি সহে না তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?	১০. জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পুরাপুরি সয় না, তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না তাতে আর বৈচিত্র্য কি?
১১. অন্যায়ের প্রতিফলন দুর্নিবার্য।	১১. অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
১২. সকল বালিকারা স্কুল যাবে।	১২. সকল বালিকা স্কুলে যাবে।
১৩. বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	১৩. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
১৪. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা কর।	১৪. উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা কর।
১৫. তাহারা বাড়ি যাচ্ছে ।	১৫. তারা বাড়ি যাচ্ছে।
১৬. সকল সভ্যগণ এসেছেন।	১৬. সকল সভ্য এসেছেন।
১৭. তিনি স্বস্ত্রীক আসবেন।	১৭. তিনি সস্ত্রীক আসবেন।
১৮. তোমাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	১৮. তোমাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
১৯. খাদ্যাভাবে প্রতি গ্রামে গ্রামে হাহাকার।	১৯. খাদ্যাভাবে প্রতি গ্রামে হাহাকার।
২০. আমি প্রতিকূল অবস্তার মধ্যে আছি।	২০ আমি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আছি।
২১. পড়ায় মনোযোগিতা নাই।	২১. পড়ায় মনোযোগ নাই।
২২. তিনি অন্তর্ধান হলেন।	২২. তিনি অন্তর্হিত হলেন।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
২৩. তোমার দ্বারা সে অপমান হইয়াছে।	২৩. তোমার দ্বারা সে অপমানিত হইয়াছে।
২৪. ব্রহ্মগণেরা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।	২৪. ব্রাহ্মণগণ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।
১৫. তাহার আর বাঁচার স্বাধ নাই।	২৫. তার আর বাঁচার সাধ নেই।
২৬. তোমার সব কথা মিথ্যা বলে প্রমাণ হইয়াছে।	২৬. তোমার সব কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত।
২৭. মেয়েটি বংশের মুখের মধ্যে চুনকালি দিয়েছে।	২৭. মেয়েটি বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছে।
২৮. গতকল্য তাহারা সকলে বেড়াতে যাইবে।	২৮. আগামীকল্য তাহারা সকলে বেড়াইতে যাইবে।
২৯. অপব্যায় একটি মারাত্মক ব্যাধি।	৩৯. অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।
৩০. দিবারাত্রি পরিশ্রমে তার শারিরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।	৩০. দিবারাত্রি পরিশ্রমের জন্য তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
৩১. আমি, তমাল ও তুমি আজ মার্বেল খেলিবে।	৩১. তমাল, তুমি ও আমি আজ মার্বেল খেলিব।
৩২. রবিন্দ্রনাথ প্রচন্ড কবি ছিলেন।	৩২. রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি ছিলেন।
৩৩. সে, আমি ও তুমি আজ মাছ ধরিতে যাইবে।	৩৩. সে, তুমি ও আমি আজ মাছ ধরিতে যাইব।
৩৪. হরিণ ধরিতে যাব।	৩৪. হরিণ ধরতে যাব।
৩৫. সকল ব্যাপারে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	৩৫. সকল ব্যাপারে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
৩৬. আমার কাছে চিরদিন তোমার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।	৩৬. আমার কাছে চিরদিন তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
৩৭. এই ভণ্ডামি করার কি আবশ্যক ছিল?	৩৭. এই ভণ্ডামি করার কি আবশ্যকতা ছিল?
৩৮. সে শৈশবেই মা পিতা হারিয়েছে।	৩৮. সে শৈশবেই মাতাপিতা হারিয়েছে।
৩৯. ব্যাকুলিত হৃদয়ে আমি তার গান শুনেছিলাম।	৩৯. ব্যাকুল হৃদয়ে আমি তার গান শুনেছিলাম।
৪০. আজকাল ব্যবসা করা খুব কঠিন।	৪০. আজকাল ব্যবসায় করা খুব কঠিন।
৪১. মুমূর্ষকে সাহায্য করা সকলের উচিত ।	৪১. মুমূর্ষুকে সাহায্য করা সকলের উচিত।
৪২. মোস্তফা সাহেব ব্যকরণে সুপণ্ডিত।	৪২. মোস্তফা সাহেব ব্যাকরণে সুপণ্ডিত।
৪৩. দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভুগছি।	৪৩. দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছি।
৪৪. সকল গৃহগুলো ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল।	৪৪. সকল গৃহ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।
৪৫. অদ্যবধি তাহার দেখা নেই।	৪৫. অদ্যাবধি তার দেখা নেই।
৪৬. মাদকাশক্তি ভাল নয়।	৪৬. মাদকাসক্তি ভাল নয়।
৪৭. অবস্তাটা আমার অনুকূলে।	৪৭. অবস্থাটা আমার অনুকূলে।
৪৮. শ্বাশুড়ি বউকে দেখতে পারে না।	৪৮. শাশুড়ি বউকে দেখতে পারে না।
৪৯. বুকের মধ্যে অব্যাক্ত কান্না।	৪৯. বুকের মধ্যে অব্যক্ত কান্না।
৫০. তাহারা তাদের বাড়িতে বেড়াইতে যাচ্ছে ।	৫০. তারা তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে।
৫১. জীবিত থাকলে নজরুল কেহ এই কথা বলে নাই।	৫১. নজরুল জীবিত থাকতে কেউ এ কথা বলেন নি।
৫২. নিরবে কাজ করে যাও।	৫২. নীরবে কাজ করে যাও।
৫৩. তার ও আমার মধ্যে বিস্তার ব্যবধান।	৫৩. তার ও আমার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
৫৪. মুহূর্তের মধ্যে এত কিছু ঘটে যাইবে বুঝিতে পারিনি।	৫৪ মুহূর্তের মধ্যে এত কিছু ঘটে যাবে বুঝতে পারি নি।
৫৫. তোমার ভবিষ্যত উজ্জল ।	৫৫. তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।
৫৬. মধুসুদন বড় কবি ছিলেন।	৫৬. মধুসূদন বড় কবি ছিলেন।
৫৭. জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরতে চাই।	৫৬. জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে চাই।
৫৮. কিঙ্করী আসি ভুশন ফেলিল খুলে।	৫৮. কিঙ্করী আসি ভূষণ ফেলিল খুলিয়া।
৫৯. মানসম্মান কিছুই অবশিষ্ট্য থাকল না।	৫৯. মানসম্মান কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।
৬০. রবিন্দ্রনাথ নিজেই গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন।	৬০. রবীন্দ্রনাথ নিজেই গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।
৬১. উদয়ের পথে শুনি কার বানী ভয় নাই ওরে ভয় নাই।	৬১. উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
৬২. সমুহ বিপদে পড়ে আমি বোকা সেজেছিলাম।	৬২. সমূহ বিপদে পড়ে আমি বোকা সেজেছিলাম।
৬৩. তিনি দর্শণের শিক্ষক।	৬৩. তিনি দর্শনের শিক্ষক।
৬৪. আমার শক্ত বাক্যে সে মনোকষ্ট পেয়েছে।	৬৪. আমার কঠোর বাক্যে সে মনঃকষ্ট পেয়েছে।
৬৫. তার বৈমাত্রেয় সহোদরা মরতে বসিয়াছে।	৬৫. তার বৈমাত্রেয় বোন মরতে বসেছে।
৬৬. ছেলেটি দুর্দান্ত মেধাবি।	৬৬. ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
৬৭. নিরপরাধীও নিষ্পাপীকে শাস্তি দেয়া অন্যায়।	৬৭. নিরপরাধ ও নিষ্পাপকে শাস্তি দেয়া অন্যায়।
৬৮. তুমি টাকাটা আত্বসাৎ করেছ।	৬৮. তুমি টাকাটা আত্মসাৎ করেছ।
৬৯. পঞ্চইন্দ্র সজাগ রেখো।	৬৯. পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ রেখো।
৭০. নির্ধনীরা বড়ই দুর্বল।	৭০. নির্ধনেরা বড়ই দুর্বল।

প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তর শিখি

প্রশ্ন ॥ ১ ॥	**'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলতে কী বোঝায়? কোন কোন ক্ষেত্রে এই দোষ পরিলক্ষিত হয় উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।**

উত্তর : গুরুচণ্ডালী দোষ : বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলা হয়। এ দোষে আক্রান্ত বাক্যকে অশুদ্ধ বলেই গণ্য করা হয়। যেমন–

তাহার সাথে খাদিজা পড়তে বসিয়াছে।

উপর্যুক্ত বাক্যে 'তাহার' ও 'বসিয়াছে' দুটি শব্দই সাধু রীতির। কিন্তু তার মাঝে 'পড়তে' শব্দটি চলিত রীতির হওয়ায় বাক্যটি গুরুচণ্ডালী দোষে আক্রান্ত। চারটি ক্ষেত্রে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। যথা–

		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১.	সর্বনাম পদে। যেমন–	তাহার	তার	যাহার	যার
২.	ক্রিয়াপদে। যেমন–	করিতে	করতে	চলিতেছে	চলছে
৩.	শব্দ নির্বাচনে। যেমন–	হস্ত	হাত	স্বর্ণ	সোনা
৪.	বানানে। যেমন–	বাঙ্গালী	বাঙালি	শ্রেণী	শ্রেণি

প্রশ্ন ॥ ২ ॥	**গুরুচণ্ডালী দোষে আক্রান্ত পাঁচটি বাক্যের চলিত রীতির শুদ্ধ প্রয়োগ দেখাও।**

উত্তর : গুরুচণ্ডালী দোষে আক্রান্ত এরূপ পাঁচটি বাক্যের চলিত রীতির শুদ্ধ প্রয়োগ নিচে দেখানো হলো–

১. অশুদ্ধ – প্রমির কথা অবিশ্বাস করিলে তোমার মঙ্গাল হবে।
   শুদ্ধ – প্রমির কথা অবিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গাল হবে।
২. অশুদ্ধ – যিনি গড়িতে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারে।
   শুদ্ধ – যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন।
৩. অশুদ্ধ – তাহাকে আমি সেখানে যাইতে দেখিলাম।
   শুদ্ধ – তাকে আমি সেখানে যেতে দেখলাম।
৪. অশুদ্ধ – চোরটি পুলিশকে দেখিয়া দ্রুত পালায়ন করল।
   শুদ্ধ – চোরটি পুলিশকে দেখে দ্রুত পলায়ন করল।
৫. অশুদ্ধ – রুমা ঝুমাকে দেখে কান্না শুরু করিয়া দিল।
   শুদ্ধ – রুমা ঝুমাকে দেখে কান্না শুরু করে দিল।

প্রশ্ন ঃ ৩ ঃ	**নিচের যে-কোন ছয়টি বাক্যের শুদ্ধ রূপ লেখ।** *[কু. '০৫; রা. '০৪]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ রূপ
১. বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল দেশ।	১. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
২. কালীদাস বিখ্যাত কবি।	২. কালিদাস বিখ্যাত কবি ছিলেন।
৩. সব মাছগুলোর দাম কত?	৩. সব মাছের দাম কত?
৪. সে অপমান হইয়াছে।	৪. সে অপমানিত হয়েছে।
৫. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	৫. উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
৬. কুপুরুষের মতো কথা বলছ কেন?	৬. কাপুরুষের মতো কথা বলছ কেন?
৭. একের লাঠি দশের বোঝা।	৭. দশের লাঠি একের বোঝা।
৮. আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।	৮. আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
৯. তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে।	৯. তাহাকে এখান হইতে যাইতে হইবে।

প্রশ্ন ঃ ৪ ঃ	**নিচের যে-কোন ছয়টি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ :** *[চ. বো. '০৫]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. গীতাঞ্জলী পড়েছ কি?	১. 'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি?
২. বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	২. বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
৩. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।	৩. বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৪. সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।	৪. সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী।
৫. আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা উচিৎ নয়।	৫. আবশ্যিক ব্যয়ে কার্পণ্য উচিত নহে।

প্রদত্ত অশুশ্ধ বাক্য	শুশ্ধ বাক্য
৬. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	৬. দীনতা প্রশংসনীয় নহে।
৭. এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।	৭. এটা লজ্জাকর ব্যাপার ।
৮. তোমার তথ্য গ্রহণীয় নয়।	৮. তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
১০. তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন।	১০. তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন।

প্রশ্ন ।৫। **শুশ্ধ করে লেখ।** *[চা. বো. '০৩]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুশ্ধ বাক্য	শুশ্ধ বাক্য
১. অন্নভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	১. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
২. অতিশয় দুঃখিত হলাম।	২. অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।
৩. অধ্যায়নই ছাত্রদের তপস্যা।	৩. অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
৪. সাবধানপূর্বক চলবে।	৪. সাবধানে চলবে।
৫. অতি লোভে তাতী নষ্ট।	৫. অতি লোভে তাতি নষ্ট।
৬. আমি সন্তোষ হলাম।	৬. আমি সন্তুষ্ট হলাম।

প্রশ্ন ।৬। **বাক্যগুলোর অশুশ্ধি সংশোধন কর ।** *[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০০৩]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুশ্ধ বাক্য	শুশ্ধ বাক্য
১. কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।	১. কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
২. সে আরোগ্য হইয়াছে ।	২. সে আরোগ্য লাভ করেছে।
৩. গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।	৩. গীতাঞ্জলি একখানা কাব্যগ্রন্থ।
৪. বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	৪. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

প্রদত্ত অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
৫. সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	৫. সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
৬. সূর্য উদয় হয়েছে।	৬. সূর্য উদিত হয়েছে।
৭. যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।	৭. যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
৮. বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।	৮. বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তা নয়।
৯. সারথি কশাঘাত করিবামাত্র ঘোড়াগুলি বায়ুবেগে ধাবমান হইল।	৯. সারথি কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ **বাক্যগুলোর অশুদ্ধি সংশোধন কর।** *[চা. বো. ২০০১]*

উত্তর :

প্রদত্ত অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১. আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	১. আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
২. বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	২. বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
৩. পরপকার মনুষত্বের পরিচায়ক ।	৩. পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
৪. সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনোযোগী	৪. সমস্ত ছাত্রই পড়াশোনায় অমনোযোগী।
৫. অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হবেন।	৫. অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন।
৬. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বকার্য।	৬. রচনাটির উৎকৃষ্টতা অনস্বীকার্য।
৭. অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।	৭. অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
৮. মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।	৮. মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।

বিভিন্ন বোর্ডের অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধকরণ

কুমিল্লা বোর্ড—২০১২

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
(i) শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো।	(i) শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব।
(ii) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।	(ii) বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।
(iii) কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	(iii) কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
(iv) তাকে স্বপরিবারে দাওয়াত কর।	(iv) তাকে সপরিবারে দাওয়াত কর।
(v) আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	(v) আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
(vi) শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।	(vi) শুধু তুমি গেলেই হবে।
(vii) তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।	(vii) তার বৈমাত্রেয় ভাই ডাক্তার।
(viii) কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় শিং।	(viii) কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কিল।
(ix) দারিদ্যতাকে জয় করতে হলে, পরিশ্রম কর।	(ix) দারিদ্র্যকে জয় করতে হলে পরিশ্রম কর।

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০১০

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
(i) অপমান হবার ভয় নেই।	(i) অপমানিত হবার ভয় নেই।
(ii) দ্বাদশ শ্রেণীতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো।	(ii) দ্বাদশ শ্রেণির তেত্রিশ জন ছাত্রের মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো।
(iii) এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	(iii) এ কথা প্রমাণিত।
(iv) তারা একত্রে গমন করলো।	(iv) তারা একসাথে চলে গেল।
(v) গতকালের সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।	(v) গতকালের সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
(vi) বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	(vi) বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ।
(vii) পরবর্তীতে আপনি এলে ভালো হবে।	(vii) পরবর্তীকালে আপনি এলে ভালো হবে।
(viii) আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত।	(viii) আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
(ix) এ বিষয়ে আমাদের কোনো দৈন্যতা নেই।	(ix) এ বিষয়ে আমাদের কোনো দীনতা নেই।

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৮

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
(১) সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	(১) ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
(২) আমি অপমান হয়েছি।	(২) আমি অপমানিত হয়েছি।
(৩) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	(৩) বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
(৪) তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।	(৪) তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।
(৫) বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	(৫) বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
(৬) দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	(৬) দশচক্রে ভগবান ভূত।
(৭) শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?	(৭) এই কটা টাকা দিলে?
(৮) আবশ্যকীয় বিছানাপত্র সঙ্গে আনবে।	(৮) আবশ্যক বিছানাপত্র সঙ্গে আনবে।
(৯) তোমার মত বুদ্ধিমান বালিকা আমি আর দেখিনি।	(৯) তোমার মতো বুদ্ধিমতী বালিকা আমি আর দেখিনি।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৮

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
(i) দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	(i) দশচক্রে ভগবান ভূত।
(ii) নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে।	(ii) নতুন নতুন ছেলে উৎপাত করছে।

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
(iii) কথাটি সঠিক নয়।	(iii) কথাটি ঠিক নয়।
(iv) রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।	(iv) রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি ছিলেন।
(v) সূর্য উদয় হয়েছে।	(v) সূর্য উদিত হয়েছে।
(vi) এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার।	(vi) এটি লজ্জাকর ব্যাপার।
(vii) আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।	(vii) আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
(viii) গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল।	(viii) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
(ix) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।	(ix) আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।

রাজশাহী বোর্ড–২০০৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(i) অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
(ii) তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
(iii) সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
(iv) তাহার লেখাপড়ায় মনযোগ নাই।	তার লেখাপড়ায় মনোযোগ নেই।
(v) ইহা প্রমাণ হইয়াছে।	ইহা প্রমাণিত।
(vi) এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
(vii) মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।
(viii) আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

বিগত বছরে আগত বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নপত্র (২০০৬-২০১৫)

ঢাকা বোর্ড—২০০৬

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ গঠন বলতে কি বুঝ? কী কী উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লেখ।

খ. ণ-ত্ব বিধান বলতে কি বুঝ? ণ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

গ. যে-কোন ছ'টি বাক্যের নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর কর :

(i) লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল)

(ii) বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)

(iii) আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে। (সরল)

(iv) শাহানারার স্বাস্থ্য ভাল। (নেতিবাচক)

(v) মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। (অস্তিবাচক)

(vi) মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞা)

(vii) হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)

(viii) ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক)

ঘ. সমাসবদ্ধ পদগুলোর ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছ'টি) :

জনমানব, তপোবন, অনতিবৃহৎ, আমরা, পকেটমার, বাক্যান্তর, প্রিয়ংবদা, তেপায়া।

ঙ. নামসহ প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছ'টি) :

ডাকাত, শারীরিক, বক্তব্য, দোলনা, বাঙ্গালি, লালিমা, লেঠেল, দর্শক।

চ. যে-কোন ছ'টি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

সূর্য, আকাশ, মা, রাত্রি, পৃথিবী, অগ্নি, পুত্র, রাজা।

ছ. যে-কোন ছ'টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :

Admission, Expert, Leap year, Irrigation, Edition, Valid, Bio-data, Donation.

কুমিল্লা বোর্ড—২০০৬

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ গঠন বলতে কি বোঝ? সার্থক শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ লেখ।

খ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর। (যে-কোন ছয়টি) :

গৃহকর্ত্রী, প্রিয়ংবদা, প্রগতি, যাদুকর, তপোবন, অক্ষত, পৃষ্ঠপ্রদর্শন, কচুকাটা, প্রাণভয়।

গ. বিপরীত শব্দ লেখ (ছয়টি) :

বিমুক্ত, তিমির, ঐশ্বর্য, আবির্ভাব, ভোঁতা, আকর্ষণ, ঘৃণা, ভুল, তীব্র।

ঘ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

অশ্ব, পৃথিবী, আগুন, চন্দ্র।

ঙ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :

চলন্ত, খেচর, কারক, ধার্মিক, স্বপ্নিল, ঝরনা, উঠতি, করা, ডাকাত।

চ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :

Sanction, Scale, Biography, Copyright, Agenda, Zone, Year-Book, Embrago, Book post.

ছ. নিচের যে-কোন ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :

প্রাণীবিদ্যা, ব্যায়, গীতাঞ্জলী, ইতিমধ্যে, অত্যান্ত, শশ্রুশা, স্বসত্রীক, সম্বর্ধনা, ভাতুস্পুত্র।

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০০৬

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬×৫=৩০

ক. "ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ"– আলোচনা কর।

খ. শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? সার্থক শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ লেখ।

গ. আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখ।

ঘ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :

অম্ল; বিষাদ; সাদৃশ্য; কদাচিৎ; গৃহী; নিগ্রহ; অস্থাবর; লেখ্য; তিমির।

ঙ. যে-কোন ছ'টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :

Brand, Chancellor, Vocation, Termination, Method, Passport, Valid, Agenda, Theory.

চ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

অল্পপ্রাণ; জনুমানব; সৈন্যসামন্ত; দেশপলাতক; দম্পতি; নবপৃথিবী; উপজেলা; জীবনপ্রদীপ; জ্যোৎস্নারাত।

ছ. নিচের যে-কোন ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :

আকাংখা, ভূবণ, স্বাক্ষরতা, প্রাণীবিদ্যা, প্রোজ্জলণ, ব্রায়ন, মনোকস্ট; সন্যাসী।

জ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

কর্তব্য; পাকামো; ফলন্ত; বুনো; বহতা; দুঃখিত; শীতল; সাঁতার; খ্যাতি।

সিলেট বোর্ড—২০০৬

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬×৫=৩০

ক. একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. শব্দ শগঠন বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ বাংলা শব্দ গঠন প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা কর।

গ. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
পান্‌সে, গেছো, রোগা, শোনা, মানত, জমানো, মোড়ক, নোনতা, নজরানা।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
প্রতিক্ষণ, শোকার্ত, নামঞ্জুর, সত্যবাদী, জীবনবীমা, আয়কর, করপল্লব, সতীর্থ, সুহৃদয়।

ঙ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
মূর্ত, দুর্জন, বিরল, ভূত, প্রাচ্য, ঈষৎ, মসৃণ, অশন, বন্য।

চ. নিচের শব্দগুলোর দুইটি করে প্রতিশব্দ লেখ :
নারী, পর্বত, সমুদ্র, পদ্ম, গৃহ, রাত্রি।

ছ. বানান শুদ্ধ কর :
মুহূর্ত, মনোপুত, মুখস্ত, মন্ত্রীসভা, দারিদ্রতা, বিভিষিকা।

জ. যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Pollution, Sabotage, Key-word, Fundamental, Dialect, Mayor, Urbanization, Book post.

রাজশাহী বোর্ড—২০০৬

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. কী কী উপায়ে ভাষার শব্দ গঠন করা যায় উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. যে-কোন উপায়ে ছয়টি বাক্যকে নির্দেশানুসারে রূপান্তর কর :
(i) হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)
(ii) বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)
(iii) সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)
(iv) পরিশ্রমী লোকই সাফল্য লাভ করে। (জটিল)
(v) পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল। (নেতিবাচক)
(vi) যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)
(vii) একলা যেতে ভয় করবে না তো? (অস্তিবাচক)
(viii) দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
মেঘমুক্ত, চন্দ্রচূড়, লেনদেন, দেশান্তর, শতাব্দী, মাথাপিছু, লালফুল, মোহনিদ্রা।

ঘ. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
ভাবুক, শৈল্পিক, গাড়োয়ান, লেখক, মিতালি, শহুরে, সম্রাট, মৃন্ময়।

ঙ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি সমার্থক শব্দ লেখ :
পর্বত, বায়ু, আকাশ, মেঘ, হস্তী, বিদ্যুৎ।

চ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Air-conditioned, Lien, Book post, Edition, Deputy Secretary, Gunny, Regiment, X-Ray.

ছ. নিচের যে-কোন ছয়টি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ :
(i) অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।
(ii) তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।
(iii) সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
(iv) তাহার লেখাপড়ায় মনযোগ নাই।
(v) ইহা প্রমাণ হইয়াছে।
(vi) এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।
(vii) মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।
(viii) আমি এই ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

জ. যথাযথ বিরাম চিহ্ন দাও :
আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা

যশোর বোর্ড—২০০৬

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. অর্থের পার্থক্য বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? গঠনরীতি অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

গ. যে-কোন ছয়টি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :
অকালপক্ব, বিপ্লব-অভিযান, যথাবিধি, প্রতিচ্ছবি, হাসাহাসি, চিরসুখী, রক্তকমল, তিমির-কুন্তলা, গৃহান্তর, রাজদন্ড।

ঘ. যে-কোন ছয়টি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :
কর্তব্য, ভয়, আগ্নেয়, দারোয়ান, কৌশিক, সম্রাট, খ্যাতি, দুর্গন্ধ, ক্রেতা, বার্ষিক।

ঙ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে প্রতিশব্দ লেখ :
বৃক্ষ, হাতী, সূর্য, সমুদ্র, স্বর্গ।

চ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
ঔদ্ধত্য, উপচয়, জঙ্গম, প্রলয়, আবিল, অলীক, গরল, গোপন, শ্রদ্ধা, কদাচিৎ।

ছ. যে-কোন ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :

শান্তনা, নিষ্কন, অপরাহ্ন, শিরোচ্ছেদ, প্রাণীবিদ্যা, উপরোক্ত, কুচ্ছটিকা, প্রতিযোগীতা, অধ্যায়ন, দৈন্যতা।

জ. যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :

Acknowledgement; Agenda; Civil war; Deputy; Fiction; Worship; Union; Sabotage; Note; Principal.

বরিশাল বোর্ড—২০০৬

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

তপোবন, প্রাণভয়, জলসেচন, অতিথি সৎকার, নবযৌবন, অনসূয়া, ক্ষীণজীবী, প্রিয়ংবদা, স্বভাবসিদ্ধ।

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

সুকৃতি, সৌম্য, মহৎ, বিনীত, ইতর, অন্ধ, ঈষৎ, ঊষা, প্রশান্তি।

ঙ. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।'– উদাহরণসহ লেখ।

চ. পারিভাষিক শব্দ বলতে কি বোঝ? নিচের যে-কোন চারটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :

Viva-voce, Public Works, Editor, Secondary, Rank, Academic.

ছ. নিচের যে-কোন দু'টি শব্দের তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখ :

মা, পৃথিবী, সূর্য, রাত।

জ. নিচের যে-কোন ছয়টির প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :

দাঁতাল, মিতালি, সওদাগর, হাতল, কমলদানি, ঢাকাই, কর্তব্য, মিঠাই, চলন্ত।

ঢাকা বোর্ড—২০০৭

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. 'ষত্ব' বিধান বলতে কী বুঝ? ষত্ব বিধানের ছ'টি নিয়ম লেখ।

খ. সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য আলোচনা কর।

গ. নিচের উপসর্গযোগে শব্দ গঠন কর এবং বাক্য রচনা কর (যে-কোন ছ'টি) :

প্র, পরা, অনু, বি, পরি, প্রতি, অভি, উপ, নি।

ঘ. নামসহ প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছ'টি):

অন্তিম, খুকু, দৈনিক, লজ্জিত, স্মর্তব্য, সাহিত্য, হলদে, লেঠেল; বেঈমান।

ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছ'টি) :
দম্পতি, নবীনবরণ, প্রপিতামহ, বিমনা, মনমাঝি, প্রতিদান, তেপান্তর, অনেক, গিন্নি-মা।

চ. যে-কোন ছ'টি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
কিরণ, পৃথিবী, সমুদ্র, চন্দ্র, বৃক্ষ, পদ্ম, আগুন, আকাশ, হাতি।

ছ. যে-কোন ছ'টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :
Abbreviation, Walk-out, Cabinet, Global, Specialist, X-Ray, Routine, Ratio.

কুমিল্লা বোর্ড—২০০৭

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. 'ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ'– আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি প্রধান নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
নিরক্ষর, ভূত, মসৃণ, বিনীত, ঈষৎ, অনশন, গৃহী, নিগ্রহ, অনুগ্রহ।

ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
চা-বাগান, হররোজ, ধর্মঘট, আমরা, আয়কর, যৌবন-সূর্য, শতাব্দী, জনমানব, বাস্তুহারা।

চ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
সমুদ্র, আকাশ, নদী, গৃহ, স্বর্গ।

ছ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
জেলে, বক্তব্য, সাহিত্যিক, উক্ত, শহুরে, মেয়ে, নয়ন, মেঠো, পানতা।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
Dialect, Global, Rank, Registration, Cartoon, Editor, Sabotage, Lien, Interim.

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০০৭

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"–বিষয়টি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

খ. একটি সার্থক বাক্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

প্রাণভয়; তপোবন; সিংহাসন; পকেটমার; মনগড়া; অবিশ্বাস্য; সন্ধ্যাপ্রদীপ; অনতিবৃহৎ।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

রোগাটে; বক্তব্য; নায়ক; ছেলেমি; শারীরিক; দোলনা; চলন্ত; জেলে; লালিমা।

ঙ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :

Allotment; Galaxy; Index; Leap year; Dialect; Acting; Bio-data; Cartoon; Adviser.

চ. যে-কোন ছয়টি বাক্যকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তরিত কর :

(i) সে মরবে, তবুও একথা বলবে না। (মিশ্র বাক্য)

(ii) রহিমের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক বাক্য)

(iii) লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক বাক্য)

(iv) এত সাধনা করলাম, কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল বাক্য)

(v) দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্য)

(vi) মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞা)

(vii) শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান। (প্রশ্নবাচক বাক্য)

(viii) সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হল। (জটিল বাক্য)

(ix) যদি পড়াশোনা না কর তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (যৌগিক বাক্য)

ছ. যে-কোন ছয়টি বিপরীত শব্দ লেখ :

বিনীত; সুশীল; সৌম্য; আবির্ভাব; মসৃণ; তিরস্কার; ইতর; অনুরাগ; নিন্দিত।

জ. শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

ইতিপূর্বে; সুষ্ট; দুরাবস্থা; ঐক্যতান; সমিচিন; গীতাঞ্জলী; অধ্যায়ন; প্রতিযোগীতা; আইনজীবি।

সিলেট বোর্ড—২০০৭

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. বাক্য বলতে কী বুঝ? গঠন অনুযায়ী বাংলা বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

খ. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'—আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
যৌবনসূর্য, দম্পতি, রাজনীতি, সপ্তাহ, উপকণ্ঠ, কাজলকালো, নদীমাতৃক, অনশন, প্রভাত।

ঙ. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
দ্রাঘিমা, নয়ন, কর্তব্য, শ্রবণ, উক্ত, মানব, ঘাতক, ঐচ্ছিক, দাপট।

চ. নিচের শব্দগুলোর দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
পৃথিবী, সূর্য, আকাশ, মেঘ, পাখি, জল।

ছ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
ইতিপূর্বে, প্রাণীবিদ্যা, দারিদ্রতা, দূরাবস্থা, স্নেহাশীষ, শান্তনা, পোস্টমাস্টার, সমিচীন, স্বামীগৃহ।

জ. যে-কোন ছয়টি ইরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Adviser, Theory, Specialist, Care-taker, Break of study, White paper, Rank, Principle, Manifesto.

রাজশাহী বোর্ড—২০০৭

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. উৎপত্তিগত বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"—উপসর্গের সংজ্ঞা উল্লেখ করে উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
মনোহারিণী, ধর্মকার্য, বাকবিতণ্ডা, পুষ্পসৌরভ, একরোখা, দিলদরিয়া, ভালমন্দ, বিশ্রী, তপোবন।

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
স্থল, বন্ধুর, তেজি, উজান, প্রাচীন, সংশয়, আর্দ্র, চড়াই, বাদী।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
কারক, মানব, আঁজলা, খেলনা, মালাই, নয়ন, মিঠাই, বক্তব্য, ঢাকাই।

চ. যে-কোন ছয়টি পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Walk-out, Venue, Gazetted, Article, Bureau, Quarantine, Sabotage, Up to date, Optional.

ছ. সন্ধি বিচ্ছেদ কর (যে-কোন ছয়টি) :
মৃন্ময়, শীতার্ত, সংসার, বাষ্পায়, নায়ক, দিগন্ত, জলৌকা, অন্যান্য, মহার্ঘ।

জ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ :
সমিচিন, শ্রদ্ধাঞ্জলী, উচ্চাস, সন্যাসী, সম্বর্ধনা, কার্য্যালয়, দ্বন্ধ, সহযোগীতা, মনমোহন।

যশোর বোর্ড—২০০৭

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

গ. যে-কোন ছয়টি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :
দুধেভাতে, অতিমাত্র, অনাশ্রিত, জীবনপ্রদীপ, কচুকাটা, উপজেলা, তন্মাত্র, ত্রিফলা, বনমধ্যে, জয়মুকুট।

ঘ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
কোকিল, খবর, বাতাস, পৃথিবী, সিংহ।

ঙ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
অপচয়, আরব্ধ, কৌতূহলী, চিরায়ত, ধৃত, নির্জন, প্রায়শ, রমণীয়, লঘু, হরণ।

চ. যে-কোন ছয়টি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :
মোড়ক, পাতলা, লেঠেল, সঞ্চয়, বিচার, পরীক্ষা, বিনয়, স্মরণীয়, লাঙ্গাল, পরিষদ।

ছ. যে-কোন ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :
আত্মস্ত, কলংকিত, ছাত্র-ছাত্রীগণ, ডাষ্টবিন, দুষিত, পরজীবি, ব্যাতিত, ভূবন, নূন্যতম, মনিষি।

জ. যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Biography; Code Dynamic; Exchange; Forecast; Hypocrisy; Interpreter; Millennium; Office-bearer.

বরিশাল বোর্ড—২০০৭

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছ'টি) :
পুষ্পসৌরভ, জ্যোৎস্নারাত, জীবনপ্রদীপ, জনমানব, বিস্ময়াপন্ন, অত্যাচার-অবিচার, মনোহারিণী, অল্পপ্রাণ, অনাশ্রিত।

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছ'টি) :
ক্ষমা, ঋজু, উৎকর্ষ, আবির্ভাব, সদর, অধম, অগ্র, কৃতঘ্ন, তিমির।

ঙ. যে-কোন ছ'টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :
Headline, Auditor, Interview, Medical College, Public, Relations, Publication, Global, Editor, Telecommunication.

চ. নিচের যে-কোন দু'টি শব্দের তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখ :
পর্বত, নদী, অগ্নি, চাঁদ।

ছ. প্রত্যয়ের নামসহ নিচের যে-কোন ছ'টি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :
মেধাবী, ঢাকাই, পান্তা, নশ্বর, পাঠক, বক্তব্য, মহিমা, গাড়োয়ান, স্বপ্নিল।

জ. যে-কোন ছ'টি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ :
শারিরীক, মুমুর্ষ, মনিষি, শুশ্রষা, দৈন্যতা, আইনজীবি, দারিদ্রতা, বিদুষি, সান্তনা।

ঢাকা বোর্ড–২০০৮

৫। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

(ক) "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"– আলোচনা কর।

(খ) শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? শব্দ গঠনের উপায়গুলো আলোচনা কর।

(গ) প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন **দু'টি**) :
কারক; গ্রাম্যতা; দ্রাঘিমা; প্রাচুর্য; মেধাবী; বেয়াই; কাঠুরে; যাচাই; সৈনিক।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন **দু'টি**) :
ক্ষীণজীবী; অনতিবৃহৎ; অঙ্গুলিসংকেত; মোহনিদ্রা; সন্ধ্যাপ্রদীপ; বেওয়ারিশ; কচুকাটা; রাজপথ; সলিল-সমাধি।

(ঙ) যে-কোন তিনটি শব্দের **দু'টি** করে সমার্থক শব্দ লেখ :
কন্যা; গৃহ; নদী; পর্বত; বাতাস।

(চ) যে-কোন **ছ'টি** শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :
মুমূর্ষ; কার্য্যালয়; সম্বর্ধনা; আকাংখা; শান্তনা; ভাতুস্পুত্র; পোষ্টমাষ্টার; গীতাঞ্জলী; সমিচিন।

(ছ) যে-কোন **ছ'টি** শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :
Deputation; Rank; Governing body; Manifesto; Phonetics; Token; Vocabulary; Encyclopedia; Bio-data.

কুমিল্লা বোর্ড–২০০৮

৭। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

(ক) গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ কর এবং প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

(খ) শব্দ কাকে বলে? কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লেখ।

(গ) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে।'—উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(ঘ) যে-কোন তিনটি শব্দের **দু'টি** করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আনন্দ, আলো, ঈশ্বর, চোখ, চাঁদ।

(ঙ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
তপোবন, জলসেচন, মৃত্যুঞ্জয়, মোহনিদ্রা, দেশপলাতক, ন্যায়সঙ্গত, দেশান্তর, হাভাতে, মৃগশিশু।

(চ) প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
সোনালি, পাচক, উড়ো, বহতা, লোনা, সামাজিক, সাপুড়ে, ঘোলাটে।

(ছ) পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোন **ছয়টি**) :
Attestation, Black-out, Boycott, Counsel, Dynamic, Fiction, Light year, File, Academic year.

(জ) নিচের বাক্য শুদ্ধ কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
(১) সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
(২) আমি অপমান হয়েছি।
(৩) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
(৪) তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।
(৫) বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
(৬) দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
(৭) শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?
(৮) আবশ্যকীয় বিছানাপত্র সঙ্গে আনবে।
(৯) তোমার মত বুদ্ধিমান বালিকা আমি আর দেখিনি।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০০৮

৫। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

(ক) কী কী উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(খ) যে-কোন তিনটি শব্দের **দু'টি** করে সমার্থক শব্দ লেখ :
কোকিল; বাতাস; পৃথিবী; ইচ্ছা; নদী।

(গ) প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
খোদাই; বৈদিক; মুক্তি; ডাকাত; ঢাকাই; পান্তা; নীলিমা; সম্রাট; শৈশব।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
নবযৌবন; জীবনবারি; চাঁদমুখ; হজ্জ্বযাত্রা; অনুগমন; ঘোলাটে; কালান্তর; মৌমাছি; প্রগতি।

(ঙ) যে-কোন **ছয়টি** শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Encyclopedia; Manuscript; Autograph; Deed of gift; Termination; Salary; White paper; Home Ministry; Publication.

(চ) নিচের যে-কোন **ছয়টি** বাক্য শুদ্ধ করে লেখ :
(i) দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
(ii) নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে।

(iii) কথাটি সঠিক নয়।

(iv) রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।

(v) সূর্য উদয় হয়েছে।

(vi) এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার।

(vii) আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।

(viii) গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল।

(ix) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।

(ছ) যে-কোন **ছয়টি** শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :

অর্বাচীন; উর্ধ্ব; ঐহিক; সাকার; নিরক্ষর; খাতক; গুরু; ভূত; অশন।

(জ) উপযুক্ত স্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও :

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না মা গলা চড়াইয়া বলিলেন তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস হৈম বলিল আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।

রাজশাহী বোর্ড–২০০৮

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

(ক) একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তা বুঝিয়ে লেখ।

(খ) অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(গ) যে-কোন **ছয়টি** বাক্যকে নির্দেশানুসারে রূপান্তর কর :

(i) এ কথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না। (প্রশ্নবোধক)

(ii) ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)

(iii) এতে দোষ কি! (নেতিবাচক)

(iv) এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। (নেতিবাচক)

(v) এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। (অস্তিবাচক)

(vi) তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। (সরল)

(vii) তোর নাম কি? (অনুজ্ঞাসূচক)

(viii) দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)

(ix) যে রক্ষক সেই ভক্ষক। (সরল)

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

তেপান্তর, আকর্ণ, বরযাত্রী, ইন্দ্রজিৎ, প্রাণভয়, তমসাচ্ছন্ন, দোভাষী, যুক্তিসঙ্গত, দম্পতি।

(ঙ) সন্ধি-বিচ্ছেদ কর (যে-কোন ছয়টি) :
অন্যান্য, সুপ্তোত্থিত, সংবাদ, যথার্থ, পবন, নাবিক, প্রচ্ছদ, উল্লাস, নির্বাক।

(চ) প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
সহিষ্ণু, দৈনিক, কারক, বৈষ্ণব, আদ্য, জয়, হিংসুক, বক্তা, পিতৃব্য।

(ছ) যে-কোন ছয়টি পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Geology, Correspondent, Secondary, Lender, Fiction, Editor, Bio-data, Deputation, Global.

(জ) যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
অধমর্ণ, আকুঞ্চন, ঐহিক, কদাচিৎ, চিন্ময়, নিন্দুক, প্রশান্তি, বিশ্লেষণ।

যশোর বোর্ড–২০০৮

৭। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

(ক) একটি সার্থক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কী কী গুণাবলি থাকা আবশ্যক— আলোচনা কর।

(খ) উদাহরণসহ সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য আলোচনা কর।

(গ) যে-কোন ছয়টি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :
শারীরিক; দর্শক; বাঙালি; ডাকাত; নীলিমা; দর্পণ; ঢাকাই; রোগাটে; ধুনুরি; দাঁতাল।

(ঘ) যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
চোখ; নদী; আগুন; চাঁদ; বৃক্ষ।

(ঙ) যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
পুরস্কার; দীর্ঘায়ু; ইতিবাচক; উত্তরণ; নির্দোষ; জলচর; প্রশংসা; ইহলৌকিক; দ্যুলোক; গেঁয়ো।

(চ) বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম লেখ।

(ছ) যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ :
Legend; Hand bill; Bail; Catalogue; Deed; Agenda; Manifesto; Global; Venue; Green-room.

(জ) যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও :
রঙের খেলা খেলিতে তাহার উদয় রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত যৌবন সূর্য যেথায় অস্তমিত দুঃখের তিমির কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি

বরিশাল বোর্ড–২০০৮

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

(ক) "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই; অর্থদ্যোতকতা আছে।"—আলোচনা কর।

(খ) শব্দ গঠন বলতে কী বুঝ? কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(গ) বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন **ছয়টি**) :
খল, দিবস, উর্ধ্ব, সুলভ, অজিত, জয়, শৈত্য, নবীন।

(ঘ) নিচের যে-কোন তিনটি শব্দের **দু'টি** করে সমার্থক শব্দ লেখ :
সূর্য, রাত্রি, ইচ্ছা, পৃথিবী, সমুদ্র।

(ঙ) প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
গোয়ালা; সাহিত্যিক; শারীরিক; শ্রবণ; দোলনা; সৃষ্টি; মানব; কান্না; লালিমা।

(চ) বানানের শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোন **ছয়টি**) :
সমিপবর্তিনি; শমিরন; ভূষণ ; সন্ধাপ্রদ্বিপ; শাস-প্রসাস; জোস্নারাত; সধর্মচুত; নিশিথিনি; পিরিত।

(ছ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
বাকবিতণ্ডা, প্রাণভয়, জলসেচন, নবযৌবন, সুখসময়, অত্যাচারঅবিচার, অপর্যাপ্ত, দেশভক্তা, মন্দভাগ্য।

(জ) যে-কোন **ছয়টি** শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :
Saving, certificate, Public, Opinion, Reform, Deposit, Anticorruption, Assembly, Marketing, Registration, Recommend.

সিলেট বোর্ড—২০০৮

৭। যে-কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

(ক) একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি প্রয়োজন— আলোচনা কর।

(খ) শব্দ গঠন বলতে কী বুঝ? কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? আলোচনা কর।

(গ) 'ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ'—আলোচনা কর।

(ঘ) বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম লেখ।

(ঙ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
রাজপথ, গ্রামান্তর, উদ্বেল, আমরা, প্রতিক্ষণ, সিংহাসন, পকেটমার, কানাকানি, তে-মাথা।

(চ) নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন **ছয়টি**) :
পিপাসা, ঐতিহাসিক, হলদে, খেকো, দৈত্য, করণীয়, ভয়, পাক, বক্তা।

(ছ) নিচের শব্দগুলোর **দু'টি** করে সমার্থক শব্দ লেখ :
বায়ু, সমুদ্র, হাতী, ঘর, সৎ, সুন্দর।

(জ) যে-কোন **ছয়টি** ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Blue-print, Author, X-ray, Chief, Zone, Acting, President, Cabinet, Cheque.

ঢাকা বোর্ড—২০০৯

৫. যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণাবলি থাকা আবশ্যক?

গ. ণ-ত্ব বিধান কী? ণ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

বক্তব্য, জয়, মানব, স্মরণীয়, বাঙ্ময়, ধর্ম, মহত্ত্ব, শয়ন, পার্থিব।

ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

অনাশ্রিত, কাজলকালো, রক্তারক্তি, প্রগতি, তেপায়া, বাকরিতণ্ডা, সৈন্যসামন্ত, জ্যোৎস্নারাত, যৌবন-সূর্য।

চ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

অন্ধকার, বন, সূর্য, অশ্রু, পাথর।

ছ. যে-কোন ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :

ঐক্যতান, শান্তনা, প্রাণীবিদ্যা, মনমোহন, অপরাহ্ন, সুষ্ট, উপরোক্ত, লজ্জাস্কর, বিভিষিকা।

জ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :

Acknowledgement, Bidder, Copyright, Dialect, Hood, Memorandum, Fiction, Viva-voce, Sabotage.

কুমিল্লা বোর্ড—২০০৯

৭. যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক তা আলোচনা কর।

খ. সন্ধি কাকে বলে? সন্ধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

গ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

Bond, Bureaucracy, Cabinet, Cargo, Deposit, Editor, Fact, Graph, Agenda.

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

রথারোহণ, মুখভ্রষ্ট, নবপৃথিবী, জনমানব, অতিমাত্রা, অক্ষত, বেওয়ারিশ, মন্দভাগ্য, পলান্ন।

ঙ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

কাঁদুনে, হাতল, ঢাকাই, মেধাবী, কমতি, বক্তব্য, লাজুক, পানীয়, মৃন্ময়।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

নিন্দিত, অন্তরঙ্গ, অপচয়, ক্ষয়িষ্ণু, বিনীত, যশ, গৃহী, অনশন, জ্ঞানী।

ছ. নিম্নলিখিত শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

অপরাহ্ন, ইতিপূর্বে, গীতাঞ্জলী, আকাংখা, প্রতিযোগীতা, মুহূর্ত, সন্ধিহান, উচ্ছাস, উচীৎ।

জ. যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও :

রঙের মেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয় রং ছড়াইতে ছাড়াইতে তাহার অস্ত যৌবন সূর্য যথায় অস্তমিত দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেইতো লীলাভূমি।

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০০৯

৫. যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

খ. নিচের শব্দগুলোর যে-কোন ছয়টির বিপরীত শব্দ লেখ :

ক্ষয়িষ্ণু; প্রশান্তি; স্থূল; সহযোগী; অনুরাগ; পারত্রিক; বিনীত; গরল; লিপ্ত; ত্যাজ্য।

গ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

খবর; রাত্রি; অগ্নি; নারী; চক্ষু।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

যৌবনসূর্য; বাকবিতন্ডা; হাসাহাসি; অনতিবৃহৎ; চৌরাস্তা; প্রভাত; পদদলিত।

ঙ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :

Terminology; Donation; Faculty; Green house; Co-ordinator; Venue; Ballot paper; Allotment; Parliament; Zone.

চ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"-উদাহরণসহ আলোচনা কর।

ছ. সন্ধি ও সমাসের প্রধান প্রধান ছয়টি পার্থক্য লেখ।

জ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

কর্তব্য; দৈত্য; সাহিত্যিক; মহিমা; মোড়ক; দোলনা; দর্শক; ত্যাগ; ডুবন্ত; উক্তি।

রাজশাহী বোর্ড—২০০৯

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"-আলোচনা কর।

খ. কী কী উপায়ে বাংলা শব্দসমূহ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

তিমির-বিদারী, কালসিন্ধু, অনৈক্য, সজ্জন, যুদ্ধবিরতি, রক্তমাংস, বজ্রসম, প্রিয়ংবদা, যৌবনসূর্য।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
সম্রাট, মানব, কান্ডারি, পানতা, বর্তমান, মৌখিক, দ্রাঘিমা, মেটে, আষাঢ়ে।

ঙ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
অগ্নি, কমল, বসুন্ধরা, ময়ূর।

চ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
ভ্রাতাগণ, পীপিলীকা, বাল্মিকী, কার্য্যালয়, সম্বর্ধনা, পোষ্টমাষ্টার, মুমুর্ষ, স্বরস্বতী, দারিদ্রতা।

ছ. বিরাম চিহ্ন বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তাসমূহ আলোচনা কর।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
Governing body, Discharge, Expert, Oath, Quack, Valuation, Article, Conference, Ballot.

যশোর বোর্ড—২০০৯

৭. যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. গঠন অনুযায়ী বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যয় ও উপসর্গযোগে শব্দ কীভাবে গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
আয়কর; অনাসক্ত; ক্রীতদাস; কোলাকুলি; নির্বিঘ্ন; বিধিলিপি; ষড়যন্ত্র; হিতাহিত; ডাকবাক্স; ত্রিলোক।

ঘ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
বিদ্যুৎ, সূর্য, পানি, হাত, ঘর।

ঙ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
হাজির; সিক্ত; মতৈক্য; শুক্লপক্ষ; মহাত্মা; পৌথিন; প্রাচীন; বর্ষিয়ু, দাতা, ঐহিক।

চ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
কর্তব্য; জ্যান্ত; লঘিষ্ঠ; গৌরব; আঙ্গিক; উচিত; ভেতো; জেলে; হাঁপানি; উক্তি।

ছ. যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ :
Affidavit; Campus; Dialect; Judge; Galaxy; Constitution; Subsidy; Basic pay; Zone; Census.

জ. শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
ইতিপূর্বে; সমিচিন; দৈন্যতা; শুশ্রষা; শান্তনা; ভাতুস্পুত্র; শিরোচ্ছেদ; মনোকষ্ট; বিভিষিকা; পূণ্য।

বরিশাল বোর্ড—২০০৯

৫. যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :-

ক. উৎস বা উৎপত্তির বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
সম্রাট; রাঁধুনি; পার্থিব; বক্তব্য; ঘোলাটে; পাঠক; নায়ক; সাঁতারু; স্বপ্নীল।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
মিঠেকড়া; তন্মাত্র; দম্পতি; কুসুমকোমল; প্রিয়ংবদা; সেতার; যথাবিধি; কোলাকুলি; রাজহংস।

ঙ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
প্রাচ্য; দৃঢ়; নিন্দিত; আবাহন; সহযোগী; বাচাল; তীব্র; খুচরা; উত্তম।

চ. নিচের যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আকাশ; চাঁদা; পানি; গৃহ; সূর্য।

ছ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :
Manuscript; Civil war, Fiction; Adhoc; Adviser; Occupation; Approve; Dialect; Sabotage.

জ. আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

সিলেট বোর্ড—২০০৯

৭. যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

গ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে"-আলোচনা কর।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
সহোদর, আয়কর, মৃদুমন্দ, হরতাল, দশানন, গণতন্ত্র, যথারীতি, বিষাদ-সিন্ধু, সাত-সতের।

ঙ. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
মেধাবী, দর্শনীয়, সাংবাদিক, জেলে, মুগ্ধ, মিতালী, খ্যাতি, মাধুর্য, দ্রাঘিমা।

চ. নিচের শব্দগুলোর দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
মেঘ, রাত, কবুতর।

ছ. যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Passport, Article, Code, Legal, Index, Constitution, Organ, Cabinet, Editor.

জ. যে-কোন ছয়টি শুদ্ধ বানান লেখ :
উচ্চাস, মুমুর্ষ, প্রাণীজগত, অধ্যায়ন, দারিদ্র, পরিস্কার, স্বসত্রীক, ক্ষতীগ্রস্থ।

দিনাজপুর বোর্ড—২০০৯

৫. যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে"-উদাহরণসহ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

গ. ণ-ত্ব বিধানের ছয়টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
পুষ্পসৌরভ, অনেক, বীণাপাণি, দেশান্তর, যথারীতি, লেনদেন, নবপৃথিবী, রাজপথ, বিমনা।

ঙ. যে-কোন তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :-
কোকিল, বাতাস, পৃথিবী, আকাশ, নদী।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
উক্ত, ডাকাত, টেকো, পান্তা, হাতুড়ে, সম্রাট, দারোয়ান, প্রাচুর্য, মানত।

ছ. যে-কোন ছয়টি পারিভাষিক শব্দ লেখ :-
Sabotage, Embargo, Dowry, Pollution, Hostage, Book-post, Allotment, Cartoon, Leap year.

জ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :-
অর্বাচীন, সাকার, জনাকীর্ণ, ভূত, অশন, ঋজু, উজান, উৎকর্ষ, শৈত্য।

ঢাকা বোর্ড—২০১০

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"— আলোচনা কর।

গ. সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. প্রত্যেয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর। (যে-কোন ছয়টি) :
পিতৃব্য, বান্ধব, ভক্ত, জ্যান্ত, ঘোষাল, স্বপ্নিল, দর্শন, শ্রবণ, ঐচ্ছিক।

ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
উর্ণনাভ, ধর্মঘট, আমরা, ফুলকুমারী, অক্ষত, সহৃদয়, আমূল, প্রিয়ংবদা, সপ্তর্ষি।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
নিরক্ষর, প্রাচীন, তামসিক, ঐহিক, কদাচিত, গৃহী, বিরল, লুপ্ত, মসৃণ।

ছ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
আকাংখা, অধ্যায়ন, ভৌগালিক, ব্যাতীত, গীতাঞ্জলী, মনোপুত, পুরষ্কার, মুহুর্ত, উজ্জল।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
Autonomous, Dividend, Encyclopedia, Goods, Manuscript, Principle, Nursery, Bibliography, Urbanization.

কুমিল্লা বোর্ড—২০১০

৭। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. বাংলা ব্যাকরণ বলতে কী বুঝ? ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

খ. বাংলা একাডেমী প্রণীত আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

গ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
ভূত; মসৃণ, ঈষৎ; প্রত্যর্পণ; নিগ্রহ; গৃহী; শৈত্য; ভোঁতা; মুক্ত।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
ধর্মঘট; আয়কর; আমরা; দেশান্তর; হাভাত; মুখচন্দ্র; ত্রিফলা; হাসাহাসি; উদ্বেল।

ঙ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
বক্তব্য; হাতুড়ে; বিদ্যুৎ; পরীক্ষা; পানতা; রখাটে; দৈত্য; গাইয়ে; প্রসূতি।

চ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
Lien, Sabotage, Boycott, Global, Acting cess, Embargo, Invoice, Queuc.

ছ. উৎপত্তির বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

জ. "উপসর্গের অর্থবাচকাতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।" — উপসর্গের সংজ্ঞা উল্লেখ করে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০১০

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত করা হতে পারে? উদাহরণসহ লেখ।

খ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
পাষাণস্তূপ, মোহনিদ্রা, অকাতর, সাত-সতের;, শ্রমলব্ধ, কদাচার, সদর্প, আপাদমস্তক, বিরানব্বই।

গ. নিচের শব্দগুলোর যে-কোন ছয়টির বিপরীত শব্দ লেখ :
বিসর্জন, অশন, ঋনু, উদার, মধুর, হর্ষ, সৌম্য, বন্ধুর, নন্দিত।

ঘ. যে-কোন তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
সাগর, বাতাস, নদী, সাপ, অন্ধকার।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি):
খেলনা, বহতা, টেকো, সম্রাট, জয়, ছেলেমি, খেকো, বক্তা, মানব।

চ. উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ (যে-কোন তিনটি) :

উপসর্গ, জটিল বাক্য, পরিভাষা, নিপাতনেসিদ্ধ সন্ধি, উপমান কর্মধারয় সমাস।

ছ. নিচের যে-কোন ছয়টি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ :

(i) অপমান হবার ভয় নেই। (ii) দ্বাদশ শ্রেণীতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো। (iii) এ কথা প্রমাণ হয়েছে। (v) তারা একত্রে গমন করলো। (v) গতকালের সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। (vi) পরবর্তীতে আপনি এলে ভালো হবে। (vii) বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। (viii) আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত। (ix) এ বিষয়ে আমাদের কোনো দৈন্যতা নেই।

জ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :

Vocation, Cabinet, Deputation, Leap-year, Bio-data, Book-post, Bail, Interpreter, Salary.

রাজশাহী বোর্ড—২০১০

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা আবশ্যক?

খ. সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

গায়েহলুদ, বেহিসাব, বনভোজন, কর্মকর্তা, শিক্ষামন্ত্রী, বিয়েপাগল, গলাগলি, প্রাণপ্রিয়, কুসুমকোমল, দেশত্যাগ।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতিও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

কান্না, লিখিত, ঢাকনা, পাওনা, ঘাটতি, সেলাই, খাওয়ানো, মানব, তবলচি, গেঁচো।

ঙ. যে-কোন তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

বিদ্যুৎ, বৃক্ষ, রাত্রি, সাহসী, আগুন।

চ. প্রদত্ত শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

অধম, অর্থ, সন্ধি, বিদ্বান, ধ্বংস, উত্থান, আপন, অলস, হতবুদ্ধি, হাজির।

ছ. বিরাম চিহ্নের ব্যবহার দেখাও :

কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন তামাশার জায়গা এ নয় হলফ পড় কমলাকান্ত বলিল পড়াও না বাপু।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

Article, Agent, File, Conduct, Co-ordinator, Broker, Bail, By-Law, Capital, Copy.

সিলেট বোর্ড—২০১০

৭। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক?

গ. বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত প্রমিত বাংলা বানানের ছ'টি নিয়ম লেখ।

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

প্রশ্বাস, আবাহন, নিরক্ষর, ক্ষয়িষ্ণু, নন্দিত, খুচরা, অর্বাচীন, নির্লজ্জ, বন্য।

ঙ. যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ :

Registsration, Viva-voce, Public works, Goodwill, Global, Agenda, Copyright, Home Ministry, Bio-data.

চ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

নবযৌবন, মোহনিদ্রা, মেঘলুপ্ত, অল্পপ্রাণ, চৌরাস্তা, অনাচার, প্রগতি, গৃহান্ত র, যথাসাধ্য।

ছ. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

মানব, হাসি, সোনালি, বাঙালি, নয়ন, পড়ন্ত, সাঁতারু, মহিমা, ধার্মিক।

জ. যে-কোন ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :

দূরব্যবস্থা, প্রতিযোগিতা, শ্রদ্ধাঞ্জলী, বুদ্ধিজীবি, মন্ত্রীসভা, দুর্বিসহ, দুষনীয়, গ্রামীন, পোষ্টমাষ্টার।

বরিশাল বোর্ড—২০১০

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. গঠন অনুযায়ী বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

গ. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' — ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

আয়কর, আমকুড়ানো, বিধিলিপি, প্রাণবধ, প্রভাত, যৌবনসূর্য, অনতিবৃহৎ, হাসাহাসি, জয়পতাকা।

ঙ. যে-কোন ছয়টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :

Greenhouse, Co-rodinator, Vanue, Allotment, Donation, Faculty, Subsidy, Basic pay, Census.

চ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

কর্তব্য, লঘিষ্ঠ, ভেতো, উক্তি, সম্রাট, মৌখিক, আষাঢ়ে, বাঙালি, পাঠক।

ছ. যে-কোন ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :
উপরোক্ত, ভিবিষিকা, শান্তনা, পিপিলিকা, কার্য্যালয়, আকাংখা, দৈনতা, ষ্টেডিয়াম, প্রাতঃরাশ।

জ. নিচের যে-কোন তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
রাত, মেঘ, কবুতর, বাতাস, ময়ূর।

দিনাজপুর বোর্ড—২০১০

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
হাতে-পায়ে; নিরর্থক, মোহনিদ্রা; তিমিরবিদারী; জ্যোৎস্নারাত, মন্দভাগ্য; দুর্ভিক্ষ; কালান্তর, গলাগলি।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :
আর্থিক; কান্না; কর্তব্য; জ্যান্ত; দ্রাঘিমা; পানীয়; বুনো; মহত্ত্ব; মেটে।

ঙ. যে-কোন তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
ঈশ্বর, উর্মি, কনক; সাগর; আলো।

চ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
কৃশ; গৃহী; চিরায়ত; ডাঙা; তন্দ্রা; দৃঢ়; ধবল; প্রাচ্য; মসৃণ।

ছ. পারিভাষিক শব্দ লেখ। (যে-কোন ছয়টি)
Analysis; Bond; Terminology; Fiction; Index; Manitesto; Nutrition; Option; Bio-data.

জ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোন ছয়টি) :
নিরব; সন্যাসি; আগমনি; উচ্ছাস; গীতাঞ্জলী; সুষ্ঠ; প্রতিযোগিতা; লজ্জাস্কর; সমীচিন।

যশোর বোর্ড—২০১০

৫। যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. কী কী উপায়ে বাংলা ভাষার নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখ।

খ. একটি সার্থক বাক্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

যথাসাধ্য; জনাকীর্ণ; গল্পপ্রেমিক; বেওয়ারিশ; তপোবন; সিংহাসন; মনগড়া; সন্ধ্যাপ্রদীপ; অবিশ্বাস্য; ষড়যন্ত্র।

ঘ. যে-কোন তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

পুত্র; কোকিল, নারী; পর্বত; সূর্য; রাজা।

ঙ. যে-কোন ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :

আবশ্যক; আবির্ভাব; শত্রু; চরিত্রবান; ঐচ্ছিক; সুকৃতি; তিরস্কার; ভূমিকা; মহৎ; উষা।

চ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোন ছয়টি) :

শারীরিক, বন্দিনী, লালিমা, ইচ্ছুক, কর্তব্য, বড়াই, মহিমা, প্রচলিত, মানব, বাদলা।

ছ. যে-কোন ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ :

Autonomous, Bail, Cabinet, Deed, Global, Venue, Irrigation, Memorandum, Nursery, Option.

জ. শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোন ছয়টি) :

দূরাবস্থা, অপরাহ্ন, মনোপুত, দারিদ্রতা, মরীচিকা, লজ্জাস্কর, তোরন, প্রাণীবিদ্যা, মনমোহন, অত্যান্ত।

ঢাকা বোর্ড—২০১১

৫। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. শব্দ গঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

গ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :

নীলিমা, পার্থিব, কাণ্ডারি, পান্দা, কারক, ভৌতিক, জয়, সম্রাট, উক্ত।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাজের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

রাজহংস, গৃহস্থ, দেশান্তর, যৌবনসূর্য, আম-কুড়ানো, প্রগতি, সাত-সতের, তেপান্তর, পদ্মআঁখি।

ঙ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

অশন, আকুঞ্চন, বিশ্লেষণ, ত্যাজ্য, মহাত্মা, সৌম্য, আর্দ্র, সুশীল, প্রাচীন।

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

কোকিল, নদী, ঊর্মি, বৃক্ষ, পর্বত।

ছ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

Embargo, Manifesto, Phonetics, Legend, Dynamic, Gratuity, White paper, Duel, Vocation.

কুমিল্লা বোর্ড—২০১১

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. শব্দ গঠন কাকে বলে? কী কী উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক, তা বুঝিয়ে লেখ।

গ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

আকাশ, ইচ্ছা, পৃথিবী, রাত্রি, মা।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :

উপজেলা, বাহুলতা, ত্রিলোক, পকেটমার, দুধ-ভাত, জীবন-নদী, অপর্যাপ্ত, বেহিসাবি, প্রভাত।

ঙ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

Fiction; By-law; Urban; Dialect; Manuscript; White Paper; Affidavit; Polluation; File.

চ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :

নীলিমা, পার্থিব, রাঁধুনি, চাকাই, মানব, হিংসকু, দর্শনীয়, নায়ক, দোলনা।

ছ. নিচের বাক্যগুলোর নির্দেশ অনুসারে রূপান্তরিত কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :

i. আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল)

ii. দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)

iii. দয়া করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)

iv. সে মরবে, তবু একথা বলবে না। (জটিল)

v. শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক)

vi. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)

vii. দেশের সেবা করবে। (নির্দেশাত্মক)

viii. তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)

জ. যথাস্থানে বিরম চিহ্ন বসাও :

জ্ঞান তৃষ্ণা প্রবল কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা আবার কোনো কোনো বেশরম বলে বাঙালির পয়সার অভাব বটে কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০১১

৫। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. অর্থের পার্থক্য বিচারে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? আলোচনা কর।

গ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
বক্তব্য, শ্রবণ, নোনতা, কাব্য, ডাকাত, মেধাবী, নায়ক, পানতা, পাঠক।

ঘ. নিচের শব্দগুলোর যে-কোনো **ছয়টির** বিপরীত শব্দ লেখ :
গৃহী, সাকার, বাচাল, নিরক্ষর, প্রলয়, প্রাচ্য, সুশীল, তুষ্ট, ঐহিক।

ঘ. যে-কোনো **ছয়টি** শব্দের পারিভাষিক শব্দ লেখ :
Embargo; Cartoon; Agenda; Pay-order; Hand bill; Boy-scout; Lease; Notice board.

চ. শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
ইতিমধ্যে, আইনজীবি, সান্তনা, সহযোগিতা, শিরচ্ছেদ, স্বরস্বতী, শ্রদ্ধাঞ্জলি, মনিষী, পিপিলীকা।

ছ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আকাশ, পর্বত, পাখি, বৃক্ষ, বন্ধু।

জ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ : (যে-কোনো **ছয়টি**)
কানাকানি, উপজেলা, চিরসুখী, দেশান্তর, ঢেঁকিছাঁটা, রাজপথ, বজ্রকঠোর, গাছপাকা, দুধে-ভাতে।

রাজশাহী বোর্ড—২০১১

৫। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. অর্থ অনুযায়ী শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. ণ-ত্ব বিধান কী? ণ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

গ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
পাথুরে, উক্ত, ভাবুক, জয়, ঘোষাল, বর্তমান, মুক্তি, বেয়াই, মেটে।

ঘ. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' –আলোচনা কর।

ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

উপজেলা, ঘোলাটে, তেপান্তর, দিলদরিয়া, কচুকাটা, পলান্ন; নবপৃথিবী, সহৃদয়, নিরর্থক।

চ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

Principle; Acting; Hood; Global; Humanity; Interview; Mineral; Bacteria; Audio.

ছ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

ইচ্ছা, কোকিল, খবর, ভয়, মেঘ।

জ. প্রদত্ত শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

সহযোগী, অশন, মসৃণ, গুপ্ত, ভদ্র, তাপ, ব্যষ্টি, ধবল, তিরোধান।

সিলেট বোর্ড–২০১১

৭। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লেখ।

খ. সন্ধি ও সমাসের ছয়টি পার্থক্য বর্ণনা কর।

গ. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' উদাহরণসহ আলোচনা কর।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :

আলুনি, সাপে নেউলে, আয়কর, তিমির বিদারী, সলিল সমাধি, প্রভাত, কলকণ্ঠ, শতাব্দী, গ্রামান্তর।

ঙ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

অনুরক্ত, ঈদৃশ, ঋজু, ঐহিক, গুপ্ত, সরল, আবির্ভাব, দুঃশীল, নৈসর্গিক।

চ. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :

নাচা, খেকো, করণীয়, ত্যাজ্য, পানসে, টেকো, প্রেম, পঙ্কিল, বিধাতা।

ছ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :

শান্তনা, নূন্যতম, মনোকষ্ট, সুশ্রুশা, সমিচীন, ব্রাহ্মন, অপরাহ্ন, লজ্জাস্কর, আকাঙ্খা।

জ. যে-কোনো ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ :

Book-post, Editor, Zone, Affidavit, Boyscout, Interview, Initial, Galaxy, Year Book.

বরিশাল বোর্ড—২০১১

৫। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. একটি সার্থক বাক্যের লক্ষণ কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

খ. ড্যাশ চিহ্ন কী? ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহারের নিয়মগুলো লেখ।

গ. শব্দ গঠন কী? বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠনের নিয়মগুলো লেখ।

ঘ. নিচের যে-কোনো ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
অক্ষম, প্রসারণ, চালু, তত্ত্ব, প্রমাণিত, প্রতীচী, ভূত, সত্বর, আশীর্বাদ।

ঙ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :
Adaptation, Bankrupt, Capitalist, Ceiling, Death penalty; Flat rate; Obligatory, Query; Settlement.

চ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
কোলাকুলি, মুখচন্দ্র, জ্ঞানশূন্য, আলুনি, কমবখ্‌ত, প্রবচন, যাদুকর, মমতার, সলিল-সমাধি।

ছ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
চেনা, বিদিতি, যোদ্ধা, ডিঙা, পানসে, মাধুর্য, পূজারী, নীলিমা, পার্থিব।

জ. নিচের যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
অতিথি, আইন, কূল, ঢেউ, রাজা।

দিনাজপুর বোর্ড—২০১১

৫। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ লেখ।

খ. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
পিপিলিকা, শ্রমজীবি, পানিনী, ব্যাতিত, বিভিষীকা, সমীচিন, মরিচিকা, প্রাণীবিদ্যা; স্বামীগৃহ।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
যথারীতি, যৌবনসূর্য, তপোবন, কালান্তর, গায়েপড়া, বেতার, মেঘলুপ্ত, দশানন, দম্পতি।

ঙ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
মহাজন, হরণ, তামসিক, বাড়তি, বিষণ্ন, ভূত, পাশবিক, চিন্ময়, অমৃত।

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

অগ্নি, পৃথিবী, রাজা, পর্বত, চন্দ্র।

ছ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :

পানতা, মোড়ক, শ্রবণ, মহিমা, নেতা, নায়ক, বক্তব্য, উক্ত, জেলে।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ : (যে-কোনো ছয়টি)

Census, Feudal, Agenda, Legend, Maifesto, Lease, Hygiene, Sabotage, Surplus.

যশোর বোর্ড—২০১১

৫। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ লেখ।

খ. বাক্য কাকে বলে? গঠনরীতি অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

জ্যোৎস্নারাত, সৈন্যসামন্ত, শিক্ষামন্ত্রী, মোহনিদ্রা, আম-কুড়ানো, তিমির বিদারী, অক্ষত, গৃহকর্ত্রী, বিশ্রী, তেপান্তর।

ঘ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

পৃথিবী, নদী, মেঘ, চাঁদ, আগুন, ঘর।

ঙ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :

বিনীত, তীক্ষ্ণ, ভূত, গরল, বন্য, প্রকাশ, বাচাল, অনুরাগ, মসৃণ, দাতা।

চ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :

সাহিত্যিক, মেঠো, বক্তব্য, সৌন্দর্য, কারক, নয়ন, মেধাবী, পাচক, বৈদিক, ঢাকাই।

ছ. যে-কোনো ছয়টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ :

Allotment, Bureaucracy, Copyright, Diplomate, Embargo, Governing body, Investigation, Prepaid, Record room, Sanction.

জ. শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

শ্রদ্ধাঞ্জলী, সমিচীন, দৈন্যতা, সম্বর্ধনা, পরিস্কার, শান্তনা, কুজ্জটিকা, শ্রশ্রষা, নিশিথিনি, স্বরস্বতী।

ঢাকা বোর্ড–২০১২

৫. যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ =৩০

ক. উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

গ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"– আলোচনা কর।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
আমরা, অক্ষত, দেশাভক্তা, মেঘলুপ্ত, পুষ্প-সৌরভ, জয়মুকুট, সপ্তাহ, মনমাঝি, সৈন্যসামন্ত

ঙ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ : বিদ্যুৎ, অন্ধকার, আগুন, পাখি, শশী।

চ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Encyclopedia, Global, Sabotage, Bio-data, Copy, Broker, Subsidy, Irrigation, Index.

ছ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
ভূষণ, ঐক্যতান, বিভিষিকা, উপরোক্ত, স্বরস্বতী, পীপিলিকা, আকাংখা, প্রতিযোগীতা, কৃতি।

জ. যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও :
উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে তার পাতায় খয়েরি রং সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি

কুমিল্লা বোর্ড–২০১২

৭. যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. অর্থ অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

খ. বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
মেঘলুপ্ত; অনাচার; যথাসাধ্য; রক্তমাংস; যৌবনসূর্য; শ্রমলব্ধ; বিরানব্বই; জনাকীর্ণ; মনগড়া।

ঘ. সন্ধি বিচ্ছেদ কর (যে-কোনো ছয়টি) :
পরীক্ষা; শুভেচ্ছ; গীতাঞ্জলি; সপ্তর্ষি; তৃষ্মার্ত; অত্যন্ত; সংগীত; দুর্গতি; নিষ্প্রাণ।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
বক্তব্য; স্মরণীয়; বাজ্ময়; সম্রাট; পানতা; মৌখিক; জ্যান্ত; লঘিষ্ঠ; স্বপ্নীল।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
হাজির; সিক্ত; মহাত্মা; ঐহিক; স্থূল; দৃঢ়; বাচাল; অশন; উৎকর্ষ।

ছ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Copyright; Viva-voce; Sabotage; Quack; Constitution; Subsidy; Census; Faculty.

জ. অশুদ্ধি সংশোধন কর (যে-কোনো ছয়টি) :
(ii) শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো।
(ii) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।
(iii) কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।
(iv) তাকে স্বপরিবারে দাওয়াত কর।
(v) আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।
(vi) শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।
(vii) তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।
(viii) কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় শিং।
(ix) দারিদ্রতাকে জয় করতে হলে, পরিশ্রম কর।

রাজশাহী বোর্ড—২০১২

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ লেখ।

খ. উৎস অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
শিক্ষামন্ত্রী; যৌবনসূর্য; তপোবন; পশুরী; হাতাহাতি; দা-কুমড়া; আকর্ণ; ইন্দ্রজিৎ; যথারীতি।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
আদ্য; গেঁয়ো; বক্তব্য; পান্তা; মানব; নীলিমা; ঘাটতি; শৈশব; সহিষ্ণু।

ঙ. পারিভাষিক রূপ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Broker; File; Bio-data; Faculty; Lien; Embargo; Salary; Vocation; White Paper.

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
অগ্নি; নারী; ময়ূর; বৃক্ষ; নদী।

ছ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
অনুরাগ; অর্বাচীন; অধম; সাকার; গরল; ক্ষয়িষ্ণু; হাজির; বিদ্বান; ধ্বংস।

জ. বানান শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
অহোরাত্রি; আদ্যান্ত; পিপিলিকা; মুমুর্ষ; সন্যাসী; ব্যার্থ; বহিস্কার; জগত; শিরচ্ছেদ।

যশোর বোর্ড–২০১২

৭. যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ গঠন বলতে কী বুঝ? কী কী উপায়ে বাংলা শব্দ গঠন করা যায়? আলোচনা কর।

খ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই; অর্থদ্যোতকতা আছে।" –আলোচনা কর।

গ. সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

ঘ. –ইত প্রত্যয়যোগে ছয়টি বিশেষণ শব্দ লিখে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

ঙ. সন্ধি বিচ্ছেদ কর (যে-কোনো ছয়টি) :
দুর্গত; মৃন্ময়; শীতার্ত; সংসার; বাঙ্ময়; নায়ক; দিগন্ত; অন্যান্য মহার্ঘ।

চ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
মোহনিদ্রা; সৈন্যসামন্ত; ঝরনাধারা; তিমিরবিদারী; নবপৃথিবী; সলিলসমাধি, প্রাণচঞ্চল; জয়মুকুট; অলসতন্ত্র।

ছ. বিরাম চিহ্ন বসাও :
দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় দুর্নীতি রোধ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Octave, Sestet, Virus, Documentary, Heroin, Corruption, Transpaeney, Democracy, Validity.

সিলেট বোর্ড–২০১২

৭. যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

খ. একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? বর্ণনা কর।

গ. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
অধীনস্থ, ভৌগলিক, মুমূর্ষু, মনীসী, বুদ্ধিজীবি, শ্রদ্ধাঞ্জলী, ঋন, উত্তরায়ন, বহিষ্কার।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি)* :
রাজপথ, সিংহাসন, পকেটমার, উপজেলা, কানাকানি, ত্রিলোক, বনেবাদাড়ে, বেহায়া, জীবন-নদী।

ঙ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আনন্দ, আলো, চোখ, পর্বত, ময়ূর।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
সোনালি, পাচক, উড়ো, বহতা, লোনা, পার্থিব ঢাকাই, মানব, দোলনা।

ছ. বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ। (যে-কোনো ছয়টি) :
Afenda, Deputation, Index, Vacation, File, White-Paper Pollution, By-law, Leap-year.

জ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
উপত্যকা, অশনত, সৃষ্টি, সৌম্য, প্রাচীন, উদার, তাপ, বিসর্জন, দ্যুলোক।

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০১২

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. বাংলা ভাষা কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখ।

খ. গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ কর।

গ. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রধান প্রধান বিরাম চিহ্নের পরিচয় দাও।

ঘ. উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা ভাষায় উপসর্গের গুরুত্ব কী?

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
পার্বত্য, মানব, মধুর, দোলনা, মেঠো, কান্না, নেতা, রাখাল, লেখক।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
অশ্লীল, পত্নী, বিরাগ, ঋজু, কৃতজ্ঞ, মসৃণ, মুখ্য, সুজন, দখল।

ছ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Export, Book-post, Pay, Public, Republic, Copyright, Architecture, Violation, Walk.

জ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
অশ্বপদ, ভরণপোষণ; কলঙ্করেখা; যৌবনসূর্য; জয়মুকুট; শতাব্দী; প্রগতি; সতীর্থ; শিক্ষামন্ত্রী।

বরিশাল বোর্ড—২০১২

৫. যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. গঠন অনুসারে বাক্য কয় প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

খ. অর্থের বিচারে শব্দ কয় প্রকার ও কী কী ? বর্ণনা কর।

গ. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।'– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিচের যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আমন্ত্রণ; ইচ্ছা; কোকিল; সূর্য; খবর।

ঙ. নিচের যে-কোনো ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
সচল; সমার্থক; শহীদ; সংহত; বন্য; প্রায়শ; যশ; মূর্ত; যেমন।

চ. নিচে উল্লেখিত যে-কোনো ছয়টি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ :
Axis; Bacteria; Booklet; Cabinet; Equality; File; Grant; Literal; Postmark.

ছ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
ফুলকুমারী; রাজপত্র; উপজেলা; জনমানব; কোলাকুলি; লোকটি; প্রশান্তি; পঞ্চবটী; পঙ্কজ।

জ. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
মেধাবী; মহিমা; পাঠক; স্বপ্নিল; নশ্বর; কর্তব্য; মানব; মেঠো; দারোয়ান।

দিনাজপুর বোর্ড—২০১২

৫. যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ গঠন বলতে কী বুঝ? কী কী উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লেখ।

খ. বাক্য কাক্য বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
জনমানব; পকেটমার; অনতিবৃহৎ; বাক্যান্তর; গিন্নিমা; অনেক; রক্তারক্তি; মনবিহঙ্গ; সপ্তাহ।

ঘ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
দারিদ্র্য; কৃষ্ণ; দৃঢ়; বাহুল্য; গৃহী; ভাটি; যশ; শাক্ত; আবির্ভাব।

ঙ. নিচের যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
সূর্য; মা; রাত্রি; সমুদ্র; পাখি।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
মিঠাই; ফেরত; ঐহিক; কান্না; টেকো; দর্শন; লালিমা; মুক্তি; নাটুকে।

ছ. নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
ইতিমধ্যে; গীতাঞ্জলী; শান্তনা; মন্ত্রীত্ব; ষ্টোর; সুস্থ; শিরচ্ছেদ; মুহূর্ত; ভৌগলিক।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Admission; Expert; Lien; Irrigation; Editor; Valid; Brand; Donation; File.

ঢাকা বোর্ড—২০১৩

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ গঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লেখ।

খ. উদাহরণসহ গঠন অনুসারে বাংলা বাক্যের শ্রেণিবিভাগ কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
অনুরূপ, হাঁটুজল, মধুকর, মহাত্মা, দেশান্তর, মরাবাঁচা, হাভাত, পাঁচগজি, হাতেছড়ি।

ঘ. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
কার্য, দোলনা, মন্ত্রণা, সেলাই, সুলভ, লাজুক, সৌন্দর্য, ঢাকাই, জয়।

ঙ. সন্ধি বিচ্ছেদ কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
হিমালয়, নিস্তার, প্রত্যেক, নীরব, ষড়যন্ত্র, হিংসা, সপ্তর্ষি, শীতার্ত, গবেষণা।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
আকুঞ্চন, কৃতঘ্ন, বিদ্বান, বিনীত, ইন্দ্রিয়, নিন্দা, সুকৃতি, রত, শান্ত।

ছ. যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও :
রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড় মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা তপু বলতো দেখো রাহাত আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Debit, Blue-print, Aid, Format, Highway, Penal Code, Urban,

রাজশাহী বোর্ড—২০১৩

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ করে প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

খ. একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা দরকার? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**):
সিংহাসন; নবপৃথিবী; বেওয়ারিশ; শতাব্দী; তোপান্তর; মন্দভাগ্য; হাসাহাসি; দুঃখপ্রাপ্ত; বিষাদসিন্ধু।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
কর্তা; দর্শক; হলদে; বার্ষিক; মেধাবী; বুদ্ধিমান; ডুবন্ত; ঘরামি; তামাটে।

ঙ. পারিভাষিক রূপ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Anatomy; Brand; Grant; Fiction; Octave; Lien; Legend; Vacation; Sanction.

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক লেখ :
অন্ধকার; পর্বত; কোকিল; হাত; গরু।

ছ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
কাজ; খাতক; বর্ধমান; পূর্ব; বাদী; দরিদ্র; সম্বল; ডোবা; প্রবল।

জ. শুদ্ধ শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
পঁচা; ইতিপূর্বে; প্রনয়িণী; ঝরণা; সহযোগীতা; মুহুর্ত; দৈন্যতা; পুরষ্কার; মনিজাল।

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৩

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ গঠন কাকে বলে? কী কী উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. ণত্ব বিধান কী? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
হাতে-পায়ে; মোহনিদ্রা; বাক্যন্তর; কুসুমকোমল; বাকবিতণ্ডা; গৃহস্থ; সহৃদয়; একরোখা।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করে (যে-কোনো **ছয়টি**) :
সহিষ্ণু; জয়; পার্থিব; দ্রষ্টব্য; লেঠেল; স্মরণ; উক্তি; বহতা; লৌকিক।

ঙ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আকাশ; বিদ্যুৎ; ভয়; রাত্রি; সুন্দর।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
মূর্ত; মসৃণ; সৌম্য; বিরক্ত; ভোঁতা; বাদী; উর্ধ্ব; সাকার; বিদ্বান।

ছ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Mass education; Embargo; Index; Dynamic; Census; Dowry; Quota; Terminology; Vocabulary.

জ. শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
ইতিপূর্বে; শিরচ্ছেদ; মনোকস্ট; অপরাহ্ন; দূরাবস্থা; স্নেহাশীষ; বয়জেষ্ঠ্য; উপরুক্ত; দূরাদৃস্ট।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৩

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ লেখ।

খ. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ লেখ।

গ. সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য আলোচনা কর।

ঘ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
ভূবন, ষ্টেশন, মুহুর্ত, পুরান, স্বরস্বতী, অন্তভুক্ত, দূরন্ত, কর্মজীবি, গীতাঞ্জলী।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
মেঠো, পড়ুয়া, মিশুক, নিড়ানি, উৎরাই, দর্শন, জনক, চতুরালী, মোগলাই।

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের **দুটি** করে সমার্থক শব্দ লেখ :
কিরণ, পৃথিবী, সমুদ্র, চন্দ্র, আকাশ, রাত্রি।

ছ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
ফুলকুমারী, কুসুমকোমল, পানাপুকুর, মাছধরা, ছায়াশীতল, মধুমাখা, রাজপথ, বিয়েপাগল, পদচ্যুতি।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Dialect, Global, Rank, Registration, Cartoon, Editor, Sabotage, Lien, Interim.

সিলেট বোর্ড–২০১৩

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. উৎপত্তিগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. সন্ধি ও সমাসের মধ্যকার প্রধান ছয়টি পার্থক্য বর্ণনা কর।

গ. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**):
ইতিমধ্যে, অপরাহ্ন, শিরচ্ছেদ, মনোপুত, আকাংখা, শান্তনা, দৈন্যতা, নুপুর, মুখস্ত।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
জ্যোৎস্নারাত, অনাশ্রিত, বজ্রকণ্ঠ, যথাসাধ্য, যাদুকর, গৃহান্তর, মোহনিদ্রা, সেতার, মিঠেকড়া।

ঙ. যে-কোনো তিনটি শব্দের **দুটি** করে সমার্থক শব্দ লেখ :
মেঘ, সূর্য, জল, সমুদ্র, বৃক্ষ।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
জেলে, মেঠো, পানসে, ত্যাগ, কারক, সাহিত্য, কান্না, মৃন্ময়, মিঠাই।

ছ. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ। (যে-কোনো ছয়টি) :
বন্ধুর, আর্দ্র, ঐহিক, আকুঞ্চন, অপচয়, ক্ষয়িষ্ণু, গৃহী, বিরল, নিরক্ষর।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Goods, Nursery, Manuscript, Zone, Venue, Reform, Global, Auditor, Rank,

যশোর বোর্ড—২০১৩

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**):
ছায়াশীতল; রূপান্তর; অনেক; হাভাতে; পদ্মআঁখি; উচ্ছ্বাস; সপ্তর্ষি, দুধেভাতে; শ্বাপদ।

খ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**):
ঢাকাই; জেলে; ডাকাত; মেঠো; দর্শক; উক্তি; কান্না; লেঠেল; ঐচ্ছিক।

গ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Surplus; Terminology; Subsidy; Bail; Forecast; Census; Hostage; Leapyear; Copyright;

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
তেজি; নিষিদ্ধ; ক্ষমা; দুরন্ত; বাচাল; ব্যষ্টি; গুপ্ত; গৃহী; দাতা।

ঙ. সমার্থক শব্দ লেখ (যে-কোনো তিনটির **দুটি** করে) :
স্বর্ণ; পাখি; পদ্ম; হাতি; আকাশ।

চ. সন্ধি ও সমাসের প্রধান ছয়টি পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

ছ. শব্দ কাকে বলে? অর্থগত বিচারে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

জ. উদাহরণসহ আধুনিক বাংলা বানানোর ছয়টি নিয়ম লেখ।

বরিশাল বোর্ড—২০১৩

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের লক্ষণ কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

খ. উৎস বা উৎপত্তির বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

গ. সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

ঘ. নিচের যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
সংযম, মুকুল, নারী, সমুদ্র, অগ্নি।

ঙ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
কৃতজ্ঞ, ঐহিক, স্থাবর, এঁড়ে, বরখাস্ত, হরণ, স্তাবক, ক্ষীয়মাণ, তিরস্কার।

চ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ :
Allegation, Bench, Broadcast, Client, Deposit, Eye-witness, Famine, Honorary, Pay-slip.

ছ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
বাজিকর, অনিবার্য, অকালবার্ধক্য, জন্মান্ধ, ওলকপি, শশব্যস্ত, চতুর্ভুজ, গোলাপফুল, সুশীল।

জ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
নায়ক, মুগ্ধ, বক্তব্য, জেলে, হাসি, সাহিত্যিক, সাঁতারু, বাঙালি, দ্রাঘিমা।

দিনাজপুর বোর্ড—২০১৩

যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. সন্ধি ও সমাসের ছয়টি প্রধান পার্থক্য লেখ।

খ. বাংলা একাডেমী প্রণীত বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**):
সহৃদয়; অনাচর; যথাসাধ্য; বনভোজন; সৈন্য-সামন্ত; আয়কর; ত্রিলোক; শ্বাপদ; পুষ্পসৌরভ।

ঘ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
তীব্র; প্রলয়; বিরল; সৌম্য; বিদ্বান; অলীক; কাপুরুষ; নশ্বর; হৃদ্যতা।

ঙ. নিচের যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
চাঁদ; বন; পৃথিবী; বাতাস; নারী।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
বার্ষিক; জেলে; শ্রবণ; মানব; খেলনা; দারোয়ান; পান্তা; মৃন্ময়; ঘাতক।

ছ. নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
আলচ্যমান; উপযোগীতা; কল্যান; জীবীকা; বিদূষি; পিপিলিকা; ব্যপ্ত; মুখস্ত; সংস্কৃতিক।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Bond; Global; Allotment; Dialect; Optional; Manuscript; Crown; Surplus.

ঢাকা বোর্ড–২০১৪

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"–আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
আলুনি; বাহুলতা; মহাজন; আয়কর; যুগান্তর; সলিল সমাধি; সপ্তডিঙ্গা; অনাশ্রিত; কানাকানি।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
পার্থিব; দ্রাঘিমা; ঐহিক; নোনতা; মালাই; ঘোলাটে; হাতুড়ে; মুগ্ধ; জ্যান্ত।

ঙ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
গৃহীত; ঐক্য; সৌম্য; চিরায়ত; সুশীল; অগ্রজ; উৎকর্ষ; তিমির; দুর্জন।

চ. বানান শুদ্ধ কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
ইতিমধ্যে; সমিচিন; চতুস্কোন; পিপিলিকা; পানিনী; ঐক্যমত্য; মনিষি; শ্রদ্ধাঞ্জলী; সম্বর্ধনা।

ছ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Deputation; Bookpost; Civilwar; Hostage; Principle; Embargo; Interim; Acting; Witness.

জ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
পর্বত; ঢেউ; ভ্রমর; অন্ধকার; সূর্য।

রাজশাহী বোর্ড–২০১৪

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
নবপৃথিবী; আমরা; উপবন; রাজপথ; প্রগতি; বাকবিতন্ডা; সপ্তর্ষি; বীণাপাণি; শশব্যস্ত।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
নেতা; দোলনা; লালিমা; উক্তি; জয়; মেটে; টেকো; লজ্জিত; গন্তব্য; দিশারী।

ঙ. **পারিভাষিক রূপ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :**
Walk-out; Embargo; Ballot-paper; Cabinet; Galaxy; Campus; Zone; Phonetics; Skull.

চ. **যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :**
কণক; পক্ষী; নারী; বৃক্ষ; পদ্ম।

ছ. **বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :**
বিধবা; ঋজু; আবাহন; মসৃণ; সৃষ্টি; গ্রাম্য; নিন্দুক; খল; অমৃত; কদাচিৎ।

জ. **বানান শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :**
সমিচীন; লজ্জাক্ষর; সন্যাসী; পীপিলীকা; গীতাঞ্জলী; শশ্রুষা; স্বরস্বতী; আবিষ্কার; ঐক্যতান; মুমুর্ষু; অপরাহ্ন; ষ্টেশন।

কুমিল্লা বোর্ড—২০১৪

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. **অর্থ অনুসারে শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

খ. **"উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"— আলোচনা কর।**

গ. **একটি সার্থক বাক্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার? বুঝিয়ে দাও।**

ঘ. **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :**
দম্পতি; কচুকাটা; উপজেলা; তেপায়া; দেশান্তর; প্রাণপাখি; প্রগতি; সপ্তর্ষি; কাজলকাল।

ঙ. **প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :**
নীলিমা; ধর্ম; সৈনিক; মানব; লাজুক; জেলে; সাঁতারু; ভক্ত; সম্রাট।

চ. **যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :**
পৃথিবী; কোকিল; পতাকা; বৃক্ষ; অশ্রু।

ছ. **যে-কোনো ছয়টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :**
Agenda; Bai; Cartoon; Dialect; Manifesto; Rank; File; White-paper; Zone.

জ. **শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :**
ঐক্যমত; সহযোগীতা; ইতিমধ্যে; স্বার্থকতা; শান্তনা; আকাংখা; শ্রদ্ধাঞ্জলী; লজ্জাকর; সুষ্ট।

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০১৪

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. **শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ করে প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।**

খ. ণত্ব বিধান কী? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
অলসতন্দ্রা, ঈগল পাখি, উদ্বেল, কলঙ্করেখা, গাছপাকা, চা-বাগান, জয়মুকুট, জনাকীর্ণ, মিঠেকড়া।

ঘ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
সহকারি, হীনমন্যতা, সম্বর্ধনা, শ্বাশুড়ি, মুখস্ত, ভষ্ম, প্রাণীজগৎ, পন্য, ঘুরাঘুরি।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
তন্বী, নবান্ন, ঢাকেশ্বরী, ডাকাত, বৃঢ়, সিংহ, হিমাচল, শীতার্ত, অন্যান্য।

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
অজ্ঞা, ইচ্ছা, ঊর্মি, ঘর, হাতি।

ছ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
আবিল, আদ্য, শুরু, ঐচ্ছিক, বিনয়, পুরস্কার, জটিল, ক্ষমা, সার্থক।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
By-election, Administrative, Current, Account, Death Certification, Edition, Guard, Highway, Leap Year, Prescription.

সিলেট বোর্ড—২০১৪

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. একটি সার্থক বাক্যে কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

খ. উপসর্গ কাকে বলে? 'পরি' অথবা 'প্রতি' উপসর্গযোগে চারটি শব্দ গঠন কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
প্রাণভয়; তপোবন; ত্রিফলা; বিষাদসিন্ধু; দম্পতি; তেপান্তর; কোলাকুলি; গাছপাকা; যথারীতি।

ঘ. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ :
অধ্যায়ন; শারিরীক; মুমূর্ষ; পিপিলীকা; মনিষী; শুশ্রুষা; উজ্জল; আইনজীবি; ইতিমধ্যে।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
বক্তব্য; শ্রবণ; মানব; বৈঠক; মহিমা; মন্ত্রী; বহতা; মেধাবী; রাঁধুনি।

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
চাঁদ; পাখি; পৃথিবী; পানি; আগুন।

ছ. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
বিনীত; সন্ধ্যা; মহৎ; নির্লজ্জ; অলীক; হ্রাস; জোয়ার; সঞ্চয়; গ্রহণ।

জ. বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Option; Green-room; Salary; Banker; Ad-hoe; Virus; Validity; Tax; Urban.

যশোর বোর্ড–২০১৪

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
খড়মপা; পদদলিত; নীলকণ্ঠ; যথেষ্ট; তেরোনদী; আয়কর; হিতাহিত; লাঠালাঠি; যুগান্তর।

খ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
বরণীয়; মিঠাই; দোলনা; বেলে; চেনা; মিথ্যুক; মিশুক; ইতরামি; দৈনিক।

গ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Year book; Corruption; Manuscript; Civil war; Biography; Public fund; War crime; Dead lock; Fine arts.

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
বরখাস্ত; অন্ধ; বিরত; বিপন্ন; মহাজন; সৌম্য; নিরক্ষর; কৌতূহলী; সুশীল।

ঙ. শব্দ শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
একত্রিক; বয়ঃজেষ্ঠ্য; সমিচিন; দৈন্যতা; ভৌগলীক; নুন্যতম; পৈত্রিক; শিরচ্ছেদ; আকাংখা।

চ. সমার্থক শব্দ লেখ (যে-কোনো তিনটির দুটি করে) :
সন্ধ্যা; চোখ; কোকিল; আগুন; আকাশ।

ছ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"– ব্যাখ্যা কর।

জ. বাক্য কাকে বলে? গঠনগতভাবে বাক্য কত প্রকার, কী কী? উদাহরণসহ তাদের পরিচয় দাও।

বরিশাল বোর্ড–২০১৪

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. অর্থগতভাবে শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাক্য কাকে বলে? গঠনগতভাবে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ করে সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

গ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
সূর্য, রাত্রি, পাখি, আনন্দ, বাতাস।

ঘ. যে-কোনো **ছয়টি** শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ :
প্রলয়, নিরক্ষর, নৈসর্গিক, ঋজু, গুপ্ত, বিরক্ত, আর্দ্র, গৃহী, অর্বাচীন।

ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
সংবাদপত্র, দেহলতা, আরক্তিম, শীতাতপ, মহাত্মা, তেভাগা, লোকভয়, দ্রুতগামী, রাতকানা।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
মিঠাই, ফেরত, নাটুকে, নেতা, মানব, মেধাবী, পার্থিব, মুক্তি, ফুলেল।

ছ. যে-কোনো **ছয়টি** শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখ :
Census, lease, Surplus, Initial, Pay order, Gratuity, Audio, Mineral, Duel.

জ. যে-কোনো **ছয়টি** শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ :
ঐক্যতান, মুমূর্ষ, শান্তনা, ইতিপূর্বে, স্বামীগৃহ, ঐক্যমত, বালীকি, নূন্যতম, মনোকষ্ট।

দিনাজপুর বোর্ড—২০১৪

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হতে পারে? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"—আলোচনা কর।

গ. একটি সার্থক বাক্যের গুণগুলো কী কী? আলোচনা কর।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
আরক্তিম; যাদুকর; তেপান্তর; গায়েহলুদ; ঘোড়ারডিম; হাসাহাসি; প্রবচন; নাতজামাই; দম্পতি।

ঙ. নিচের যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আকাশ; সূর্য; রাত; ইচ্ছা; কোকিল।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
দাতা; লালচে; সাংবাদিক; ধনবান; জ্যান্ত; ডাকাত; অনুরাগী; সোনালি; শিক্ষানবিস।

ছ. নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
শ্রদ্ধাঞ্জলী; আইনজীবি; ইংরেজী; পুরষ্কার; সাতন্ত্র; ভৌগলীক; ফটোষ্টেট; প্রাণীবিদ্যা; শান্তনা।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Census; Fiction; Index Leap-year; Oath; Sabotage; Vaneu; Zone; Deed.

ঢাকা বোর্ড—২০১৫

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

খ. গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখ।

গ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
আকাশ, কেশ, মাতা, রাত্রি, সমুদ্র।

ঘ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
আকাংখা, সম্বর্ধনা, শুশ্রুষা, দৈন্যতা, শিরচ্ছেদ, মনোকস্ট, নুন্যতম, জ্যেষ্ঠ্য, প্রতিযোগীতা।

ঙ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ যে-কোনো ছয়টি) :
তোমরা, ভাতরাঁধা, বীণাপাণি, ষড়ঋতু, দুর্ভিক্ষ, তেপায়া, কুসুমকোমল, মোহনিদ্রা, পল্লীকবি।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
ছুটি, পানসে, হাতুড়ে, মুক্তি, দারোয়ান, বক্তব্য, নেতা, সাহিত্যিক, মেধাবী।

ছ. যে-কোনো ছয়টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ :
Census, Legend, Book-post, Lien, Sabgotage, Subsidy, Index, Hostage, Excuse.

জ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
ঋতু, ঐহিক, মূর্ত, চিন্ময়, বিদ্বান, সৌম্য, বিরাগ, ভূত, আশীর্বাদ।

রাজশাহী বোর্ড—২০১৫

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. "ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ—"? আলোচনা কর।

খ. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
তপোবন, অনতিবৃহৎ, পকেটমার, অল্পপ্রাণ, মন্দভাগ্য, নবপৃথিবী, বিপত্নীক, যৌবনসূর্য, দেশান্তর।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
কারক, সম্রাট, নশ্বর, মৃন্ময়, নীলিমা, শৈশব, উক্তি, বিদ্যুৎ, পান্তা।

ঙ. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
অশন, অপচয়, ঐশ্বর্য, ঈষৎ, কৃষ্ণ, তাপ, তীব্র, মিত্র, বন্ধুর।

চ. যেকোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
নদী, মেঘ, অশ্ব, অগ্নি, রাত্রি।

ছ. নিচের যে-কোনো ছয়টি শব্দের শুদ্ধরূপ লেখ :
শান্তনা, সন্ন্যাসী, তোরন, দৈন্যতা, সমিরন, প্রনয়ন, পানিনি, স্বরস্বতী, মনোপুত।

জ. বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Legend, Embargo, Dialect, Civil-war, Cartoon, Biography, Global, File, Allotment.

কুমিল্লা বোর্ড–২০১৫

৫। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. শব্দ গঠন বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ বাংলা শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

খ. বাক্য কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা বাক্যের গঠনানুগ শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।

গ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।" প্রমাণ কর।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
কালরাত, উপজেলা, ষড়ঋতু, রাজনীতি, পঙ্কজ, অরুণরাঙা, সহোদর, আমরা, বাক্যান্তর।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
দীঘল, ত্যাগ, প্রগতি, রাখাল, গাইয়ে, দোলনা, পানসে, শোষক, নোনা।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

উপচয়, আদিষ্ট, ঐহিক, অবতরণ, ঔদ্ধত্য, সাকার, মহৎ, খাতক, বন্ধুর।

ছ. যে-কোনো ছয়টির পারিভাষিক রূপ লেখ :

Quota, Impeachment, Migration, Will, Spokesman, Paradox, Study, Thesis, Fiction.

জ. শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

শান্তনা, সর্বশান্ত, শিরোচ্ছেদ, প্রোজ্জ্বলন, স্মরনার্থী, নুন্যতম, এসিস্টেন্ট, মুহর্মূহ, দারিদ্রতা।

চট্টগ্রাম বোর্ড—২০১৫

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখ।

খ. গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

ভবনদী, চিরকুমার, জনাকীর্ণ, উদ্বেল, যুগান্তর, রাজধানী, রাজনীতি, কুসুমকোমল, উপকূল।

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

সৌম্য, নিরক্ষর, কৌতূহলী, আবাহন, অমৃত, কদাচিৎ, উদার, অর্বাচীন, বন্য।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :

দাতা, বুনো, ঘাতক, দৈত্য, বেলে, উপ্ত, সাংবাদিক, পান্তা, সৃষ্টি।

চ. ণত্ব বিধান কী? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

ছ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :

Manuscript, Initial, Prepaid, Hygiene, Bio-data, Copyright, Nutrition, By-law, Broker.

জ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :

পর্বত, ইচ্ছা, মেঘ, ময়ূর, পবন।

সিলেট বোর্ড—২০১৫

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. কী কী উপায়ে বাংলায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখ।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
নবযৌবন, মোহনিদ্রা, মেঘলুপ্ত, হাত-পায়ে, গলাগলি, যথাসাধ্য, সপ্তর্ষি, দম্পতি, আমূল।

ঘ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
নিন্দিত, নৈসর্গিক, অপচয়, ক্ষয়িষ্ণু, বিনয়, যশ, সহযোগী, তীব্র, দৃঢ়।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **ছয়টি**) :
হাতল, চাকাই, মেধাবী, কমতি, বক্তব্য, লাজুক, দোলনা, মৃন্ময়, ধার্মিক।

চ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
Census, Feudal, Agenda, Legend, Lease, Galaxy, Bio-data, Surplus, Manifesto.

ছ. আধুনিক বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

জ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
পৃথিবী, আগুন, কনক, বাতাস, সমুদ্র।

যশোর বোর্ড—২০১৫

৫। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. বাক্য কাকে বলে? গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের ছয়টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

গ. সন্ধি ও সমাসের মধ্যে ছয়টি পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
নিরুদ্বেগ, অপর্যাপ্ত, অলসতন্দ্রা, নবরত্ন, উদ্বাস্তু, প্রত্যক্ষ, দম্পতি, কুশীলব, বজ্রকণ্ঠ।

ঙ. নিচের যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
কিরণ, পৃথিবী, স্বর্ণ, সিংহ, পাথর।

চ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
আর্থিক, করণীয়, গ্রাম্যতা, জেলে, নকলনবিশ, পানীয়, বার্ষিক, বিধাতা, মন্ত্রী।

ছ. নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
প্রনয়ন, ইতিপূর্বে, দারিদ্রতা, উপরোক্ত, উচ্চাস, উচীৎ, স্বামীগৃহ, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, ষ্টেশন।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি)
Academic, Broker, Catalogue, Copyright, Dynamic, Equation, Terminology, Pay-bill, Global.

বরিশাল বোর্ড—২০১৫

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ লেখ।

খ. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে"—আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
দম্পতি, মোহনিদ্রা, তেপান্তর, কুম্ভকার, লোকভয়, উপবন, ছায়াতরু, হাসাহাসি, আয়কর।

ঘ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
নেতা, মানব, মুক্তি, বহতা, মোড়ক, ডাকাত, বৈঠক, পাচক, মুগ্ধ।

ঙ. যে কোনো তিনটি শব্দের দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
মা, সাগর, চাঁদ, চোখ, ঘোড়া।

চ. বিপরীত শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
প্রাচীন, বিরাগ, উদ্ধত, স্বাতন্ত্র্য, স্নিগ্ধ, গৌণ, ঐহিক, বাচাল, গৃহী।

ছ. শুদ্ধ বানান লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
সুস্থ, প্রতিযোগীতা, আকাংখা, স্বস্ত্রীক, সখ্যতা, ইতিমধ্যে, মুমুর্ষ, প্রাণীবিদ্যা, উচ্ছল।

জ. পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
Audio, Bidder, Brand, Credit, Design, Exit, Justice, Myth, Up-to date.

দিনাজপুর বোর্ড—২০১৫

৭। যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬ × ৫ = ৩০

ক. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

খ. "ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নামই ব্যাকরণ।" —আলোচনা কর।

গ. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
সৈন্যসামন্ত, নবপৃথিবী, জ্যোৎস্নারাত, আয়কর, আমরা, গ্রামান্তর, গায়েহলুদ, গৃহকর্ত্রী, জীবনপ্রদীপ।

ঘ. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
শুশ্রুশা, দারিদ্রতা, শান্তনা, সমিচীন, অপরাহ্ন, আকাংখা, ইতিপূর্বে, শিরোচ্ছেদ, ব্রাহ্মন।

ঙ. প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো ছয়টি) :
দোলনা, সাঁতারু, কারক, ঐতিহাসিক, বক্তা, দ্রাঘিমা, কাঠুরে, নায়ক, জেলে।

চ. যে-কোনো তিনটি শব্দের দু'টি করে সমার্থক শব্দ লেখ :
ইচ্ছা, ঘর, ঢেউ, পদ্ম, অশ্ব।

ছ. বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যে-কোনো ছয়টি) :
জঙ্গম, আকুঞ্চন, খাতক, বিরল, বিদ্বান, তীব্র, নশ্বর, উদার, তাপ।

জ. বাংলা পারিভাষিক শব্দ লেখ (যে-কোনো **ছয়টি**) :
White paper, Agenda, Book-post, Bio-data, Principle, Global, Editor, Allotment, Rank.

সাফল্যের ধারাবাহিকতায়

HSC শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত
সাফল্য ও ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে

৭০ নম্বরের
বাংলা দ্বিতীয় পত্র
এখন বাজারে...

রচনায় ও সম্পাদনায়
প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল
আহসান হাবিব ইফাজ

সাফল্যের ধারাবাহিকতায়

HSC শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত
সাফল্য ও ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে

৭০ নম্বরের
বাংলা দ্বিতীয় পত্র
এখন বাজারে...

রচনা ও সম্পাদনায়

প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল
আহসান হাবিব ইফাজ

নির্মিতি : ৭০ নম্বর

- পারিভাষিক শব্দ থেকে ১টি এবং অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা) থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১০
- দিনলিপি লিখন ও অভিজ্ঞতা বর্ণন থেকে ১টি এবং ভাষণ রচনা ও প্রতিবেদন রচনা থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১০
- বৈদ্যুতিন চিঠি অথবা খুদে বার্তা থেকে ১টি এবং পত্রলিখন অথবা আবেদনপত্র থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১০
- সারাংশ, সারমর্ম ও সারসংক্ষেপ থেকে ১টি এবং ভাবসম্প্রসারণ থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১০
- সংলাপ রচনা থেকে ১টি এবং খুদে গল্প রচনা থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১০
- প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা; ৫টি বিকল্প থাকবে, ১টি রচনা লিখতে হবে। ২০

৭০

দ্বিতীয় পত্র : ব্যাকরণ : ৩০ + নির্মিতি : ৭০ = ১০০ নম্বর



কলকণ্ঠ প্রকাশনী
মো. আব্দুর রাজ্জাক
সাবেক মহাসচিব : বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি
কম্পিউটার মার্কেট, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০